সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনরা জান্নাতে যাবে কি

হযরত যাহ্হাক বলেছেন ঃ জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পানাহারও করবে।[১]

হযরত আরতাত বিন মুন্যির বলেছেন ঃ আমরা হযরত হাম্যাহ্ বিন হাবীবের মজলিসে এ প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম যে, জ্বিনরা জান্নাতে যাবে কি না? উনি বলেনঃ জ্বিনরা জান্নাতে যাবে। এর সমর্থন আছে কোরআন পাকের এই আয়াতে(২)–

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ইতোপূর্বে ও (স্বর্গসুন্দরী)-দের না স্পর্শ করেছে কোনও মানুষ আর না কোনও জ্বিন।

জ্বিনদের জন্য থাকবে জ্বিন রমণী আর মানুষদের জন্য মানবী।[৩]

জান্নাতে মানুষরা জ্বিনদের দেখবে, জ্বিনরা মানুষদের নয়

আল্লামা মুহাসিবী (রহঃ) বলেছেন ঃ যে সকল জ্বিন জান্নাতে যাবে, তাদেরকে মানুষরা দেখতে পাবে। কিন্তু জ্বিনরা মানুষদের দেখতে পাবে না, ওখানে থাকবে দুনিয়ার বিপরীত ব্যবস্থা।

জ্বিনরা জান্নাতে আল্লাহ্র দর্শন পাবে কি

শাইখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস্ সালাম কিছু যুক্তি প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন ঃ মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু আল্লাহ্র দর্শনের সৌভাগ্য তাদের হবে না। আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য কেবলমাত্র মু'মিন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট। এবং একথা সুস্পষ্ট যে, সম্মানিত ফিরিশ্তা সম্প্রদায়ও জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে সমর্থ হবে না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, জ্বিনরাও আল্লাহকে জান্নাতে দেখবে না।[৪]

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলছিঃ ফিরিশ্তারা আল্লাহকে দেখবে, এর প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বাইহাকীও এই মতই ব্যক্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'কিতাবুর রুউ্ইয়া'গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদও লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫]

কাযী জালালুদ্দীন বুল্কিনী–নিজের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন– সাধারণ যুক্তি-প্রমাণ এ কথাই বলে যে, জ্বিনরা আল্লাহর দর্শন

করবে। –এ কথাটি 'শারহি আল্ জাওযিহী ফিল জ্বিন্ন' গ্রন্থে ইবনে ইমাদ তাঁর ওস্তাদ শাইখ সিরাজুদ্দীন বুল্কিনীর থেকেও উদ্ধৃত করেছেন।[৬]

কিন্তু হানাফী ইমাম হযরত ইসমাঈল সিফারের 'আস্আলাতুস্ সিফার' গ্রন্থে আছেঃ জ্বিনরা জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে সক্ষম হবে না।[৭]

জ্বিনরা জান্নাতে খাবে কী

হযরত মুজাহিদকে মু'মিন জ্বিনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, ওরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বলেনঃ ওরা জান্নাতে যাবে কিন্তু খানা-পিনা করবে না। ওদেরকে কেবল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রেরণা দেওয়া হবে, যা জান্নাতী মানুষেরা খানা-পিনার সময় উচ্চারণ করবে।[৮]

একটি ভিন্ন মত

জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং জান্নাতের এক নিচু এলাকায় থাকবে, সেখানে মানুষ ওদের দেখতে পাবে কিন্তু ওরা মানুষদের দেখতে সক্ষম হবে না।

হযরত লাইস বিন আবূ সালীম বলেছেন ঃ মুসলমান জ্বিনরা না জান্নাতে যাবে আর না জাহান্নামে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ওদের বাপ (ইবলীস)-কে জান্নাত থেকে (চিরকালের জন্য) বের করে দিয়েছিলেন তাই তাকে দ্বিতীয়বার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তার বংশধরদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।[৯]

জ্বিনরা থাকবে 'আ'রাফ' নামক স্থানে

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ لَهُمْ ثَوَابٌ وَعَلَيْهِمْ عِقَابٌ . فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ثَوَابِهِمْ فَقَالَ عَلَى الْأَعْرَافِ وَلَيْسُوْا فِي الْجَنَّةِ مَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْنَاهُ وَمَا الْأَعْرَافُ ؟ قَالَ حَائِطُ الْجَنَّةِ تَجْرِيْ فِيْهِ الْأَنْهَارُ وَ تَنْبُتُ فِيْهِ الْأَشْجَارُ وَالثِّمَارُ۔

'মু'মিন জ্বিনদের জন্য সওয়াবও আছে, আযাবও আছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা কী সওয়াব পাবে? তিনি বললেন, 'ওরা থাকবে আ'রাফে, জান্নাতে উম্মতে মুহাম্মাদের সাথে থাকবে না।' আমরা নিবেদন করলাম, 'আ'রাফ কী?' তিনি বললেন, 'আ'রাফ হ'ল জান্নাতের প্রাচীর, যাতে নদী-নালা বয়ে যাবে, গাছপালা উদ্গত হবে এবং ফলমূল উৎপন্ন হবে।[১০]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) তাফসীর, সুফ্‌ইয়ান সাওরী। তাফসীর, মুন্‌যির বিন সাঈদ। তাফসীর, ইব্‌নুল মুন্‌যির। আবু আশ্‌-শাইখ।
(২) সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৫৬।
(৩) ইব্‌নুল মুন্‌যির। আবূ আশ্‌-শাইখ।
(৪) আল্‌-ক্বাওয়াইদুস্‌ সুগরা, ইবনে আব্‌দুস্‌ সালাম।
(৫) কিতাবুর্‌ রুউইয়া।
(৬) শার্‌হি আলজাওযিহী ফিল্‌ জ্বিন্ন।
(৭) আস্‌আলাতুস্‌ সিফার।
(৮) ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া।
(৯) আবূ আশ্‌-শাইখ, ফিল উয্‌মাহ। আল্‌-বাদূরুস্‌ সাফরুহ, হাদীস নং ১২৮৫।
(১০) আবূ আশ্‌-শাইখ। আল্‌ বাঅস্‌ অন-নুশূর, বাইহাকী, হাদীস নং ১১৭। তাফসীর, ইবনে কাসীর, ৩ ঃ ৪১৬। বাইহাকী। ইবনে আসাকির।

জ্বিনদের মৃত্যু

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর মত

হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মৃত্যু হবে না। তখন আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো বলেছেন(১)ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

এদের পূর্বে যে সমস্ত জ্বিন ও ইনসান গত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহর শাস্তি অবধারিত।(২)

'আকামুল মারজ্বান'-এর গ্রন্থকার আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান বস্‌রীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, ইব্‌লীসের যখন মৃত্যু হবে, তখন ওদেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু একথার কোনও প্রমাণ নেই যে, সমস্ত জ্বিনকে (কিয়ামত পর্যন্ত) অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এর আগের বহু (উল্লেখিত) বর্ণনা থেকে জ্বিনদের মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মত

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, জ্বিনরাও কি মরে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু ইবলীস মরে না। আর এই যেসব সাপকে তোমরা 'জ্বান্নুন' বলো, ওরা হল ক্ষুদে জ্বিন।(৩)

ইবলীসের বার্ধক্য ও যৌবন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর ইবলীস বুড়ো হয়ে যায়, তারপর ফের ও ত্রিশ বছরের বয়সে ফিরে আসে।(৪)

মানুষের সাথে কতজন শয়তান থাকে এবং তারা কখন মরে

হযরত আসিম আহ্‌ওয়াল (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত রবীঅ্‌ বিন আনাস (রহঃ) কে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষের সাথে যে শয়তান থাকে সে কি মরে না? উনি বলেন-মানুষের সাথে একাধিক শয়তান থাকে। মুসলমানকে গুম্‌রাহ্‌ (পথভ্রষ্ট) করার জন্য তো (বহুসংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট) রবীআহ্‌ ও মুযার গোত্রের সমসংখ্যক শয়তান তার মুকাবিলায় লেগে থাকে।(৫)

শয়তানের বাপ-মা ছিল কুমার-কুমারী

হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিসের বাচনিকে হযরত কাতাদাহ বর্ণনা করেছেনঃ

জ্বিনরাও মরে কিন্তু শয়তান যুবক থাকে, ও মরে না। হযরত কাতাদাহ বলেছেনঃ শয়তানের বাপ কুমার ছিল, শয়তানের মাও ছিল কুমারী এবং ওদের থেকে শয়তানও জন্মেছে চিরকুমার হয়ে।(৬)

দীর্ঘ আয়ুর এক আজব ঘটনা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একবার খবর পেয়েছিলেন যে, চীনদেশে এমন একটি বাড়ি আছে, যার পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনও লোক রাস্তা ভুলে গেলে ভিতর থেকে আওয়াজ আসত–'রাস্তা অমুক দিকে।' কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া যেত না।–এই খবর শুনে হাজ্জাজ কিছু লোককে চীনে পাঠালেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন– ' তোমরা ইচ্ছে করে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। যখন ওরা তোমাদের বলবে, 'রাস্তা অমুক দিকে' অমনই ওদের উপর হামলা করবে এবং দেখবে, ওরা কারা।' সুতরাং হাজ্জাজের পাঠানো লোকেরা ওরকমই করল। এবং ওদের উপর হামলা চালাল। ওরা তখন বলল, ' তোমরা আমাদের কক্ষণো দেখতে সক্ষম হবে না।' এরা বলল, তোমরা এখানে কত বছর ধরে রয়েছ? ওরা বলল, 'আমরা সন-তারিখের হিসেব রাখি না। তবে হ্যাঁ, এখানে আমাদের থাকা অবস্থায় চীনদেশ আটবার ধ্বংস হয়েছে এবং আটবার আবাদ হয়েছে।(৭)

জ্বিনদের প্রাণ হরণকারী ফিরিশ্‌তা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মানুষ ও ফিরিশ্‌তাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে আছেন 'মালাকুল মউত' এবং জ্বিনদের (প্রাণহরণকারী) ফিরিশ্‌তা আলাদা, শয়তানদের আলাদা এবং পশু-পাখি, মাছ ও পতঙ্গ–এদের ফিরিশ্‌তা আলাদা।–এরা মোট চারশ্রেণীর ফিরিশ্‌তা।[৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল্-আহকাফ, আয়াত ১৮।
(২) ইবনে আবিদ দুন্ইয়া। ইবনে জ্বারীর।
(৩) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।
(৪) গরাইবুস্ সুনান, ইবনে শাহীন।
(৫) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।
(৬) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। আবূ আশ্-শাইখ, কিতাবুল উয্‌মাহ্।
(৭) কিতাবুল আজ্বাইব, আবূ আবদুর রহ্‌মান বিন মুন্‌যির মাআরবী আল্-মাঅরূফ। কিতাবুন্ নাওয়াদির আবুশ্-শাইখ।
(৮) তাফসীর জুওয়াইবার।

করীন ঃ মানুষের সঙ্গী শয়তান

শয়তান থাকে সকলের সাথে

বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) একরাতে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার কাছ থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমার চিন্তা হল (যে, হয়তো তিনি অন্য কোনও স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন)। তিনি ফিরে এসে আমাকে (জাগ্রত ও চিন্তিত অবস্থায়) দেখে বললেন–তোমাকে তোমার শয়তান (অস্অসা-য়) ফেলেছে। আমি নিবেদন করলাম– 'আমার সাথেও শয়তান আছে?' তিনি বললেন–'হ্যাঁ, শয়তান তো সকল মানুষের সাথে থাকে।' আমি নিবেদন করলাম– ' হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সঙ্গেও আছে কি?' তিনি বলেন –'হ্যাঁ, কিন্তু আমার পালনকর্তা আমাকে সহায়তা করেছেন, অবশেষে সে মুসলমান হয়ে গেছে।'[১]

নবীজীর সাথে থাকা-শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَالُوْا : وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاِيَّاىَ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ ۔

'তোমাদের মধ্যে এম কোনও ব্যক্তি নেই যার সাথে জ্বিনদের মধ্য থেকে একজন সাথী ও ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে একজন সাথী নিযুক্ত করা হয় না।' সাহাবীগণ বললেন–' হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও আছে কি?' তিনি বললেন-'হ্যাঁ, আমার সাথেও, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে সৎকাজ ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমাকে বলে না।[২]

হযরত শরীক বিন তারিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهٗ شَيْطَانٌ ۔ قَالَ وَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَلِىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ

'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান আছে।' এক সাহাবী বলেন –হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বলেন– 'হ্যাঁ, আমার সাথেও আছে, তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে।[৩]

নবীজী ও আদমের শয়তানের মধ্যে পার্থক্য

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فُضِّلْتُ عَلٰى اٰدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ : كَانَ شَيْطَانِىْ كَافِرًا فَاَعَانَنِى اللّٰهُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَسْلَمَ وَكَانَ اَزْوَاجِىْ عَوْنًا لِّىْ وَكَانَ شَيْطَانُ اٰدَمَ كَافِرًا وَزَوْجَتُهٗ عَوْنًا عَلٰى خَطِيْئَتِهٖ

আদমের চেয়ে আমাকে এই দু'টি শ্রেষ্ঠত্বও দান করা হয়েছে–(১) আমার শয়তান কাফির ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ করেছেন,

শেষ পর্যন্ত সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং (২) আমার পত্নীগণ আমার সহায়তাকারিণী থেকেছে।(অপরদিকে) আদমের শয়তান ছিল কাফির এবং তাঁর স্ত্রী ছিল তাঁর পদস্খলনের অংশীদার।[৪]

এই হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর করীন (সঙ্গী শয়তান)-এর ইসলাম কবুলের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং এটি নবীজীরই বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত হাদীসের একটি অর্থ এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে সাহায্য করেছেন এমনকী তিনি সঙ্গী-শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতেন।

মানুষের সঙ্গী ফিরিশ্‌তা ও শয়তান কী করে

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً - فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيَاطِيْنِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ (اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ...)

মানুষের সাথে শয়তানদের সম্পর্ক থাকে, ফিরিশ্‌তাদেরও সম্পর্ক থাকে। শয়তানদের সম্পর্ক হল মন্দের দিকে প্ররোচিত করা ও সত্যকে মিথ্যা বানানো। এবং ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্ক হল সৎকাজের প্রতি প্রেরণা দেওয়া এবং সত্যকে স্বীকার করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবে (যে, সে ফিরিশ্‌তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে), তাহলে তার উচিত এটাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান মনে করা এবং এজন্য আল্লাহর গুণগান করা। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত হবে, সে যেন শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর নবীজী (কোরআন পাকের এই আয়াতটি) পড়েন[৫]–(যার অর্থ) শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়.....।[৬]

মু'মিন তার শয়তানকে নাজেহাল করে দেয়

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِيْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِيْ أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِي السَّفَرِ

মু'মিন মানুষ তার শয়তানকে এমন জব্দ করে দেয় যেমন তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি সফরকালে তার উটকে ক্লান্ত করে ছাড়ে।[৭]

মু'মিনের শয়তান দুর্বল হয়ে যায়

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ মু'মিনের শয়তান দুর্বল ও পেরেশান হয়ে থাকে।[৮]

এক বর্ণনাসূত্রে এরকম আছে ঃ একবার এক মু'মিনের শয়তানের সাথে এক কাফিরের শয়তানের সাক্ষাৎ হল। মু'মিনের শয়তান ছিল রোগা-দুর্বল। আর কাফিরের শয়তান ছিল মোটাতাজা। কাফিরের শয়তান বলল–'ব্যাপারটা কী, তুমি এত কমজোর কেন?' মু'মিনের শয়তান বলল– কী আর বলি, ওর কাছে আমার ভাগ্যে কিছুই নেই। যখন ও ঘরে ঢোকে, আল্লাহর নাম স্মরণ করে। খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়। পান করার সময় আল্লাহর নাম নেয়।(ফলে, আমি কোনও সুযোগই পাই না)' কাফিরের শয়তান বলল– 'কিন্তু আমি তো ওর সাথেই খাই। ওর সাথে পানও করি।(এইজন্যই তো এমন মোটাতাজা হয়েছি।)'[৯]

শয়তান কুকুরছানা থেকে চড়ুইপাখি

বর্ণনায় হযরত কইস বিন হাজ্জাজ (রহঃ) আমার শয়তান আমাকে বলেছে– 'যখন আমি আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, তখন কুকুরছানার মতো ছিলাম কিন্তু বর্তমানে চড়ুই পাখির মতো হয়ে গেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরকম হয়েছ কেন?' সে বলল, 'আপনি কোরআনের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোরআন পাঠ ও তদনুযায়ী কাজ করে) আমাকে গলিয়ে দিয়েছেন।'[১০]

শয়তান মানুষের সাথে খায়-দায় ও ঘুমায়

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে তার শয়তান থাকে। কাফিরের শয়তান কাফিরের সাথে খায়-দায় ও তার সাথে বিছানায় শোয়। কিন্তু মু'মিনের শয়তান মু'মিনের থেকে দূরে থাকে। এবং ওঁৎ পেতে থাকে যে, কখন মু'মিন মানুষ উদাসীন হবে এবং সে তার থেকে ফায়দা তুলবে। বেশি খায় ও বেশি ঘুমায় এমন লোককে শয়তান বেশি পছন্দ করে।[১১]

কাফিরের শয়তান জাহান্নামে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যে উদাসীন হয়, আমি তার উপর এক শয়তানকে চাপিয়ে দিই, যে তার (সার্বক্ষণিক) সঙ্গী হয়ে যায়।[১২]

এই আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত সাঈদ জ্বারীরী বলেছেনঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন কাফিরকে যখন জীবিত করা হবে, তখন

তার শয়তান তার সামনে সামনে চলতে থাকবে, তার থেকে পৃথক হবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকেই জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবেন। সেই সময় শয়তান আশা করবে- يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

হায়! আমার দুর্ভাগ্য! তোর আর আমার মধ্যে যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমান দূরত্ব থাকতো!

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মুসলিম, ফাযায়েলে সাহাবা, হাদীস নং ৮৮। সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব তাহরীশুশ্ শাইত্বান, হাদীস নং ৭০। বাইহাকী, দালায়িলুন্ নুবুউঅত, ৭ ঃ ১০২।

(২) মুসলিম, ফী সলাতিল মুসাফিরীন, হাদীস নং ৬৯। সুনানে দারিমী, কিতাবুর্ রিক্বাব, বাব ২৫। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৩৮৫, ৩৯৭, ৪০১, ৪৬০। বাইহাকী, দালায়িলুন নুবুউঅত, ৭ ঃ ১০০। দুররে মানসুর, ৬ ঃ ১৮। মুশকিলুল্ আসার, ১ ঃ ২৯। কান্‌যুল্ উম্মাল, ১২৪১। আত্‌হাফুস্ সাদাহ, ৫ ঃ ৩১৩, ৭ ঃ ২৬৭। মিশ্‌কাত ৭৭। তবারানী, ১০ঃ ২৬৯। দালায়িলুন্ নুবুউঅত, আবূ নুআইম, ১ ঃ ৫৮। আল্ বিদাইয়াহ্ অন্-নিহাইয়াহ্, ১ ঃ ৫২, ৬৭। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪ ঃ ৩৬১, ৮ ঃ ৫৫৮। ক্বুরতুবী, ৭ ঃ ৬৮।

(৩) ইবনে হিব্বান, ২১০১। তবারানী। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ৭ ঃ ২২৭। দালায়িলুন নুবুউঅত, বাইহাকী ৭ ঃ ১০১। কান্‌যুল উম্মাল, ১২৭৭।

(৪) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৫ঃ ৪৮৮। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ৩১৩। দুররুল মান্‌সুর, ১ ঃ ৫৪। কানযুল উম্মাল, ৩১৯৩৬। তারীখে বাগদাদ ৩ঃ ৩৩১। তাখরীজে ইরাকী, ২ঃ ৩২। আলাল মুতানাহিইয়াহ্, ১ ঃ ১৭৬।

(৫) সূরাহ্ আল-বাকারাহ্; আয়াত ২৬৮।

(৬) আল্-জ্বামিই আস্-সগীর, হাদীস নং ২৩৮৪। তিরমিযী, ২৯৮৮। তাফসীর ইবনে কাসীর।

(৭) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ৩৮০। নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী, ২৬। মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, হাদীস নং ২০। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। জ্বামিই সগীর হাদীস ২১১০। ফইযুল ক্বাদীর, ২ঃ ৩৮৫। কান্‌যুল উম্মাল, ৭০৬। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১১৬।

(৮) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, হাদীস নং ১৯। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ২৯।

(৯) মাসায়িবুল ইনসান, ইবনে মুফ্‌লিহ্ মুকাদ্দিসী, পৃষ্ঠা ৬৮।

(১০) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, হাদীস নং ১৮। আকামুল মারজ্বান, ১২৪। ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ২৯।

(১১) কিতাবুয্ যুহ্‌দ, ইমাম আহ্‌মাদ।

(১২) সূরাহ আয্ যুখরুফ, আয়াত ৩৬।

শয়তানের অস্অসা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(হে নবী! আপনি মানবজাতিকে এই দুআটি) বলে দিন ঃ আমি মানুষের পালনকর্তা, মানুষের বাদশাহ্ ও মানুষের উপাস্যের কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি 'খান্নাস' (শয়তান)-এর 'অস্অসা'র অনিষ্ট থেকে, যে অস্অসা দেয় মানুষের অন্তরে, চাই সে জ্বিনদের মধ্য হতে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে।[১]

অস্অসা কি এবং কোথা থেকে দেয়া হয়

কাযী আবূ ইয়া'অ্লা (রহঃ) বলেছেন ঃ অস্অসার বিষয়ে একটি বিশেষ মত হল, এ একটি উহ্য কথা বিশেষ, যা অন্তরে অনুভূত হয়। অন্য এক মতানুযায়ী অস্অসা হল এমন বিষয়, যা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অনুভূত হয় এবং এ দ্বারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্পর্শন, সঞ্চালন ও প্রবেশন ঘটে। একদল ভাষ্যকার অবশ্য মানবদেহে শয়তানের অনুপ্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, এক দেহে দুই আত্মার উপস্থিতি বৈধ নয়।

তাঁদের প্রমাণ হল আল্লাহর এই বাণী ঃ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

যে মানুষের অন্তরে (বাইরে থেকে) প্ররোচনা (অস্অসা) দেয়।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْئًا

শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাফেরা করে। তাই আমার ভয় হয় যে, সে ওদের মন-মগজে ধ্বংসাত্মক কিছু নিক্ষেপ না করে বসে।[২]

ইব্‌নে আকীল (রহঃ) বলেছেন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইবলীসের অস্‌অসা কীরূপ হয় এবং সে মানুষের মন-মগজ পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছায়? তবে উত্তর এই যে, অস্‌অসা হল এমন এক উহ্য কথা, যার দিকে প্রবৃত্তি ও মনের গতি-প্রকৃতি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এই উত্তরও দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান মানুষের অবচেতনে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে- কেননা সে সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট এবং অস্‌অসা দেয়। আর অস্‌অসা হল মন-মগজকে বাতিল চিন্তা-চেতনার প্ররোচনা দেওয়া।(৩)

অস্‌অসায় নবীজীর দুআ

হযরত মুআবিয়া বিন আবূ তাল্‌হা (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْمِرْ قَلْبِىْ مِنْ وَسَاوِسِ ذِكْرِكَ وَاطْرُدْعَنِّىْ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ

হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌রের অনুভূতি দিয়ে সমৃদ্ধ করো আমার মন-মগজকে এবং শয়তানের প্ররোচনাকে দূরীভূত করে দাও আমার থেকে।(৪)

'আল্‌-অস্‌ওয়াসিল খান্নাস' এর তাফ্‌সীর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তানের দৃষ্টান্ত এমন নেউল বা বেজীর মতো, যে (মানুষের) অন্তরের গর্তে নিজের মুখ রাখে এবং তা দিয়ে (অন্তরে) অস্‌অসা দেয়। মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান পিছু হটে। এবং যখন নীরব থাকে তখন সে ফিরে আসে। একেই বলে **'আল্‌-অস্‌ওয়াসিল খান্নাস'**।(৫)

শয়তান কখন এবং কিভাবে অস্‌অসা দেয়

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে এ মর্মে দু'আ করেন যে, মানবদেহে শয়তানের থাকার জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে বিষয় প্রকাশ করেন। ফলে হযরত ঈসা (আঃ) দেখেন, শয়তানের মাথা সাপের মতো। অন্তরের মুখগহ্বরে রাখে, যখন মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, তখন সে দূরে হটে যায় মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছেড়ে দিলে, সে তার ধ্যান-ধারণা ও প্ররোচনা (অস্‌অসা) দিতে শুরু করে দেয়।(৬)

শয়তান মন-মগজকে মুখের গ্রাস বানিয়ে নেয়

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خِطْمَهُ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِنْ نَسِىَ اللّٰهَ اِلْتَقَمَ قَلْبَهُ

মানুষের অন্তরে শয়তান তার শুঁড় রাখে, মানুষ যখন আল্লাহর যিকর করে, তখন সে দূরে সরে যায় এবং যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন শয়তান তার মন-মগজকে মুখের গ্রাস বানিয়ে নেয়।(৭)

অস্‌অসা দেওয়া শয়তানের আকৃতি

হযরত উমর বিন আব্‌দুল আযীয (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার একটি লোক আল্লাহ্‌র কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন যে, তাকে (মানবদেহে) শয়তানের জায়গাটি দেখিয়ে দেওয়া হোক। ফলে তাকে একটি বিস্ময়কর (মানব)-দেহ দেখানো হয়, যার দেহের ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং শয়তান ব্যাঙের আকৃতিতে হৃদপিণ্ডের সামনে দুই কাঁদের সন্ধিস্থলে বসে ছিল। তার নাক ছিল মশার নাক (শুঁড়)-এর মতো' যা দিয়ে সে অন্তরে অস্‌অসা দিচ্ছিল।(৮)

নবীজীর শেষ নবীসুলভ বিশেষ নিদর্শন (মোহর) কাঁধে ছিল কেন

আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ নবীসুলভ মোহর (মোহরে খাত্‌মে নবুওয়ত) দুই কাঁধের সন্ধিস্থলে ছিল এই কারণে যে, তিনি শয়তানের অস্‌অসা থেকে মুক্ত ছিলেন। আর শয়তান ওই জায়গায় থেকে মানুষকে অস্‌অসা দেয়।(৯)

অস্‌অসার দরজা

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন ঃ মানুষের বুকে অস্‌অসার একটি দরজা আছে, যেখান থেকে (শয়তান) অস্‌অসা দেয়।(১০)

শয়তানকে মন থেকে সরানোর উপায়

হযরত আবুল জ্বাওয়া (রহঃ) বলেছেন(১১) ঃ শয়তানের মন-মগজের সাথে লেপ্টে থাকে, যার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে পারে না। তোমরা কি দ্যাখো না, মানুষ হাটে-বাজারে ও নানান আড্ডায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, কিন্তু কেবল কসম করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। যাঁর আয়ত্তে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্‌)-র কসম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনও কিছুই শয়তানকে মনমগজ থেকে সরাতে পারে না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন এই আয়াতটি ঃ

وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا

যখন তুমি কুরআন থেকে তোমার প্রভুর কথা উল্লেখ করো, তখনও (কাফির শয়তান প্রভৃতি)-রা পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করে।(১২)

ঝগড়া বিবাদের মূলে শয়তানী পাঁয়তারা

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ (রহঃ)-এর পিতা বলেছেন ঃ আমার মনে খুব অস্‌অসা হয়। একথা আমি হযরত আলা বিন যিয়াদ (রহঃ)-কে বলি। উনি বলেন ঃ খোকা! অস্‌অসা হল চোরের মতো। চোর যখন এমন ঘরে ঢোকে, যাতে মাল-সামান থাকে। তখন সে ওগুলো চুরি করার চেষ্টা করে। আর কোনও ঘরে যদি সে কিছু না পায় তবে সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।[১৪]

নির্ভেজাল মু'মিনও অস্‌ওয়ার শিকার হয়

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ সাহাবীগণ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অস্‌অসার অনুযোগ করলে তিনি বলেনঃ অস্‌অসা হল বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ।[১৫]

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যাইদ বিন আসিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ কতিপয় সাহাবী নিজেদের অস্‌অসা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ মর্মে নিবেদন করেন– 'আমাদের পক্ষে অস্‌অসা-সহকারে কথা বলার চাইতে 'সারিয়া' থেকে পড়ে যাওয়া কি ভালো নয়?'

উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْتِى الْعَبْدَ فِيْمَا دُوْنَ ذٰلِكَ فَاِذَا عَصَمَ مِنْهُ وَقَعَ فِيْمَا هُنَالِكَ

এ (অস্‌অসা হল বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণস্বরূপ। শয়তান মানুষের উপর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে হামলা করে। যখন মানুষ সে-সব থেকে বেঁচে যায়, তখন সে অন্তরে আক্রমণ চালায় (এবং অস্‌অসা দেয়)।[১৬]

অস্‌অসা ঈমানের প্রমাণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাদের মধ্যে কেউ নিজের অন্তরে কিছু খট্‌কা অনুভব করে।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জবাবে বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি শয়তানের প্রতারণাকে প্ররোচনা (অস্‌অসা)-য় পর্যবসিত করেছেন।[১৭]

অযূর অস্‌অসা থেকে সাহায্য প্রার্থনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوْءِ

অযূর অস্‌অসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।[১৮]

অযূর শয়তান 'অল্‌হান'

হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهٗ . اَلْوَلْهَانُ . فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

অযূরও এক শয়তান আছে, যার নাম 'অল্‌হান'। সুতরাং তোমরা পানির অস্‌অসা থেকে বাঁচো।[১৯]

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেন ঃ অযূর শয়তানের নাম অল্‌হান। এ মানুষের সাথে অযূর সময় হাসি ঠাট্টা করে।

হযরত ত্বাউস (রহঃ) বলতেন ঃ অযূর শয়তান হল সমস্ত শয়তানের চাইতে বেশি শক্তিশালী।[২০]

অস্‌অসা শুরু হয় উযূ থেকে

হযরত ইব্‌রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেছেন ঃ অযূ থেকে অস্‌অসার সূচনা ঘটে।[২১]

অস্‌অসা-রোগ হয় গোসলখানায় পেশাব করলে

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ মাগ্‌ফাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

তোমরা কখনই গোসলখানায় প্রস্রাব করো না। সাধারণত এ থেকেই অস্‌অসা-রোগের সৃষ্টি হয়।[২২]

অস্‌অসা না হবার এক অবস্থা

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর ভাই হযরত সাঈদ বিন আবুল হাসান (রহঃ) বলেছেন ঃ গোসলখানায় প্রস্রাব করলে অস্‌অসা বাড়ে। অবশ্য পানির প্রবাহমান স্রোতে প্রস্রাব করলে কোনও দোষ নেই।[২৩]

'খিন্‌যির' শয়তানের বিবরণ

হযরত উস্‌মান বিন আবুল আস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি (জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে) নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও ক্বিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ক্বিরাআতে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন ঃ

ذٰلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهٗ خِنْزِبٌ . فَاِذَا اَحْسَسْتَهٗ

فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلَاثًا

এ হল শয়তান, যাকে বলে 'খিন্‌যিব'। তুমি যখন (ওর উপস্থিতি) অনুভব করবে, তো ওর থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাঁদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। (এখানে 'থুথু নিক্ষেপ' বলতে মুখ দিয়ে থুথু) ফেলার মতো হাওয়া ছাড়ার কথা বলা হয়েছে।)(২৪)

শয়তানের জন্য ছুরি

হযরত আবুল মাইলাহ (রহঃ)-এর পিতার বর্ণনা ঃ জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আমি আপনার কাছে এই অনুযোগ নিয়ে এসেছি যে, আমার অন্তরে অস্‌অসার উদয় হয়, যখন আমি নামাযে দাঁড়াই, তখন আমার স্মরণ থাকে না যে দু'-রাক্‌আত না তিন-রাক্‌আত।' উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

وَاِذَا وَجَدْتَ ذٰلِكَ فَارْفَعْ اِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنٰى فَاطْعَنْهُ فِىْ فَخِذِكَ الْيُسْرٰى وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا سِكِّيْنُ الشَّيْطَانِ

যখন তোমার এরকম অবস্থা ঘটবে, তখন শাহাদাত (তর্জনী আঙুল দিয়ে বাম পায়ের গোছায় মারবে এবং বলবে- **'বিস্‌মিল্লাহ্‌'**- এ হল শয়তানের ছুরি (অর্থাৎ এরকম করলে শয়তান পালাবে)।(২৫)

অস্‌অসার চিকিৎসা

হযরত আবূ হাযিম (রহঃ)-এর কাছে এক যুবক এসে বলে- আমার কাছে শয়তান আসে এবং আমাকে অস্‌অসা দেয়। আমি নিজেও তাকে আমার কাছে আসতে দেখি। ওই শয়তান আমাকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ।' হযরত আবূ হাযিম বলেন- 'তুমি কি কাছে এসে নিজের স্ত্রীকে তালাক দাওনি?' সে বলে- 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার কাছে তাকে আদৌ তালাক দিইনি।' তখন আবূ হাযিম বলে- 'ব্যাস, শয়তানের সামনেও এমন শপথ করবে, যেমন আমার সামনে করলে।'(২৬)

অস্‌অসা অনুযায়ী কাজ করা অধিক বিপজ্জনক

উমর বিন মুরয়াহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ যেসব অস্‌অসা তোমাদের চোখে পড়ে, সেগুলি স্ব স্ব কাজের চইতে বেশি চিত্তাকর্ষক নয়।(২৭)

খান্নাস গুজব রটায়

হযরত উমর ফারূক (রহঃ)-এর মনে একবার এক মহিলার কথা খেয়াল হয়। কিন্তু তিনি সেকথা কাউকে বলেন নি। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লোক এসে বলে- 'আপনি অমুখ মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। ও খুব সুন্দরী, ভদ্র এবং

সদ্বংশীয়।' হযরত উমর বলেন- 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে?' সে বলল- 'লোকেরা তো বলাবলি করছে।' তিনি বললেন- 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো একথা কারও সামনে প্রকাশ করিনি। তা স্বত্বেও লোক জানল কীভাবে? লোকটি বলে- 'আমি জানি খান্নাস এই গুজব রটিয়েছে।'(২৮)

অস্‌অসার আরেকটি ঘটনা

হযরত আবুল জাওযা (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আমার স্ত্রীকে একবার এক-তালাক দিয়েছিলাম এবং মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম যে, জুম্‌আর দিন তাকে রুজূউ ক'রে (ফিরিয়ে) নেব। কিন্তু একথা কাউকেও ফাঁস করিনি। আমার স্ত্রী বলে- 'আপনি আমাকে জুম্‌আর দিন রুজূউ্ করার সঙ্কল্প করেছেন।' আমি বললাম- 'একথা তো আমি কাউকে বলিনি।' তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা আমার মনে পড়ল- (তিনি বলেছেন)- 'একজন মানুষের অস্‌অসা আরেকজন মানুষের অস্‌অসাকে জানিয়ে দেয়, তারপর গুজব ছড়িয়ে যায়।'(২৯)

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘটনা

হাজ্জাজের সামনে একবার এক ব্যক্তিকে পেশ কর হয়, যার প্রতি জাদুর অভিযোগ ছিল। হাজ্জাজ তাকে প্রশ্ন করেন- 'তুমি কি জাদুকর?' সে বলে- 'না।'হাজ্জাজ তখন একমুঠো কাঁকর নিয়ে সেগুলো গণনা করেন। তারপর প্রশ্ন করেন- 'আমার হাতে কতসংখ্যক কাঁকর আছে?' লোকটি বলে- 'এত সংখ্যক।' হাজ্জাজ তখন সেগুলো ফেলে দেন। তারপর ফের একমুঠো কাঁকর নেন এবং সেগুলো না গুণেই জিজ্ঞাস করলেন- 'এখন আমার হাতে ক'টা কাঁকর আছে?' সে বলে- 'আমি জানি না।' হাজ্জাজের প্রশ্ন- 'প্রথমবারে তুমি ঠিকঠিক বলে দিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বারে পারলে না, কেন?' লোকটির উত্তর- 'প্রথমবার আপনি জেনেছিলেন। এর দ্বারা আপনার অস্‌অসাও জেনেছে। তারপর আপনার অস্‌অসা আমার অস্‌অসাকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে আপনি জানেননি। তাই আপনার অস্‌অসাও তা জানতে পারেনি। ফলে আপনার অস্‌অসা আমার অস্‌অসাকে বলেনি। যার দরুন আমিও জানতে পারিনি।(৩০)

আমীরে মুআবিয়ার ঘটনা

হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর মুনশীকে একবার একটি গোপন রেজিস্ট্রার তৈরি করার নির্দেশ দেয়। মুনশী যখন লিখছিলেন, এমন সময় একটি মাছি এসে বসে সেই রেরিস্ট্রারের কিনারে বসে। মুন্‌শী কলম দিয়ে মাছিটিকে মারেন, যার ফলে মাছিটির হাত-পা কিছুটা কেটে যায়। এরপর মুনশী বাইরে বের হতেই লোকেরা মহলের দরজাতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, 'আমীরুল মুমেনীন আপনাকে দিয়ে এই এই লিখিয়েছেন?' তিনি বলেন-

'তোমরা কীভাবে জানলে?' তারা বলে– 'আমাদের সামনে দিয়ে যে খোঁড়া হাবসী গেল, ওই তো আমাদের বলল।' মুনশী তখন হযরত মুআবিয়ার কাছে ফিরে এসে ওকথা বলতে তিনি বললেন– 'যাঁর আয়ত্বে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! ওই হাবশী হল সেই মাছি, যাকে তুমি মেরেছিলে।[৩১]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) তাফ্সীরুল কোরআন, আব্দুর রায্যাক, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১৯৬। ইবনুল মুন্যির।

(২) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ১৫৬, ২৮৫। দারিমী, ২ ঃ ৩২০। মুশকিলুল আসার, ১ ঃ ২৯। ফাত্হুল্ বারী, ৪ ঃ ২৮২; ৩৩১; ১৩ ঃ ১৫৯। যাদুল মাইয়াস্সার, ৯ ঃ ২৭৮। আল্ আদাবুল্ মুফ্রাদ্, ১২৮৮। কুরতুবী, ১ ঃ ৩০১, ৩১১; ২০ ঃ ২৬৩। ইবনে কাসীর, ৮ ঃ ৫৫৮। আত্হ্বাফুস্,, ৫ ঃ ৩০৫, ৬ ঃ ৪, ২৭৩; ৭ ঃ ২৬৯, ২৮৩, ৪২৯। বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ১ ঃ ৫৯। আত্-ত্বিব্বুন্, সওম, বাব ৬৫। বুখারী, কিতাবুল আহকাম বাব ২১। বাদ্উল্ খল্ক্, বুখারী শরীফ, বাব ১১। বুখারী, ইতিকাফ, বা ১১, ১২।

(৩) কিতাবুল ফুন্দন আল্লামা ইবনে আকীল।

(৪) যাম্মুল আস্ওয়াসাহ্, ইবনু আবী আবূ বক্র। দুররুল মান্সূর ৬ ঃ ৪২০।

(৫) যাম্মুল আস্ওয়াসাহ্, ইবনু আবী দাউদ।

(৬) সাঈদ বিন মান্সুর। আল্-অস্অসাহ্, ইবনে আবূ দাউদ।

(৭) মাকায়িদুশ্ শাইতান। আবূ ইয়াঅ্লা। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। যাম্মুল হাওয়া, ইবনে জাওযী, ১৪৪। তালবীসুল ইব্লীস ২৬। আকামুল মারজ্বান ১৯৭। ফাওয়ুল ক্বাদীর ২ ঃ ৩৫৫। আল্ জ্বামিল আস্-সগীর ৩০২। ইহ্ইয়াউল উলূম ৩ ঃ ২৭। দুররুল মান্সূর ৬ ঃ ৪২০। আল্-মুতালিবুল আলিয়াহ্, হাদীস নং ৩৩৮৪। কামিল, ইবনে আদী ৩ ঃ ১০৪৪। হুলইয়াতুল আউলিয়া ৬ ঃ ২৬৮। তার্গীব অ তার্হীব, মুনযিরী ২ ঃ ৪০০। মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনে আবী দুনিয়া, হাদীস নং ২২, পৃষ্ঠা ৪৩।

(৮) আবুল কাসিম সুহাইলী। মাকায়িদুশ্ শায়তান ৯৮, রিওয়ায়ত নং ৭৯। মাসায়িবুল ইন্সান ১০৯।

(৯) আবুল কাসিম সুহাইলী।

(১০) ইবনে আবিদ দুন্ইয়া। মাকায়িদুশ্ শাইতান ৭০, পৃষ্ঠা ৯১।

(১১) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া। আকামুল মারজান ১৯৬। যাম্মুল হাওয়া, ইবনে জাওযী ১৪৪। মাকায়িদুশ্ শাইতান ২৩ ঃ পৃষ্ঠা ৪৪। হুল্ইয়াতুল আউলিয়া ৩ ঃ ৮০।

(১২) আল্-কোরআন ১৭ ঃ ৪৬।

(১৩) ইবনে আবিদ দুন্ইয়া। মাকায়িদুশ্ শায়তান ৪৬। আকামুল মারাজান ১৬৪।

(১৪) আল্-অস্ওয়ায়াসাহ্, ইববে আবী দাউদ।

(১৫) মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ২৫৬; ৬ ঃ ২৯৬। শার্হুস্ সুন্নাহ, বাগবী, ১ ঃ ১০৯। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫১। দুররুল মান্সূর ১ ঃ ৩৭৬। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ১৭১৫।

(১৬) মুসনাদে বায্যার। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫১। আত্হাফুস্ সাদাহ্ ৮ ঃ ২৯৫। দুররুল মান্সূর ১ ঃ ৩৭৬। কান্যুল উম্মাল ১৭১৫। তাখ্রীজে ইরাকী ৩ ঃ ৩০৫।

(১৭) আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১০৯। নাসায়ী। মুস্নাদে আহ্মাদ ১ ২৩৫। মুশকিলুল আসার ২ ঃ ২৫২। মুতালিবি আলিয়াহ্, হাদীস নং ২৯৮০। তাখ্রীজে ইরাকী ৩ ঃ ৩০৬।

(১৮) কিতাবুল অস্অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(১৯) তিরমিযী। ইবনে মাজাহ্। হাকিম। বায়হাকী ১ ঃ ১৯৭। সহীহুল ইবনে খুযাইমাই ১২২। তাল্খীসুল হ্বাইন ১ ঃ ১০১। মিশকাত ৪১৯। আত্হ্বাফুস্ সাদাহ্ ৭ ঃ ২৮৮। তাখ্রীজে ইরাকী ৩ ঃ ২৭। মিযানুল ইই্তিদাল ২৩৯৭।

(২০) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়তান ২৯, পৃষ্ঠা ৫০। তিরমিযী ৫৭। ইবনে মাজাহ্ ৪২১। মুস্তাদ্রকে হাকিম ১ ঃ ১৬২। ইবনে খুযাইমাহ্, হাদীস নং ২২।

(২১) ইবনে আবী শায়বাহ্।

(২২) আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৭। নাসায়ী ১ ঃ ৩৪। ইবনে মাজাহ্, হাদীস ৩০৪। মুস্নাদে আহ্মাদ ৫ ঃ ৩৬। বায়হ্বাকী ১ ঃ ৯৮। মুস্তাদ্রকে হাকিম ১ ঃ ১৬৭, ১৮৫। আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৯৭৮। মিশকাত, হাদীস ৩৫৩। আত্হ্বাফুস্ সাদাহ্, ২ ঃ ৩৩৮ প্রভৃতি।

(২৩) আল্-অস্অসাহ্, ইবনু আবী দাউদ। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ১৬৫।

(২৪) মুসলিম, ইসলাম ৬৮। নাসায়ী, ইমান, বাব ১২। মুস্নাদে আহ্মাদ ১ ঃ ১৮৭, ২১৬। তবারানী কাবীর ৯ ঃ ৪৩, ৪৪। মুশ্কিলুল আসার ১ ঃ ১৬০, ৭৭৫। মুসান্নিফে আব্দুর রায্যাক ২৫৮২।

(২৫) জামিই কাবীর ১ ঃ ৯২, সূত্র ঃ হাকীম, তিরমিযী, ত্বারানী। কান্যুল উম্মুল, হাদীস ১২৭৩। তবারানী ১ ঃ ১৬০। মীযানুল ইই্তিদাল ৬ ঃ ৮৮। মিসানুল মীযান ৬ ঃ ৩৬৩।

(২৬) কিতাবুল অস্অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(২৭) ইবনে আবী শায়বাহ্।

(২৮) আল্-অস্অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(২৯) প্রাগুপ্ত।

(৩০) আল্-অস্অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

(৩১) আল্-অস্অসাহ্, ইবনে আবী দাউদ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিন-ঘটিত মৃগীরোগ

জ্বিন কি মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একটি শাখা মৃগীরুগির শরীরে জ্বিনওদের প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করে।

হযরত ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী (রহঃ) বলেছেন ঃ আহলে সুন্নাত অল্-জামাআতের মতে, জ্বিন মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে।(১)

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সুধ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।(২)

ইমাম আহ্‌মাদের মত

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ বিন ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলি, একদল মানুষ বলছে যে, জ্বিনরা নাকি মৃগীরুগির শরীরে প্রবেশ করে না। (এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?) তিনি বলেন, ওরা মিথ্যা বলছে, জ্বিনরাই তো মৃগীরুগির মুখ দিয়ে কথা বলে।

নবীজী মৃগীরুগির থেকে জ্বিন বের করেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একবার এক মহিলা তার ছেলেকে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসে বলে– 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এই ছেলেটি পাগল। এবং এর পাগলামি জাগে সকালে ও সন্ধ্যায়। এ আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে হুযূর!' তখন নবীজী ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করেন। ফলে সে ব'মি করে ফেলে। বমির সাথে তার পেট থেকে একটি কালো কুকুরছানা বের হয়ে পালিয়ে যায়। (যেটি আসলে ছিল কুকুরছানারূপী জ্বিন)।(৩)

নবীজী এক বাচ্চার জ্বিন ছাড়িয়েছেন

হযরত উম্মে আব্বান বিনতে আল্-ওয়াযাঅ্ (রহঃ)-এর পিতামহ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিজের একটি পাগল বাচ্চাকে নিয়ে যেতে নবীজী বলেন, 'ওকে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসো এবং ওর পিঠটি আমার সামনে কর। তারপর নবীজী তার উপর নীচের কাপড় ধরে পিঠে মারতে মারতে বলেন– 'ওরে আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন! বেরিয়ে যায়!' ফলে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে চোখ খোলে।(৪)

নবীজীর জ্বিন ছাড়ানোর আরেকটি ঘটনা

(হাদীস) হযরত উসামা বিন যাইদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হজ্জের জন্য (মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হয়েছি। 'বাত্বনে রওহা' নামক স্থানে এক মহিলা নিজের বাচ্চাকে সামনে এনে বলে– 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ আমার ছেলে। যখন থেকে আমি ওকে প্রসব করেছি তখন থেকে এখন পর্যন্ত এর রোগ সারেনি।' তো জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাটির কাছ থেকে বাচ্চাকে নিয়ে নিলেন। এবং তাকে নিজের বুক ও পায়ের মাঝখানে রেখে, তার মুখে থুথু দিয়ে বলেন– 'ওহে আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন! বেরিয়ে যা! আমি আল্লাহ্‌র রসূল।' এরপর নবীজী বাচ্চাটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেন– 'একে নিয়ে যাও। এখন ওরে কোনও কষ্ট নেই।'(৫)

ইমাম আহ্‌মাদের জ্বিন ছাড়ানোর ঘটনা

আবুল হাসান বিন আলী বিন আহ্‌মাদ বিন আলী আস্‌কারী (রহঃ)-এর পিতামহ বলেছেন ঃ আমি একবার ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বালের মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে (বাদশাহ্) মুতাওয়াক্কিল তাঁর এক মন্ত্রীকে একথা জানানোর জন্য পাঠালেন যে, শাহ্‌যাদীর মুগীরোগ হয়েছে। তাই তিনি যেন ওরে সুস্থতার জন্য দু'আ করেন। তো হযরত ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল অযূ করার জন্য খেজুরপাতার ফিতে লাগানো খড়ম বের করলেন এবং সেই স্ত্রীকে বললেন– 'আমীরুল মুমেনীনের বাড়িতে গিয়ে, মেয়েটির কাছে বসে বলো– ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেন– তুমি কি এই মেয়েটির থেকে বেরিয়ে যেতে চাও, নাকি ইমাম আহ্‌মাদের হাতে সত্তর (৭০) জুতো খেতে চাও?' সুতরাং মন্ত্রী জ্বিনের কাছে গিয়ে ওকথা বললেন। তখন সেই দুষ্ট জ্বিন মেয়েটির মুখ দিয়ে বলল– 'আমি শুনব এবং মানব। এমনকি, যদি তিনি আমাকে ইরাকে না থাকার নির্দেশ দেন, তবে আমি ইরাকও ছেড়ে দেব। উনি (ইমাম আহ্‌মাদ) তো আল্লাহর অনুগত। এবং যিনি আল্লাহ্‌র আনুগহত্য করেন, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়।' তারপর সেই জ্বিন মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যায়। এবং মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে মেয়েটির ছেলেপুলেও হয়।

ইমাম আহমাদের ইন্তিকালের পর সেই জ্বিন ফের মেয়েটির কাছে আসে। তখন (বাদশাহ্) মুতাওয়াক্কিল তাঁর মন্ত্রীকে ইমাম আহ্‌মাদের ছাত্র হযরত আবূ বকর

মারুযী (রহঃ)-র কাছে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। হযরত মারুযী (রহঃ) একটা জুতো নিয়ে মেয়েটির কাছে গেলেন। দুষ্ট জ্বিনটা তখন মেয়েটির মুখ দিয়ে বলল– 'আমি একে ছেড়ে যাব না। আমি তোমার কথা মানব না। ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ) তো আল্লাহর অনুগত ছিলেন। তাঁর ওই আনুগত্যের জন্যেই তো আমি তাঁর হুকুম মেনেছিলাম।[৬]

জ্বিন কেন মানুষকে ধরে

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ রহ্ বলেছেন ঃ মানুষের উপর জ্বিনের হামলা হয় কামোত্তেজনা ও প্রেম-ভালোবাসার কারণে। কখনও বা শত্রুতা বা বদলা নেবার জন্যেও জ্বিনেরা মানুষকে আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে মানুষের দোষ হল জ্বিনের গায়ে পেশাব করা, নতুবা গায়ে পানি ফেলা, কিংবা মেরে ফেলা, যদিও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষ জেনেশুনে জ্বিনকে মারে না। আবার কখনও কখনও স্রেফ খেল-তামাশার ও কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যেও জ্বিন মানুষকে ধরে। যেমন, কিছু কিছু মানুষও এমন করে থাকে।

প্রথম (প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন উত্তেজনা ঘটিত) ক্ষেত্রে জ্বিন কথা বলে ও জানা যায় যে, তা হারাম ও গুনাহের কারণে ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবার ক্ষেত্রে, মানুষ জানতে পারে না।

এবং যে মানুষের মনে জ্বিনদের কষ্ট দেবার ইচ্ছা থাকে না, সে জ্বিনদের তরফ থেকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলেও গণ্য হয় না। এমন মানুষ তার নিজের ঘরবাড়ি ও জায়গা-জমির মধ্যে জ্বিনদের কষ্টদায়ক কোনও কাজ করলেও জ্বিনরা একথাই বলে যে– এ জায়গা ওর মালিকানাধীন, এখানে সব রকম কাজের অধিকার ওর আছে। এবং তোমরা (জ্বিনরা) মানুষের মালিকানাধীন এলাকায় ওদের অনুমতি ছাড়া থাকতে পারে না। বরং তোমাদের জন্য রয়েছে সেইসব জায়গা, যেখানে মানুষ থাকে না। যেমন পোড়োবাড়ি, জনমানবশূন্য এলাকা প্রভৃতি।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাজ্‌মালউল ফাতাওয়া, ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ২৪ ঃ ২৭৬; ১৯ ঃ ১২।

(২) আল-কোরআন, সূরাতুল বাকারহ্ ঃ আয়াত ২৭৫।

(৩) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ। দারিমী। ত্বারানী। আবূ নুআইম, দালায়িলুন্ নবুয়ত॥ বায়হাকী, দালায়িলুন্ নবুয়ত।

(৪) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ। আবূ দাউদ। তবারানী।

(৫) আবূ ইয়াঅ্‌লা। আবূ নুআইম, দাল্লায়িলুন্ নুবুয়ত। বায়হাকী, দালায়িলুন্ নবুয়ত ৬ ঃ ২৫। মুজমাউয্ যাওয়াদি ৯ ঃ ৭।

(৬) তবাকাতে হানাবিলাহ্, কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ)।

(৭) মাজ্‌মাউল্ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ১৯ ঃ ২৯।

কীভাবে জ্বিন ছাড়াতে হবে

জ্বিন ছাড়ানোর অযীফা

যিক্‌র, দুআ, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' ও নামাযের দ্বারা জ্বিনদের মুকাবিলা করা যেতে পারে। যদি জ্বিনদের কারণে কিছু মানুষের রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে তারা হবে নিজেরাই দায়ী।

জ্বিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে বড় উপায় হল 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়া। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা এটি বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। মানুষের থেকে শয়তানকে তাড়ানোর কাজে 'আয়াতুল্ কুর্‌সী'র মধ্যে আশ্চর্য রকমের কার্যকারিতা রয়েছে। তাছাড়া মৃগীরুগির জন্য, জ্বিনদের প্রতিরোধ করতে এবং ওদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতেও আয়াতুল কুর্‌সী অত্যন্ত ক্রিয়াশীল।[১]

শরীয়ত-বিরুদ্ধ তদ্‌বীর চলবে না

জ্বিনদের বিরুদ্ধে শরীয়ত-বিরোধী ঝাড়ফুঁক, শরীয়ত-বিরুদ্ধ তাবীয – যার মানে-মতলব বোঝা যায় না – সব না-জায়েয। সাধারণ তাবীয-তদ্‌বীরকারীরা সাধারণত যা কিছু পড়ে থাকেন, সেসবের মধ্যেও শির্‌ক হয়ে যায়। এসব থেকে বাঁচা জরুরী।[২]

জ্বিন ছাড়ানোর একটি পদ্ধতি

হযরত আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি ও জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা শরীফের একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় (দেখলাম) একটি লোকের মৃগী হল। আমি তার কাছে গিয়ে তার কানে (কোর্‌আনের আয়াত) তিলাওয়াত করলাম ফলে সে সুস্থ হল। জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন– 'তুমি ওর কানে কী পড়লে?' আমি বললাম– আফাহাসিব্‌তুম্ আন্নামা খালাকনাকুম আবাসাউঁ অ আন্নাকুম ইলাই্‌না লা তুর্‌জ্বাউন (সূরাহ্ মুমিনূন, আয়াত ১১৫) থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছি।' নবীজী বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا مُّؤْمِنًا قَرَاَ بِهَا عَلٰى جَبَلٍ لَزَالَ

যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! কোনও মুমিন মানুষ যদি এই কোনও পাহাড়ের উপরেও পড়ে, তবে সে পাহাড়ও হটে যাবে।[৩]

জ্বিন ছাড়ানোর এক বিস্ময়কর ঘটনা

আবূ ইয়াসীনের বর্ণনা ঃ বানী সালম গোত্রের এক গ্রাম্য লোক একবার মসজিদে এসে হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করায়, আমি জানতে চাইলাম, 'ওঁর সঙ্গে তোমার কী দরকার?' সে বলল, 'আমি গ্রামে থাকি। আমার এক ভাই ছিল আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাহ্‌লোয়ান। তাকে এমন এক মুসীবত ঘিরে ধরল যে, ছাড়ার আর নামই নিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলাম। সেই সময় একবার আমরা পারস্পরিক কথাবার্তা বলছিলাম। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে শুনতে পেলাম– 'আস্‌সালামু আলাইকুম।' আমরা সালামের জবাব দিলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন ও (জ্বিন)-রা বলল, আমরা আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের প্রতিবেশী হয়ে আমরা কোনও অসুবিধা বোধ করিনি। কিন্তু আমাদের এক নির্বোধ আপনাদের এই সাথীর মোকাবেলা করে। আমরা ওকে ছেড়ে দিতে বলি। কিন্তু ও ছাড়তে অস্বীকার করে। আমরা সেকথা জানতে পেরে আপনাদের কাছে কারণ দর্শাতে এসেছি।'

এরপর সেই জ্বিনরা তার ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) বলল, 'অমুক দিন আপনি আমপনার গোষ্ঠীর লোকজনকে জড়ো করে আপনার ভাইকে রীতিমতো মজবুতভাবে জড়িয়ে বাঁধবেন। যদি না পারেন তাহলে আর কখনও ওকে এবং ওর জ্বিনকে জব্দ করতে পারবেন না। তারপর ওকে একটা ওটের পিঠে বসিয়ে অমুক ময়দানে নিয়ে যাবেন। এবং ওই ময়দানের চারাগাছ নিয়ে বেটে ওর গায়ে প্রলেপ দেবেন। আর একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, ওর বাঁধন যেন খুলে না যায়। খুলে গেলে কিন্তু ওরে আর কক্ষণো আপনারা কাবু করতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। ওই ময়দান ও চারাগাছ আমাকে কে চিনিয়ে দেবে?'

ওরা বলল, 'যখন নির্দিষ্ট দিনটি আসবে, তখন আপনারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবেন। এবং সেই আওয়াজ অনুসরণ করে আপনারা এগিয়ে যাবেন।'

সুতরাং সেই দিনটি আসতে আমি আমার ভাইকে একটি উঠের পিঠে বসালাম। এমন সময় সামনে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। ফলে সেই শব্দের পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলাম। তারপর এক সময় অদৃশ্য থেকে আমাকে বলা হল, 'এই ময়দানে নামো এবং এই গাছ তোলো। তারপর এই এই করো।'

যা যা বলা হল, তাই করলাম। যখন সেই ওষুধ ভাইয়ের পেটে পড়ল, অমনি সে জ্বিনের হাত থেকে এবং আপন মুসীবত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। চোখ মেলে তাকাল। সেই সময় পথ-দেখানো জ্বিনটি বলল, 'এবার এর রাস্তা ছেড়ে দাও। এবং এর শিকল খুলে দাও।

আমি বললাম, 'আমার ভয় লাগছে, ছাড়া পেলে যদি ও পালিয়ে যায়।'

সে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! ওই জ্বিন কিয়ামত পর্যন্ত এর কাছে আর ঘেঁষবে না।'

বললাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি আমার বিরাট বড় উপকার করেছেন। এখন একটা জিনিস বাকি আছে। সেটাও বলে দিন।'

– 'সেটা আবার কী?'

– 'যখন আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তখন আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ্ যদি আমার ভাইকে আরোগ্য করে দেয়, তবে আমি নাকে উটের লাগাম লাগিয়ে পায়ে হেঁটে হজ্জের সফর করব। (এ বিষয়ে আপনার রায় কী?)।'

– 'এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। তবে আমি আপনাকে বলছি, আপনি এখান থেকে বাস্‌রায় গিয়ে হযরত হাসান বস্‌রীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি একজন পুণ্যবান মানুষ।'(৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ মূল কিতাবে ঘটনাটির বিবরণ না থাকার দরুন 'ইব্‌নে আবিদ্ দুন্‌ইয়া'র 'আল্-হাওয়াতিফ' গ্রন্থ থেকে পরবর্তী বিবরণটুকু উল্লেখ করা হল ঃ গ্রাম্য লোকটির মুখে ওকথা শুনে হযরত আবূ ইয়াসীন তাকে হযরত হাসান বস্‌রীর কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত হাসান বস্‌রী বললেন– 'নাকে লাগাম দেওয়া তো শয়তানের কাজ। তুমি ওকাজ করো না। কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দিও। এবং বাইতুল্লাহ্‌র দিকে পায়ে হেঁটে হজ্জ করো। এভাবে নিজের কাফ্‌ফারা পূরণ করো।(৫)

এক কবি-পত্নীকে জ্বিনে-ধরার ঘটনা

এক কবি-পত্নীকি জ্বিনে ধরল। কবি সেই ঝাঁড়ফুঁক করলেন, যা তদ্‌বীরকারীরা করে থাকেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মুসলমান না ইহুদী না নাসারা (খৃস্টান)?' শয়তান তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে বলল, 'আমি মুসলমান।' কবি বললেন, 'তাহলে তুমি আমার স্ত্রীর উপর ভর করাকে হালাল ভাবলে কীভাবে, আমিও তো তোমার মতো মুসলমান?' সে বলল, 'আমি একে ভালোবাসি বলে।' কবি ফের প্রশ্ন করলেন, 'কেন তুমি এর উপর চড়াও হয়েছ?' জ্বিন বলল, 'এ বাড়ির মধ্যে মাথা খুলে চলাফেরা করছিল বলে।' কবি বললেন, 'তুমি যখন এতই লজ্জাশীল, তো জুরজান থেকে ওর জন্য একটা ওড়না আনলে না কেন, যা দিয়ে এর মাথা ঢেকে দেওয়া যেত?'(৬)

রাফিযীকে জ্বিনে-ধরার ঘটনা

হুসাইন বিন আব্‌দুর রহ্‌মান বলেছেন ঃ একবার আমি (হজ্জের সময়) 'মিনা'য় এক মৃগীরোগে আক্রান্ত উন্মাদকে দেখেছিলাম। যখন সে হজ্জের কোনও বিশেষ কর্তব্য পালনের কিংবা আল্লাহ্‌র যিকরের উদ্দেশ্য করত, অমনই তার মৃগী হয়ে যেত। সুতরাং লোকেরা এক্ষেত্রে যা বলে থাকে, আমিও তাই বললাম।

অর্থাৎ – 'যদি তুমি ইয়াহূদী হও, তবে হযরত মূসার দোহাই, ঈসায়ী (খৃস্টান) হলে হযরত ঈসার দোহাই এবং মুসলমান হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দোহাই দিয়ে বলছি, একে ছেড়ে দাও।' তখন তার মুখ দিয়ে জ্বিন বলল, 'আমি ইয়াহূদী নই, খৃস্টানও নই। আমি দেখেছি এ হতভাগা হযরত আবূ বক্‌র (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাই আমি একে এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য (হজ্জ) পালন করতে দিইনি।[৭]

এক মু'তাযিলীকে জ্বিনে ধরার ঘটনা

বর্ণনায় হযরত সাঈদ বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ঃ আমি একবার হিম্‌স্ শহরে এক পাগলকে মৃগী অবস্থায় দেখেছিলাম। তার কাছে লোকদের ভিড় ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম– 'এর উপর হামলা করার অধিকার কি আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন, না তুমি নিজে থেকেই দৌরাত্ম্য করছ?' সে (জ্বিন) মৃগীরুগির মুখ দিয়ে বলল – 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতি দুঃসাহস দেখাচ্ছি না। আপনারা একে ছেড়ে দিন, যারা এ মারা যায়। কেননা এ বলে, কোর্‌আন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।'[৮]

জ্বিনগ্রস্থ আরেক মুতাযিলী

হযরত ইব্‌রাহীম খাওয়াস (আজারী, নীশাপুরী (রহঃ)) বলেছেন ঃ একবার আমি এমন এক মানুষের কাছে গিয়েছিলাম, যাকে শয়তান মৃগীরোগে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। আমি তার কাছে আযান দিতে শুরু করলে শয়তান ভিতর থেকে ডেকে আমাকে বলল– 'আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একে খতম করে ফেলব। কেননা এ বলছে, কোর্‌আন পাক হল মাখ্‌লূক।[৯]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাজমূআহ্ ফাতাওয়া, ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ ১৯ ঃ ৫৪, ৫৫, ২৪ ঃ ২৭৭।

(২) মাজমুআহ্ ফাতাওয়া, ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) ১৯ঃ৪৬, ৫৫, ২৪ঃ২৭৭।

(৩) হাকিম, তিরমিযী। আবূ ইয়া'লা। ইবনে আবী হাতিম। আকীলী। হুল্‌ইয়াতুল আউলিয়া, আবূ নুআইম। ইবনে মার্‌দুইয়াহ্। দুররুল মানসুর। কুরতুবী। মাউযূআত, ইবনে জাওযী।

(৪) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, পৃষ্ঠা ১১৬।

(৫) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, পৃষ্ঠা ১১৮।

(৬) তায্‌কিরায়ে হামদূনিয়্যাহ্।

(৭) আকলাউল মাজ্বানীন, ইবনুল জাওযী (রহঃ)।

(৮) আকুলাউন মাজ্বানীন সূত্রে ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(৯) রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ্, ইমাম আবুল কাসিম কুশারইরী (রহঃ)।

জ্বিন কর্তৃক মানুষ অপহরণ

প্রথম ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আব্‌দুর রহ্‌মান বিন আবী লাইলা ঃ ওঁর (বর্ণনাকারীর) স্বগোত্রীয় একটি লোক ইশারায় নামায পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হবার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ লোকটির স্ত্রী হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। হযরত উমর (রাঃ) নিরুদ্দিষ্টের স্ত্রীকে (অন্যত্র বিয়ের বিষয়ে) চার বছর প্রতীক্ষা করার নির্দেশ দেন। মহিলাটি তা পালন করে। তারপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে অন্যত্র বিয়ে করার অনুমতি দেন। দ্বিতীয় বিয়ের কিছুদিন পর মহিলাটির প্রথম স্বামী ফিরে আসে। লোকেরা তখন তার কথা হযরত উমর (রাঃ)-কে গিয়ে বলে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন – 'এমন ঘটনা কি ঘটে না যে, তোমাদের মধ্যে কোনও লোক বেশ কিছুকাল নিখোঁজ থাকে এবং সেই সময় তার বাড়ির লোকজনেরা জানতে পারে না যে, সে মারা গেছে না বেঁচে আছে?' তখন সেই নিখোঁজ থাকা লোকটি বলল– 'আমার (নিখোঁজ থাকার) পক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল।' হযরত উমর (রাঃ) বলেন– 'কী সেই কারণ?' লোকটি বলে– 'আমি ইশারায় নামাযের জন্য বের হতে জ্বিনরা আমাকে ধরে বন্দী করে। এবং তাদের সাথে দীর্ঘকাল থাকতে বাধ্য হই। পরে, সেই দুষ্ট জ্বিনদের সাথে মু'মিন জ্বিনরা যুদ্ধও করে। যুদ্ধে মু'মিন জ্বিনরা জয়লাভও করে এবং তারা দুষ্ট জ্বিনদের দ্বারা আটক থাকা মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা আমাকে আমার ধর্ম জিজ্ঞাসা করলে, আমি বললাম ইসলাম। তারা বলল, তবে তো তুমি আমাদেরই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমাকে বন্দী রাখা আমাদের পক্ষে হালাল বা বৈধ নয়। এরপর তারা আমাকে ওখানে থাকার বা না থাকার এখ্‌তিয়ার দেয়। আমি ফিরে আসাকে পছন্দ করি। তারা রাতে আমার সাথে মানুষের রূপে থাকত এবং দিনে হতো ঘুর্ণি বা বায়ুর মতো। আমি ওদের পিছনে পিছনে চলতাম।' হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন– 'তুমি কি খেতে?' লোকটি বলে– 'সে সমস্ত খাবার, যেগুলোয় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়।' হযরম উমর (রাঃ) দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন – 'তুমি কী পান করতে?' সে বলে – 'মদে পরিণত হয়নি এমন রস।'

এরপর হযরত উমর (রাঃ) সেই লোকটিকে এই এখতিয়ার দেন যে, সে তার স্ত্রীকে ফের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে অথবা তালাক দিতেও পারে।(১)

একটি মেয়েকে অপহরণ করার ঘটনা

বর্ণনায় হযরত নযর বিন উমর হারিসীর সূত্রে ইমাম শাঅ্বী (রহঃ) ঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে আমাদের এলাকায় একটি কুয়া ছিল। আমি আমার মেয়েকে একটি পেয়ালা দিয়ে ওই কুয়া থেকে পানি আনতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে আসতে দেরি করে। আমরা তাকে খুঁজতে বের হই। অবশেষে হতাশ হয়ে পড়ি এবং তাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিই। আল্লাহ্‌র কসম! এক রাতে আমি ঘরের ছাদে বসেছিলাম। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি নজড়ে পড়ল। কাছে আসতে দেখলাম, সে ছিল আমার সেই মেয়ে। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তুমি কি আমার মেয়ে?' সে বলল, 'জী হ্যাঁ, আমি তোমার মেয়ে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত দিন কোথায় ছিলে তুমি?' সে বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে, তুমি এক রাতে আমাকে কুয়ার পানি আনতে পাঠিয়েছিলে। সেই সময় একটা জ্বিন আমাকে তুলে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি তার কাছেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তার ও একদল জ্বিনের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তখন সেই জ্বিন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে যদি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যায়, তবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। সুতরাং সে জিতে গেছে, তাই আমাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

আমি দেখলাম, মেয়েটির ফর্সা রং কালচে হয়ে গিয়েছিল। চুল ঝড়ে গিয়েছিল এবং শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল দড়ির মতো। পরে আমাদের কাছে থাকতে থাকতে সে সুস্থ হয়ে উঠে। এক সময় ওর চাচাত ভাই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ফলে আমি ওকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিই।

সেই জ্বিনটা (মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য) মেয়েকে একটা বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন জানিয়ে রেখেছিল। মেয়েটি যখন সেই চিহ্ন দেখত, তখন বুঝতে পারত যে, জ্বিন তাকে ইশারা করছে।

মেয়েটির স্বামী কিন্তু তাকে সবসময় নিন্দা করত। একদিন মেয়েকে তার স্বামী বলে- 'তুমি মানুষ নও, হয় জ্বিন, না হয় শয়তান।' এমন সময় গায়েব থেকে কেউ বলে উঠল- 'ও তোমার কী ক্ষতি করেছে, হে? ওর দিকে এগুলে তোমার চোখ ফুটো করে দেব। জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি আমার মর্যাদা-মাহাত্ম্যের কারণে ওকে রক্ষা করেছি। এবং মুসলমান হবার পর ইসলামের খাতিরে ওকে হিফাযত করব।'

যুবকটি তখন বলল – 'তুমি আমাদের সামনে আসছ না কেন? তাহলে আমরাও তোমাকে দেখলাম।'

জ্বিন বলল- 'আমরা অমনটা করতে পারি না। কেননা আমাদের দাদা আমাদের জন্য তিনটা প্রার্থনা করেছিলেন – ১) আমরা নিজেরা সবাইকে দেখব কিন্তু কাউকে আমাদের দেখতে দেব না। ২। আমরা মাটির আর্দ্র স্তরে থাকব। এবং ৩) আমাদের প্রত্যেককে বৃদ্ধ হবার পর ফের যুবক হয়ে উঠবে।'

যুবকটি বলল- 'আচ্ছা তুমি কি পালাজ্বরের ওষুধ জানো?'

জ্বিন বলল- 'কেন জানব না! মাকড়সার মতো প্রাণী পানিতে দেখেছ তো? তাই একটা ধরবে। এবং তার যে কোনও একটা পা নিয়ে তুলোর সুতায় জড়িয়ে বাম কাঁধে বাঁধবে।'

যুবকটি অমন করল। ফলে তার পালাজ্বর একেবারের মতো ছেড়ে গেল। যুবকটি সেই জ্বিনকে এই কথাও বলেছিল- 'হে জ্বিন! তুমি কি সেই মানুষের ওষুদের কথা বলবে না, যে মেয়েদের মতো ইচ্ছা করে?'

জ্বিন জানতে চায়- 'তার ফলে কি পুরুষদের কষ্ট হয়?'

যুবক বলে – 'হ্যাঁ।'

জ্বিন বলে- 'অমনটা যদি না হত, তবে আমি তোমাকে ওর ওষুধটাও বাৎলে দিতাম।'(২)

জ্বিনদের বিস্ময়কর তথ্যাবলী বর্ণনাকারী

হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ জনাব রসুলুল্লাহ (সাঃ) একরাতে তাঁর পুণ্যময়ী সহধর্মিণীদের কাছে একটি ঘটনা শোনান। তাঁর এক স্ত্রী বলেন, 'এ কথা তো 'খুরাফাহ্'-র মতো।' তিনি বলেন, 'তোমরা কি জান, খুরাফাহ্ কে? খুরাফাহ ছিল একজন মানুষ, যাকে জাহিলিয়্যাত-যুগে জ্বিনরা ধরে বন্দী করে রেখেছিল। এবং সে দীর্ঘকাল যাবত ওদের মধ্যে ছিল। তারপর জ্বিনরা তাকে মানব সমাজে ফিরিয়ে দিয়েছিল। (ফিরে এসে) সে জ্বিনদের মধ্যে যেসব বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার দেখেছিল, সেসব কথা লোকজনকে বলত। লোকেরা তাই (কোন আশ্চর্য কথা শুনলে) বলে, এ কথা তো 'খুরাফাহ্'র মতো।'(৩)

প্রমাণ সূত্র ঃ

(১) আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৭৮। আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ৯৬।

(২) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ৯৪।

(৩) মুস্নাদে আহ্মাদ ৬ ঃ ১৫৭। কান্যুল উম্মাল ৩ ৮২৪৪। নিহায়াহ্, ইব্নে আসীর ২ ঃ ২৫। জাম্উল আসায়িল, শারহে শামায়িল, মুল্লাআলী কারী ২ ঃ ৫৮। মীযানুল ই'অ্তিদাল ৩ ঃ ৫৬। লিসানুল মীযান ৪ ঃ ১৫৪।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনের দ্বারা প্লেগ রোগ

প্লেগ হয় কেন

হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَنَاءُ اُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ ـ قَالُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّعْنُ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنُ ؟ قَالَ وَخَزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ـ

'আমার উম্মত আন্ত্রিক ও প্লেগের দ্বারা ধ্বংস হবে।' সাহাবীগণ বলেন – হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আন্ত্রিক রোগ তো আমরা জানি, কিন্তু প্লেগ কী জিনিস?' তিনি বলেন– 'তোমাদের শত্রু জ্বিনদের হামলা বিশেষ।'[১]

প্লেগে মারা পড়া ব্যক্তি শহীদ

(হাদীস) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

فِى الطَّاعُوْنِ وَخْزَةُ تُصِيْبُ اُمَّتِى مِنْ اَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْاِبِلِ مَنْ اَقَامَ عَلَيْهَا كَانَ مُرَابِطًا ، وَمَنْ اُصِيْبَ بِهِ كَانَ شَهِيْدًا، مَنْ فَرَّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

প্লেগ রোগে প্রচণ্ড কষ্ট আছে। যা আমার উম্মতকে চাপিয়ে দেয়া হবে তাদের শত্রু জ্বিনদের তরফ থেকে। সেই জ্বিনদের কুঁজ হবে উটের কুজের মতো। যে ব্যক্তি প্লেগ-পীড়িত এলাকায় থাকবে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী (মুজাহিদের মতো) হবে। প্লেগে ভুগে যে মারা পড়বে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে। এবং যে মানুষ প্লেগ প্রভাবিত এলাকা ছেড়ে পালাবে, সে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ময়দান ছেড়ে পলায়নকারীর মতো অপরাধী বলে গণ্য হবে।[২]

জ্বিনদের বদ্‌নজর

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর ঘরে একটি বাচ্চা মেয়েকে দেখেন, যার জ্বিনের বদ্‌নজর লেগেছিল। তিনি বলেন – 'একে অমুকের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক করিয়ে নাও, এর বদ্‌নজর লেগেছে।'[৩]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ্‌। মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বাহ্‌। কিতাবুত্ব তাওয়াঈন, ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া। বায্‌যার। আবূ ইয়াআ্‌লা। ইব্‌নে কুযাইমাহ্‌। তবারানী। হাকিম ও সিহ্‌হাহ্‌। দালায়িলুন নুবুয়ত, বায়হাকী প্রভৃতি।

(২) আবূ ইয়াআ্‌লা। তবারানী। বায্‌যার।

(৩) বুখারী, কিতাবুত্‌, ত্বিব্ব, বাব ৩৫। সহীহ্‌ মুসলিম কিতাবুস্‌ সালাম, হাদীস ৮৫। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম ৪ ঃ ২১২। মাসাবীহুস্‌ সুন্নাহ্‌ ১৩ ঃ ১৬৩। মুসান্নিফে আব্‌দুর রায্‌যাক ১৯৭৬৯। মিশকাতুল মাসাবীহ্‌, হাদীস ৪৫২৮।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বিন ও শয়তানদের থেকে সুরক্ষার উপায়

'আউযূ বিল্লাহ্‌'র দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা

আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِا للّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ।[১]

চোর শয়তানের থেকে সুরক্ষার উপায়

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আমাকে রমযানের যাকাত (ফিতরা-সামগ্রী) পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই সময় (রাতে) আমার কাছে এক আগন্তুক এসে খাদ্যবস্তু নিয়ে মুঠোয় ভরতে শুরু করে। আমি তাকে ধরে ফেলে বলি, ' তোমাকে নবীজীর

হাতে তুলে দেব।' সে বলে, 'আমি গরীব, আমার পরিবার-পোষ্য বেশি এবং আমি খুবই অভাবী।' ওকথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিই। সকালে যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হই, তিনি বলেন, 'গতরাতে তোমার কয়েদী কী করেছে?' আমি বলি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে তার প্রচণ্ড অভাব ও পোষ্য-পরিজনের কথা বলতে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নবীজী বলেন, 'আল্লাহর কসম! ও মিথ্যা বলেছে। অতি সত্বর ও ফের আসবে।' কথাটি আমি মাথায় রাখলাম। এবং তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে ফের এল। এবং মুঠো মুঠো খাদ্যশস্য ভরতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, 'এবার তোমাকে নবীজীর খেদমতে অবশ্যই পেশ করব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বড়ই অভাবী। এবং আমার পোষ্য অনেক বেশি। আর কক্ষণো আসব না আমি।' ওকথা শুনে ফের আমার দয়া হল। তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলায় নবীজী বললেন, ' তোমার কয়েদী কী করল?' আমি নিবেদন করলাম, ' হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব আর পোষ্যের কথা বলতে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' নবীজী বললেন, 'আল্লাহর কসম! ও তোমাকে মিথ্যা বলেছে। অতি সত্বর ও ফের আসবে। সুতরাং তৃতীয়বারে তাকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসে রইলাম। সে ফের এল, খাদ্যশস্য মুঠোয় ভরতে লাগল। তখন তাকে ধরলাম। বললাম, এবারে তোমাকে নবীজীর দরবারে অবশ্যই হাজির করব। এটা হল তৃতীয়বার এবং শেষবার। তুমি দু'দু'বার আসবে না বলেছ, তা সত্ত্বেও ফের আসছ! সে তখন বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি, যার দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, তা কী? সে বলল, 'যখন আপনি বিছানায় পিঠ রাখবেন (অর্থাৎ শোবার সময়) আয়াতুল কুরসী–আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত-পড়বেন। এমন করলে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে। যার ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।' (সকালে) নবীজী বলেন, 'ও মিথ্যাবাদী হলেও এই কথাটি সত্য বলেছে।'(২)

আরেকটি চোর জ্বিনের ঘটনা

(হাদীস) হযরত উবাই ইবনু কাবে (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তাঁর কাছে এক মশক খেজুর ছিল। সেগুলি তিনি যথেষ্ট হিফাযতে রাখতেন। তা সত্ত্বেও তা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। একরাতে তিনি সেই খেজুর পাহারা দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁর সামনে একটি প্রাণী আসে যার আকৃতি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের মতো। হযরত উবায় (রাঃ) বলেছেনঃ আমি তাকে সালাম দিতে সে সালামের জবাব দেয়। আমি জানতে চাই, 'তুমি কে? জ্বিন না মানুষ?' সে বলে, 'জ্বিন।' এরপর

আমি বলি, 'তুমি নিজের হাত আমার হাতে ধরিয়ে দাও।' সে তার হাত আমার হাতে ধরিয়ে দিতে আমার মনে হচ্ছিল, তা কুকুরের হাত (পা) এবং কুকুরের লোমের মতো। আমি তখন বলি, 'জ্বিনরা কি জন্ম থেকেই এরকম হয়?' সে বলে, 'আমি জানি, জ্বিনদের মধ্যে আমার চাইতেও শক্তিশালী জ্বিন রয়েছে।' আমি বলি, 'একাজ করতে তোমাকে বাধ্য করেছে কে?' সে বলে, 'আমি জানি, আপনি দান-খয়রাত করতে পছন্দ করেন। তাই আমিও আপনার খাবার থেকে নিজের জন্য কিছু নিতে চাইলাম।' এরপর হযরত উবায় (রাঃ) প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তুমি বলো তো, তোমাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের হিফাযতে রাখতে পারে এমন আমল কী?' সে বলে, 'আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম থেকে আয়াতটির শেষ পর্যন্ত)।' হযরত উবায় তখন তাকে ছেড়ে দেন। তারপর তিনি নবীজীর কাছে গিয়ে সবকথা বলতে, নবীজী বলেন, 'খবীস তোমাকে সত্য কথাই বলেছে।'(৩)

চোর জ্বিনের তৃতীয় ঘটনা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুল আস্ওয়াদ দুয়িলী (রহঃ) আমি হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-কে অনুরোধ করেছিলাম, আপনি আমাকে সেই শয়তানের ঘটনা শোনান, যাকে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন।' তিনি বলেন, 'আমাকে একবার জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদের দান-খয়রাতের সম্পদ-সামগ্রী দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি (দান-সামগ্রীর মধ্য হতে) খেজুরগুলো একটি ঘরে রেখেছিলাম। পরে দেখলাম, খেজুর ক্রমশ কমে যাচ্ছে। একথা নবীজীকে বলতে উনি বলেন, 'খেজুর যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সে হল শয়তান।' এরপর আমি সেই কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখলাম, ভীষণ এক অন্ধকার এসে দরজায় ছেয়ে গেল। তারপর সেটা হাতীর আকার ধারণ করল। পরে অন্য একটা রূপ ধরল। তারপর দরজার ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমিও সাহস সঞ্চয় করলাম। সে যখন খেজুর খেতে শুরু করল, আমি তখন লাফ দিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। এবং তার দিকে হাত বাড়ানোর সময় বললাম, 'ওরে আল্লাহর দুশমন!' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একজন বৃদ্ধ। পোষ্য অনেক অথচ দরিদ্র্য এবং আমি নাসীবাইনের জ্বিনদের অন্তর্গত। যে মহল্লায় আপনাদের নবী আবির্ভূত হয়েছেন, ওখানে আগে আমরা থাকতাম। ওঁর আবির্ভাবের পর আমাদের ওখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। এরপর আর কক্ষণো আমি আপনার কাছে আসব না।' (ওর কথা শুনে) আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। (ওদিকে) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হযরত জিব্‌রাঈল এসে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন। নবীজী ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন–'মুআয বিন জাবাল কোথায়?' আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন নবীজী বললেন ' তোমার কয়েদী

কি করল'?' আমি তাঁকে (সমস্ত ঘটনা) নিবেদন করলাম। তিনি বললেন, 'ও ফের আসবে, তুমি তৈরি থেকো।'

সুতরাং আমি ফের (পরের রাতে) সেই কামরায় প্রবেশ করলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেও ফের এল। এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকল। তারপর খেজুর খেতে শুরু করল। আমিও আগের মতোই তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এরপর আর কক্ষণো আসব না।' আমি বললাম, 'ওহে খোদার দুশমন! তুমি তো আগেও বলেছিলে যে, এরপর আর কক্ষণো আসবে না!' সে বলল, 'এরপর আর আমি কোনও মতেই আসব না। এবং এর নিদর্শন (হিসেবে আপনাকে বলছি), যে ব্যক্তি সূরাহ্ 'আল্ বাক্বারাহ্র শেষ অংশ পড়বে, রাতে তার ঘরে আমাদের জ্বিনদের মধ্যে কেউই ঢুকতে পারবে না।'[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত মুআয বলেছেন, 'সেই জ্বিন আয়াতুল কুরসী ও সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্র শেষাংশ (আমানার রসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত) পড়ার কথা উল্লেখ করে। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিই এবং সকালে নবীজীর কাছে হাজির হয়ে তার কথা উল্লেখ করি। তিনি (সাঃ) বলেন, 'ওই মিথ্যুক খবীস, একথাটি সত্যই বলেছে।' হযরত মুআয বলেন, আমি (রাতে) আয়াত দু'টি পড়তাম। ফলে খেজুর আর কমতে দেখতাম না।[৫]

চোর জ্বিনের চতুর্থ ঘটনা

(হাদীস্) হযরত আবূ আইয়ুব আন্সারী (রাঃ)-এর একটি দেরাজ ছিল। তাতে তিনি খেজুর রাখতেন। একটি জ্বিন আসত। এবং সে খেজুর চুরি করে নিয়ে যেত। হযরত আবূ আউয়ুব আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনুযোগ করলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি যাও। এবং তাকে দেখলে বলো আল্লাহ'র নামে (বলছি), তুমি আল্লাহর রসূলের কাছে হাজির হও।' এভাবে তিনি সেই জ্বিনকে ধরে ফেললেন। তখন সেই জ্বিন শপথ করে বলল যে, সে আর কখনও আসবে না। তাই হযরত আবূ আইয়ুব আন্সারী (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর নবীজীর কাছে যেতে তিনি বললেন, তোমার কয়েদী কী করল?' হযরত আবূ আইয়ুব বললেন, ' সে শপথ করেছে যে পুনরায় আর আসবে না। নবীজী বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে। এবং মিথ্যুক হওয়ার কারণে সে ফের আসবে। তো হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) তাকে ফের ধরে ফেলেন এবং বলেন, 'এবারে তোমাকে ছাড়ছি না। চলো, নবীজীর দরবারে চলো।' সে বলে, 'আমি আপনাকে আয়াতুল কুর্সীর কথা বলে দিচ্ছি। এটি আপনি আপন বাড়িতে পড়বেন। তাহলে শয়তান প্রভৃতি কেউই আপনার কাছে আসবে না।' এরপর হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) নবীজীর কাছে যেতে তিনি জানতে চাইলেন, 'তোমার কয়েদী কী করল'?' তো হযরত আবু আইয়ুব তাই বললেন, যা সেই জ্বিনটি বলেছিল। শুনে নবীজী বলেন, ও মিথ্যাবাদী হলেও তোমাকে সত্য কথাই বলে গেছে।'[৬]

আবূ উসাইদ (রাঃ)-এর চোর জ্বিন

(হাদীস) হযরত আবূ উসাইদ সাঅ্দী (রাঃ) পাঁচিলের কাছাকাছি গাছের ফল পেড়ে সেগুলি রাখার জন্য একটি কামরা বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জ্বিন অন্য পথ দিয়ে তাঁর ফল চুরি করত এবং নষ্ট করত। তিনি সে বিষয়ে জনাব রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করেন। নবীজী বলেন, ও হল জ্বিন। ওর সাড়া পেলে তুমি বলবে- بِسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ আল্লাহর নাম নিয়ে (বলছি), রসূলুল্লাহ্র সামনে হাজির হও। (সুতরাং আবূ উসাইদ (রাঃ) অমন করলে) জ্বিনটি বলে, 'আমাকে মাফ করুন। নবীজীর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন না। আমি আপনার কাছে আল্লাহর নাম নিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যে, আর কখনও আপনার ঘরে আসব না এবং আপনার খেজুর চুরি করব না। আর, আপনাকে একটি জিনিস বলে দিচ্ছি। সেটি যদি আপনি বাড়িতে পড়েন, তবে যে (জ্বিন, শয়তান) আপনার বাড়িতে আসবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তা যদি আপনি কোনও পাত্রে পড়েন (অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেন), তবে তার ঢাকনা (জ্বিন-শয়তানরা) খুলবে না।' এভাবে জ্বিনটি হযরত আবূ উসাইদকে এমন ভরসা দেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এবং বলেন, 'তুমি যে আয়াতের কথা বললে, সেটি কী, বলো তো শুনি।' জ্বিন বলল, সেটি হল আয়াতুল কুর্সী।' তারপর সে তার নিতম্ব উঁচু করে বায়ু নিঃসরণ করল। ঘটনাটি নবীজীর কাছে নিবেদন করার পর হযরত আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন, ' সে ফিরে যাবার সময়েও একবার বাতকর্ম করেছে।' নবীজী বলেন, ও তোমাকে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী।'[৭]

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর চোর জ্বিন

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) একদিন তাঁর (বাগান অথবা বাড়ির) পাঁচিলের কাছে লাফানোর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, কী ব্যাপার?' তখন এক জ্বিন বলে, 'আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ পড়েছে। তাই আমি আপনার ফল থেকে কিছু নিতে চাচ্ছি। উপহার স্বরূপ আপনি কিছু দেবেন কি?' হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) বলেন, কেন দেব না।' এরপর তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি সেকথা আমাদের বলবে না, যার মাধ্যমে আমরা তোমাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকব?' তো জ্বিনটি বলে, 'তা হল আয়াতুল কুর্সী।'[৮]

গাছের উপর শয়তান

বর্ণনায় হযরত অলীদ বিন মুসলিম (রহঃ) একবার একটি লোক একটা গাছে কিছু আওয়াজ শুনলেন। এবং (কৌতুহলবশত আওয়াজকারী জ্বিনের সাথে) কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু সে কোনও সাড়া দিল না। লোকটি তখন 'আয়াতুল কুর্সী' পড়লেন। ফলে তাঁর কাছে একটা শয়তান নেমে এল। লোকটি তাকে

জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মধ্যে একজন (সম্ভবত জ্বিনঘটিত কারণে) অসুস্থ হয়ে আছে, আমরা কীসের দ্বারা তার চিকিৎসা করব?' শয়তান বলল, 'যার দ্বারা আপনি আমাকে গাছ থেকে নামালেন।'[৯]

সূরা বাকারাহ্-পড়া বাড়িতে শয়তান ঢোকে না

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িকে কবরখানায় পরিণত করো না) যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পড়া হয়, সে ঘরে শয়তান ঢুকতে পারে না।[১০]

হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক শয়তানকে আছাড় মারা

বর্ণনায় হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোনও একজন কোথাও গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ হয়। এবং বেশ সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত নবীজীর সাহাবী শয়তানকে আছাড় মেরে ধরাশায়ী করে ফেলেন। শয়তান তখন বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন এক আশ্চর্যজনক কথা বলছি, যা আপনি পছন্দ করবেন।' তো সেই সাহাবী তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সে কথা বলতে বললেন। কিন্তু শয়তান তখন বলল, 'না বলব না।' ফলে ফের মুকাবিলা হল। এবং নবীজীর সাহাবী তাকে ফের আছড়ে ফেললেন। শয়তান বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন জিনিস বলছি, যা আপনার পছন্দ হবে।' তো তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এবং বললেন, 'বলো, কী কথা বলতে চাও।' সে বলল,'না বলব না।' ফলে তৃতীয়বারেও মুকাবিলা হল। এবারেও নবীজীর সাহাবী তাকে আছড়ে ফেললেন এবং তার উপর চড়ে বসে তার আঙুল ধরে চিবুলেন। শয়তান তখন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন।' সাহাবী বললেন, 'এবারে না বলা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না।' শয়তান তখন (নিরুপায় হয়ে) বলল, 'সূরা আল্ বাকারাহর প্রতিটি আয়াত এমন, যা পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। এবং যে ঘরে এই সূরাহ্ পড়া হয়, সে-ঘরে শয়তান ঢুকতে পারে না।;

(বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তাঁর ছাত্রদের পক্ষ থেকে) প্রশ্ন করা হয়, হে আবূ আব্দুর রহমান! ওই সাহাবী কে ছিলেন? তিনি বলেন, 'হযরত উমর বিন খত্তাব (রাঃ) ছাড়া তোমরা অন্য কাউকে ভাবছ নাকি?[১১]

শয়তানের ওষুধ দু'টি আয়াত

(হাদীস) হযরত নুমান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ بِاَلْفَىْ عَامٍ اُنْزِلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَءَ اِنِ فِىْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا الشَّيْطَانُ

আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তা থেকে এমন দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে সূরা আল্-বাকার সমাপ্ত করেছেন। যে বাড়িতে এই আয়াত দু'টি তিনরাত পড়া হবে, শয়তান তার কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারবে না।'[১২]

শয়তানের আরেকটি তদ্‌বীর

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَرَأَ حٰمٓ غَافِر اِلٰى قَوْلِهٖ (اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) وَاٰيَةَ الْكُرْسِى حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِىَ وَمَنْ قَرَاهُمَا حِيْنَ يُمْسِىْ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ -

যে ব্যক্তি সকালে (সূরা) হা-মীম সাজ্‌দাহ্ (শুরু থেকে ইলাইহিল মাসীর'; পর্যন্ত) এবং আয়াতুল কুর্‌সী পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই উভয় আয়াতের মাধ্যমে তাকে হিফাযত করা হবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় ও দু'টি তিলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তাকে উভয়ের মাধ্যমে হিফাযত করা হবে।[১৩]

কোরআন পাকের প্রভাব

বর্ণনায় হযরত আবূ খালিদ ওয়ালবী (রহঃ) একবার আমি স্ত্রী-পুত্র সমেত হযরত উমর (রাঃ)-এর দরবারে হাজির হবার উদ্দেশ্যে কাফেলা-রূপে যাত্রা শুরু করি। যেতে যেতে এক জায়গায় আমারা যাত্রা বিরতি করি। আমার পরিবার-পরিজনরা তখনও পিছনে ছিল। অথচ আমি সেখানে বাচ্চাদের শোরগোল শুনতে পাই। তখন আমি উচ্চস্বরে কোরআন পড়ি। ফলে উপর থেকে কোনও জিনিস নীচে পড়ার শব্দ পাই। জানতে চাই, 'তুমি কে?' সে বলে, 'শয়তানেরা আমাকে ধরেছিল এবং আমার সাথে খেল-তামাশা করছিল। আপনি সশব্দে কোরআন পড়তে ওরা আমাকে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছে।[১৪]

শয়তান সরানোর উপায়

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ -

যে ব্যক্তি দৈনিক একশ'বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু অলাহুল্ হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর পড়বে, তার দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাওনা হবে, একশ' নেকী লেখা হবে ও একশ' গুনাহ মুছে দেওয়া হবে; এবং এই কলিমা তাকে ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযতে রাখবে।[১৫]

শয়তানের সামনে 'যিক্‌রুল্লাহ'র কেল্লা

(হাদীস) হযরত হারিস আশ্‌আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

.. اَلْحَدِيْثُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ يَحْيٰى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ وَفِيْهِ : وَاٰمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُوا اللّٰهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِىْ اَثَرِهٖ سِرَاعًا حَتّٰى اَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهٗ مِنْهُمْ ، كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْرُزُ نَفْسَهٗ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন যাকারিয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) কে পাঁচটি বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন।... সেগুলোর মধ্যে একটি হল এই যে, তোমরা আল্লাহর যিকর করো। কেননা যিক্‌র ও যিকরকারীর দৃষ্টান্ত হল মজবুত কেল্লা ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির মতো-অর্থাৎ শত্রুতাড়িত ব্যক্তি যেমন মজবুত কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিজে সুরক্ষিত করে, তেমনই কোনও মানুষ নিজেকে শয়তানের থেকে রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর যিকরের-ই মাধ্যমে।[১৬]

শয়তানের সিংহাসন

বর্ণনায় আবুল আস্‌মার আব্‌দীঃএক ব্যক্তি রাতের বেলা কুফার উদ্দেশে রওনা হল। (যেতে যেতে পথের মাঝখানে সে দেখল) সিংহাসনের মতো একটি জিনিস

তার সামনে এসে গেল। সেটার আশে-পাশে কিছু ভিড়ও ছিল, যা তাকে ঘিরে রেখেছিল। লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপারটি কী দেখতে লাগল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সেই সিংহাসনে বসল। লোকটি শুনতে পেল, সিংহাসনে বসা ব্যক্তিটি বলল, 'উরওয়াহ্ বিন মুগীরাহ্‌র খবর কী?' ভিড়ের ভিতর থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওকে আমি আপনার সামনে পেশ করব?' সিংহাসনারোহী বলল, 'এই মুহূর্তে হাজির করো।'

সে তখন মদীনা শরীফের দিকে মুখ করল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, 'উরওয়াহ্‌র উপর আমার কোনও ছলাকলা খাটেনি।'

– 'কারণ?'

– 'কারণ, উনি সকালে ও সন্ধ্যায় এমন একটি 'কালাম' পড়েন, যার জন্য ওঁর গায়ে হাত দেওয়া যায় না।'

এরপর সভা ভেঙে গেল। যে লোকটি কাছ থেকে দেখছিল, (কুফায় না গিয়ে) ঘরে ফিরে এল। সকালে সে একটি উট কিনে মদীনার উদ্দেশে রওনা হল। এক সময় মদীনায় পৌঁছেও গেল। তারপর (সাহাবী) হযরত উরওয়াহ বিন মুগীরাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে মুলাকাত করল। এবং তিনি সকাল-সন্ধ্যায় কী 'কালাম' পড়েন, তা জানতে চাইল। সেই সাথে তাঁর সামনে ঘটা (জ্বিন-শয়তানদের) ঘটনাও উল্লেখ করল।

তখন হযরত উরওয়াহ্ বিন মুগীরাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি সকালে ও সন্ধ্যায় (তিনবার) এটি পড়ি।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি আল্লাহ ও তাঁর একত্বের প্রতি; অস্বীকার করছি মূর্তি, জাদুকর ও আল্লাহ্ বিরোধী সব কিছুকে এবং অবলম্বন করছি মজবুত রশি (অর্থাৎ কোরআন, হাদীস তথা ইসলাম)-কে, যা ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।[১৭]

এক মেয়ে জ্বিনের ভয়ঙ্কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) আশ্‌জাঅ্ গোত্রের দু'জন লোক একবার তাদের এক আত্মীয়ের বিয়েতে শরীক হবার জন্য যাচ্ছিল। পথের মাঝখানে জায়গায় তাদের সামনে একজন মহিলা আসে। এবং বলে, তোমরা কী চাও। ওরা বলে, আমরা এক বিয়েতে উপঢৌকন দিতে যাচ্ছি।' মেয়েটি বলে, ' সে কথা আমার ভালোরকম জানা আছে। ফেরার পথে তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যাবে।'

সুতরাং ফেরার পথে উভয়ে মেয়েটির কাছে গেল। সে বলল, 'আমি তোমাদের পিছনে পিছনে যাব।' তখন তারা দু'টো উটের মধ্যে একটার উপর দু'জন সওয়ার হল এবং অন্য উটটাকে পিছনে পিছনে চালাতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে একসময় তারা বালির এক টিলায় এসে পৌঁছল। সেই সময় মেয়েটি বলল, 'এখানে আমার একটু দরকার আছে।' তো ওরা তার জন্য উট বসিয়ে দিল। (মেয়েটি উট থেকে নেমে টিলার আড়ালে চলে গেল।) ওরা উভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েটির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে দু'জনের মধ্যে একজন তার পায়ের দাগ ধরে ধরে খুঁজতে গেল। কিন্তু তারও ফিরতে দেরি হতে লাগল। তখন বাকি লোকটি তার সঙ্গীকে খুঁজতে বের হল। একজায়গায় গিয়ে সে (দূর থেকে) দেখতে পেল, সেই মেয়েটি তার সঙ্গীর পেটের উপর চড়ে বসে তার কলিজা বের করে চিবিয়ে খাচ্ছে। তা দেখে লোকটি ফিরে এল। এবং তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নিজের রাস্তা ধরল। এমন সময় মেয়েটি তার সামনে এসে বলতে লাগল, 'তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন?' লোকটি বলল, 'তুমি কেন এত দেরি করলে?' মেয়েটি তখন লোকটিকে ধরল। লোকটি চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি বলল, 'কী হল তুমি, চিৎকার করছ কেন?' লোকটি বলল, 'আমার সামনে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির অত্যাচারী বাদশাহ্ আছে।' মেয়েটি বলল, আমি তোমাকে একটি দু'আ বাতলে দিচ্ছি। তুমি যদি সেই দু'আ সহকারে প্রার্থনা করো, তবে তা সেই জালিমকে ধ্বংস করে দবে এবং তার থেকে তোমার হক আদায় করিয়ে দেবে।' লোকটি বলল, ' সেই দু'আটি কী? মেয়েটি বলল, 'সেই দু'আটি হল এই–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَمَا اَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذَرَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ ، اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ تَاْخُذْ لِلْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهٗ فَخُذْلِىْ حَقِّىْ مِنْ فُلَانٍ فَاِنَّهٗ ظَلَمَنِىْ

(ভাবানুবাদ) হে আল্লাহ! (আপনি তো) আসমান ও তার নিম্নস্থ যাবতীয় বস্তুর প্রভু। এবং পৃথিবী ও তার উপরিস্থ সকল কিছুরই পালনকর্তা। আর বায়ুমণ্ডল ও তাতে ভাসমান বস্তুসমূহের প্রতিপালক। এবং শয়তানদল ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদেরও পালনকর্তা। আপনি পরম উপকারী, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তথা অতুলনীয় প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। আপনি তো অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করিয়ে দেন। সুতরাং অমুকের থেকে আমার হক আদায় করিয়ে দিন, কেননা, সে আমার উপর জুলুম করেছে।

লোকটি বলল, 'ওই দু'আটি তুমি ফের একবার আমাকে শোনাও।' মেয়েটি ফের একবার দু'আটি বলল। ফলে লোকটি তা মুখস্থ করে নিল। তারপর সে ওই মেয়ের বিরুদ্ধেই দু'আটি করল। এবং এভাবে বললঃ

اَللّٰهُمَّ اَنَّهَا ظَلَمَتْنِىْ وَاَكَلَتْ اَخِىْ

আল্লাহ গো! এই মেয়েটি আমার উপর জুলুম করেছে এবং আমার ভাইকে খেয়ে ফেলেছে।

অমনই আকাশ থেকে একটি আগুনের গোলা নেমে এল। এবং সেটা মেয়েটির লজ্জাস্থানের উপর পড়ল। ফলে মেয়েটির দেহ দুটুকরো হয়ে গেল। এবং দু'টো টুকরো দু'দিকে গিয়ে পড়ল। মেয়েটি ছিল মানুষখেকো মেয়ে-জ্বিন।(১৮)

জ্বিনের আরেকটি খতরনাক ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবুল মুনযির (রহঃ) একবার আমরা হজ্জ্ করার পর এক বড় পাহাড়ের গুহায় গিয়ে পৌঁছিই। যাত্রী (কাফেলা) দলের ধারণা, ওই গুহায় জ্বিনরা বাস করে। সেই সময় এক বয়স্ক মানুষকে (পাহাড়ী ঝর্ণার) পানির দিক থেকে আসতে দেখে আমি বলি, হে আবূ শামীর! এই পাহাড়ের বিষয়ে আপনার অভিমত কী? আপনি এই পাহাড়ে বিশেষ কিছু ঘটতে দেখেছেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, একবার আমি নিজের তীর-ধনুক নিয়ে ভয়ের চোটে এই পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠি। এবং পানির ঝর্ণার কাছে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে একটি ঘর বানিয়ে তাতে বাস করতে লাগি। সেই সময় একদিন আমি হঠাৎ কিছু পাহাড়ি ছাগলকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখি। সেগুলো কোনও কিছুকে ভয় পাচ্ছিল না। সেগুলো এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করল। তারপর এর আশেপাশে বসে গেল। যেগুলোর মধ্যে একটা মেষকে আমি তীর মারি। তীরটা তার বুকে গিয়ে লাগে। অমনই এক চিৎকারকারী সজোরে চিৎকার করে। ফলে পাহাড় থেকে ভয়ে সবাই পালিয়ে যায়। তখন এক শয়তান আমার সম্বন্ধে অপর শয়তানকে বলল, তুই ধ্বংস হ! ওকে খতম করে ফেলছিস না কেন?' দ্বিতীয় শয়তান বলল, ওকে খতম করার ক্ষমতা আমার নেই!' প্রথম শয়তান বলল, তুই ধ্বংস হ! ক্ষমতা নেই কেন? দ্বিতীয় শয়তান বলল, 'কারণ, ওই ব্যক্তি পাহাড়ে ওঠার সময় (কিংবা পাহাড়ে ঘর বাঁধার সময়) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বৃদ্ধ বলছেন) একথা শোনার পর আমি নিশ্চিন্ত হই।(১৯)

সূরাহ ফালাক-নাসের দ্বারা জ্বিন-ইনসান থেকে সুরক্ষা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) জ্বিন ও মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অবশেষে (কোরআনপাকের) সর্ব শেষ সূরাহ দু'টি অবতীর্ণ হতে তিনি ও দু'টি পড়তে শুরু করেন এবং বাকি দু'আগুলি ছেড়ে দেন।(২০)

উযূ-নামাযের মাধ্যমে শয়তান থেকে সুরক্ষা

'আকামুল মারজ্বান' গ্রন্থের লেখক আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন শিব্‌লী (রহঃ), বলেছেনঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য উযূ-নামাযও একটি আমল। কেননা হাদীস শরীফে আছে ঃ

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

ক্রোধ (উৎপন্ন হয়) শয়তান থেকে এবং শয়তান সৃষ্ট আগুন থেকে আর আগুন নেভানো হয় পানি দিয়ে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারোর ক্রোধ এলে সে যেন উযূ করে।[২১]

আরও একটি উপায়

অনর্থক দৃষ্টিপাত, অপ্রয়োজনীয় বাক্যব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার ও আজেবাজে লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হতে বিরত থাকাও শয়তানের থেকে হিফাযতের একটি পদ্ধতি। কেননা এই চারটি দরজা দিয়ে শয়তান মানুষের উপর চড়াও হয়।

কুদৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকার পুরস্কার

(হাদীস) হযরত হুযাইফাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ أَثَابَهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ

ইব্‌লীসের বিষাক্ত তীরগুলির একটি হল কুদৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুদৃষ্টি ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[২২]

শয়তানী চক্রান্ত বাতিল করার তদ্‌বীর

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত হাসান বসরী (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَقَالَ : إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيْدُكَ فَإِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেনঃ এক শক্তিশালী জ্বিন আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। সুতরাং যখনই আপনি বিছানায় শয়ন করবেন, 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়ে নেবেন।[২৩]

'আয়াতুল কুর্‌সী'র দুই ফিরিশতা

(হাদীস) হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَحْفَظَانِهِ حَتّٰى يُصْبِحَ

যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণের সময় 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়ে, তার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তাকে মোতায়েন করা হয়, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত হিফাযত করে।[২৪]

আয়াতুল কুর্‌সীর মাহাত্ম্য

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ)-র বাচনিকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ : آيَةُ الْكُرْسِيِّ

সূরাহ্‌ বাকারাহ্‌য় এমন একটি আয়াত আছে যেটি কোরআনের সমস্ত আয়াতের সর্দার। যে ঘরে শয়তান থাকে, সে ঘরে আয়াতটি পড়লে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আয়াতটি হল–'আয়াতুল কুর্‌সী।[২৫]

শয়তানকে বাড়িতে ঢুকতে না দেবার উপায়

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ্‌'র দশ আয়াত রাতের বেলায় পড়বে, সেই রাতে শয়তান তার ঘরে ঢুকতে পারবে না। চার আয়াত সূরাহ্‌'র শুরুতে, এক আয়াত 'আয়াতুল কুর্‌সী', দু'আয়াত আয়াতুল কুর্‌সীর পরের দু'আয়াত এবং বাকি তিন আয়াত হল সূরাহ্‌'র শেষে লিল্লাহি মা ফিস্‌ সামাওয়াতি থেকে।[২৬]

দারিমী ও ইবনু যুরাইসের বর্ণনায় হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ)-এর বাচনিকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে-যে ব্যক্তি সূরাহ্‌ বাকারাহ্‌'র প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুর্‌সী ও তার পরের দু'আয়াত এবং সূরাহ্‌ বাকারাহ্‌'র শেষ তিন আয়াত পড়বে-সে দিন তার কাছে শয়তান আসবে না, তার বাড়ির লোকজনদের কাছেও আসবে না এবং তার পরিবার-পরিজনদের কোনও অনিষ্ট হবে না ও তার ধন-সম্পদেরও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না। এই আয়াতগুলি কোনও পাগলের উপর পড়লে তারও ফায়দা হবে।[২৭]

বদ্‌নজর থেকে বাঁচার উপায়

(হাদীস) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَاٰيَةُ الْكُرْسِيِّ لَا يَقْرَأُهَا عَبْدٌ فِيْ دَارٍ فَتُصِيْبُهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ عَيْنُ اِنْسٍ اَوْجِنٍّ ـ

যে ব্যক্তিই বাড়িতে সূরা ফাতিহাহ্ ও আয়াতুল কুর্সী পড়বে, সেই দিন তার জ্বিনের অথবা মানুষের বদনজরঘটিত কোনও বিপদ হবে না।(২৮)

শয়তানদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক দু'টি আয়াত

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ لَيْسَ شَيْئٌ اَشَدُّ عَلٰى مَرَدَةٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ (وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ...) اَلْاٰيَتَيْنِ

দুষ্ট জ্বিনদের পক্ষে সূরাহ্ বাকারাহ্'র ('অ ইলাহুকুম ইলাহুউ' ওয়াহিদ' থেকে) দু'টি আয়াতের চেয়ে বেশি মারাত্মক আর কোনও আয়াত নেই।(২৯)

হযরত হাসান (রহঃ)-এর যামানত

হযরত হাসান্ (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই পঁচিশটি আয়াত প্রত্যেক রাতে পড়বে, আমি তার জামিনদার যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রত্যেক অত্যাচারী শাসক, প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান, প্রত্যেক হিংস্র পশু ও প্রত্যেক ঝানু চোর থেকে হিফাযত করবেন। (সেই আয়াতগুলি হল) আয়াতুল কুর্সী, সূরা আল-আ'রাফের (ইন্না রাব্বাকুমুল লাযী খলাকাস্ সামাওয়াতি অল্-আর্দ্ব থেকে) দশ আয়াত, সূরা সা-ফ্ফাতের (গোড়ার) দশ আয়াত, সূরা আর্-রহমানের ইয়া মাঅ্শারল, জ্বিন্নি অল্-ইন্সি থেকে তিন আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষ আয়াত।(৩০)

মদীনা থেকে জ্বিনদের বহিষ্কারকারী আয়াত

বর্ণনায় হযরত সাঅ্দ বিন ইস্হাকু বিন কাঅ্ব বিন উজ্রহ (রহঃ) ইন্না রাব্বাকুলুল্লা-হুল্ লাযী খালাকাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন এক বিশাল বড় জামাআত হাজির হয়। তাদের দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে তারা আরবীয়। সাহাবীগণ তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কারা?' তারা বলে, 'আমরা জ্বিন। আমরা পবিত্র মদীনা থেকে চলে গেছি। এবং ওই আয়াতটি আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিয়েছে।'(৩১)

রাতভর ফিরিশ্তার ডানার তলায় থাকার উপায়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী মারযূক বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শোবার সময় ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্ লাযী খালাকাস্ সামা-ওয়া-তি অল্-আরদ্ব থেকে পুরো আয়াতটি পড়বে, তাকে এক ফিরিশ্তা নিজের ডানা দিয়ে সকাল পর্যন্ত (যাবতীয় বিপদ-বিপর্যয়) থেকে আগলে রাখবে।(৩২)

সূরা ইয়াসীনের কার্যকারিতা

হযরত উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর আদ্-দাব্বাগ (রহঃ) বলেছেনঃ একবার আমি এমন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে জ্বিন ভূত থাকত। যেতে যেতে হঠাৎ দেখি আমার সামনে একটি মেয়ে এল। মেয়েটির পরণে ছিল হলুদ রঙের কাপড়। সে নিজে বসে ছিল একটি আসনে। এবং কিছু প্রদীপ জ্বলছিল তার চারদিকে। মেয়েটি আমাকে ডাকছিল। তা দেখে আমি সূরাহ্ ইয়া-সীন পড়তে শুরু করে দিই। ফলে তার সব প্রদীপ নিভে যায়। এবং তখন সে বলতে থাকে, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে এ তুমি কী করলে!' এভাবে আমি তার হাত থেকে বেঁচে যাই।(৩৩)

সূরা ইয়াসীনের আরেকটি উপকারিতা

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) একজন উন্মাদকে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দিতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে।(৩৪)

সত্তর হাজার ফিরিশ্তাকে নিরাপত্তারক্ষী করার উপায়

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ اٰخِرَ سُوْرَةِ الْحَشْرِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَطْرُدُوْنَ عَنْهُ شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِنْ كَانَ لَيْلًا حَتّٰى يُصْبِحَ وَاِنْ كَانَ نَهَارًا حَتّٰى يُمْسِيَ ـ

যে ব্যক্তি তিনবার 'আউযু বিল্লাহ'.... পড়ার পর সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্তা মোতায়েন করে দেন, যারা তাকে জ্বিন ও মানুষরূপী শয়তানদের থেকে হিফাযত করে। রাতে পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং দিনে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফাযত করে।(৩৫)

সূরা হাশরের শেষাংশের কার্যকারিতা

আবূ আইয়ুব আন্সারী (রাঃ)-এর বাড়িতে খেজুর শুকানোর জন্য আলাদা একটি জায়গা ছিল। তিনি সেখান থেকে খেজুর কমতে দেখে এক রাতে পাহারায় থাকেন। সেই রাতে একজন লোককে সেখানে আসতে দেখেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' সে বলে, 'আমি একজন পুরুষ জ্বিন। এই ঘরে আমার আসার উদ্দেশ্য, আমাদের কাছে খাবার মতো কিছু নেই। তাই আমরা আপনার খেজুর নিচ্ছি। আপনার জন্য আল্লাহ এতে কম করবেন না।' হযরত আবু আইয়ুব আন্সারী (রাঃ) বলেন, 'যদি তুমি (নিজেকে জ্বিন বলার বিষয়ে) সাচ্চা হও, তবে তোমার হাত আমাকে ধরিয়ে দাও।' সে নিজের হাত ধরিয়ে

দিল। হযরত দেখলেন, সেটা ছিল কুকুরের পায়ের মতো লোমযুক্ত। তো হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন, 'তুমি আমার যতটা খেজুর এর আগে নিয়েছ, সব মাফ করে দিলাম। এখন তুমি সেই সেরা আমলটি বাতলে দাও, যার মাধ্যমে মানুষ জ্বিনের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।' জ্বিনটা বলে, 'তা হল সূরাহ্ আল্-হাশরের শেষ আয়াত।[৩৬]

সূরা ইখলাসের উপকারিতা

(হাদীস) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتّٰى يَقْرَأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) عَشَرَ مَرَّاتٍ لَمْ يُدْرِكْهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَاُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর কোনও কথা না বলে দশবার সূরা ইখ্‌লাস (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) পড়বে, সে ওই দিন কোনও বিপদ-আপদে পড়বে না এবং শয়তানের থেকেও নিরাপদে থাকবে।[৩৭]

হযরত জিব্‌রাঈলের অযীফা

হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ যে রাতে জ্বিনদের একটি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। একদল জ্বিন আগুনের গোলা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করতে উদ্যত হলে তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে নিদেবন করেন, ' হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমি কি আপনাকে এমন 'কালিমা' বলে দেব না, যা পড়লে ওদের আগুনের গোলা নিভে যাবে এবং ওরা মাথা মুখ গুঁজে পড়ে যাবে?– আপনি পড়ুনঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ

(ভাবানুবাদ) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর মহত্ত্ব মাহাত্ম্য ও তাঁর পরিপূর্ণ বাণী সহকারে, যে বাণীর চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পারে না আসমান থেকে পতিত কিংবা আসমানের দিকে উত্থিত কোনও বিপদাপদ ও ভালো মন্দ এবং (আশ্রয় প্রার্থনা করছি) সে সবের অনিষ্ট থেকে, যা জমিনে প্রবেশ করে এবং জমিন থেকে

বের হয় এবং দিন ও রাতের ফিত্‌নার অনিষ্ট থেকে ও রাত দিনের মঙ্গল আনয়ণকারী ছাড়া অমঙ্গল আনয়ণকারীদের অনিষ্ট থেকে। হে পরম দয়াবান।[৩৮]

শয়তানের হামলা ও নবীজীর প্রতিরক্ষা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুত্ তাইয়াহ্ (রহঃ)! আব্দুর রহমান বিন হুবাইশ রহ, কে এমর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, শয়তানরা যখন জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করেছিল, তখন তিনি কীভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন? হযরত আবদুর রহমান উত্তর দেন, 'শয়তানরা পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা-প্রান্তর থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করেছিল। ওদের মধ্যে একটা শয়তানের হাতে আগুনের একটা মশাল ছিল। মশালধারী শয়তানের মতলব ছিল, মশালের আগুন দিয়ে নবীজীকে জ্বালিয়ে দেওয়া। এমন সময় নবীজীর কাছে হযরত জিবরাঈল এসে নিবেদন করেন হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি পড়ুন।[৩৯]

وَاَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّمَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ـ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওই 'কালিমাত' পড়তে শয়তানের আগুন নিভে যায় এবং আল্লাহ তাআলা সেই শয়তানদের জ্বালিয়েও দেন।[৪০]

'আউযূ বিল্লাহ্'র প্রভাব

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ ـ

যে ব্যক্তি সকালে 'আউযু বিল্লাহিস্ সামীঈল্ আলীমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম' পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে।[৪১]

হযরত খিযির ও ইলিয়াস (আঃ)-এর শেষকথা

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَلْتَقِى الْخِضْرُ وَاِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ فِى الْمَوَاسِمِ وَيَفْتَرِقَانِ عَنْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا اللّٰهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

হযরত খিযির (আঃ) ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) উভয়ে প্রতিবছর হজ্জের মওসুমে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে বিদায় নেবার সময় বলেন-(বিসমিল্লাহি মা শা আল্লাহি থেকে শেষ পর্যন্ত যার অর্থ-) আল্লাহর নামে। আল্লাহ যা চান (তাই হয়)। মঙ্গল কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে আসে। যাবতীয় নিয়ামাতও আসে আল্লাহরই তরফ থেকে। আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ যা চান (তাই-ই হয়)। বিপদাপদ দূর করতে পারেন কেবলই আল্লাহ! আল্লাহ্ যা যান (তাই-ই হয়)। শক্তি সামর্থ কারোরই নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই দুআটি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া, চুরি হওয়া, শয়তানী বিপদে পড়া এবং শাসনকর্তার জুলুমের শিকার হওয়া ও সাপ-বিচ্ছুর কামড় থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।[৪১]

যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকার উপায়

(হাদীস) হযরত আবদুর রহমান বিন গনাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ وَيُثْنِى رِجْلَهُ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ

عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর পা তোলার আগে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু অলাহুল হামদু বি ইয়াদিহিল খাইরু ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর[৪৩] দশবার পড়বে, প্রত্যেকবার পড়ার দরুন তার দশটা নেকী হবে, দশটা গুনাহ মাফ হবে, দশটা মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং সে প্রত্যেক বিপদাপদ ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে।[৪৪]

কালিমায়ে তাম্জীদের আরও ফায়দা

(হাদীস) হযরত আম্মার বিন শুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - عَلٰى اَثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ مَسْلِحَةً يَحْفَظُوْنَهُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ حَتّٰى يُصْبِحَ -

যে ব্যক্তি মাগরিব-নামাযের পর লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু অলাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর পড়বে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য কিছু মুহাফিয্ পাঠিয়ে দেবেন, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে হিফাযত করবে।[৪৫]

জ্বিনদের থেকে হিফাযতের তাওরাতী অযীফা

বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হযরত কাবে (আহ্বার (রাঃ)) আমাদের বলেছেন যে, উনি অবিকৃত তাওরাতে একথা লেখা থাকতে দেখেছেন– যে ব্যক্তি এই 'কালিমা' পড়বে, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারবে না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَاَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ عَذَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

بِاسْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ خَيْرِ مَا تُسْئَلُ وَخَيْرِمَا تُعْطٰى
وَخَيْرِ مَا تُبْدِىْ وَخَيْرِ مَا تُخْفِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَكَلِمَاتِكَ
التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا تَجَلّٰى بِهِ النَّهَارُ وَاِنْ كَانَ اللَّيْلُ قَالَ مِنْ شَرِّ مَا
دَجٰى بِهِ اللَّيْلُ ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম ও পরিপূর্ণ বাণীগুচ্ছ সহকারে প্রতিটি সাধারণ ও অসাধারণ বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও আপনার পরিপূর্ণ বাণীগুচ্ছের সাথে আশ্রয় চাইছি আপনার শাস্তি ও আপনার বান্দাদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম সহকারে আপনার শরণ নিচ্ছি অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে। হে আল্লাহ! আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম সহকারে প্রার্থনা করছি এমন প্রতিটি মঙ্গল, যা দান করা হয়, প্রকাশ করা হয় ও গোপন রাখা হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম ও চূড়ান্ত কালাম-সহকারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সব জিনিসের অনিষ্ট থেকে, যেগুলির উপর সূর্যের আলো পড়ে। রাতের বেলা হলে বলতে হবে –এমন সব বস্তুর অনিষ্ট থেকে, রাত যেগুলিকে ছেয়ে ফেলেছে।[৪৬]

ইমাম ইব্‌রাহীম নাখঈ (রহঃ)-এর অযীফা

ইমাম ইবরাহীম নাখ্‌ঈ (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলায় দশবার আউযূ বিল্লাহি মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম বলবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযত করা হবে।[৪৭]

‘বিসমিল্লাহর মোহর

হযরত সফ্‌ওয়ান বিন সালীম (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনরা মানুষের জামা-কাপড় ব্যবহার করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনও কাপড় তুলবে বা রাখবে, তখন সে যেন বিস্‌মিল্লাহ বলে। কেননা (জ্বিনদের ব্যবহার করতে না দেওয়ার জন্য) বিশেষ মোহর হল ‘আল্লাহর নাম’।[৪৮]

ধূর্ত জ্বিনের তদ্‌বীর

(হাদীস) হযরত খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর নিবেদনঃ হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! এক ধূর্ত জ্বিন আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে।’ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘তুমি এই দু’আটি পড়বে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ
شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِى السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ
مِنْهَا وَمِنْ شَرِّكُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ـ

হযরত খালিদ বিন অলীদ বলেন– আমি ওই আমল করতে আল্লাহ তাআলা সেই জ্বিনকে আমার থেকে দূর করে দেন।[৪৯]

জ্বিনদের উদ্দেশে নবীজীর সতর্কবার্তা

হযরত আবূ দুজানাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনুযোগ পেশ করি– হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমি (রাতে) নিজের বিছানায় শুয়ে থাকার সময় যাঁতা ঘোরার শব্দ পাই এবং মৌমাছির ভনভনানিও শুনতে পাই। আর ভয়ভীতির মধ্যে মাথা তুললে একটা কালো ছায়া আমার নজরে পড়ে। ছায়াটা বড় হতে হতে আমার বাড়ির উঠানে ছড়িয়ে পড়ে। তার পর আমি তার দিকে ঝুঁকি এবং তার গায়ে হাত দিই। মনে হয় গা শজারুর মতো। সে আমার দিকে আগুনের গোলা ছোঁড়ে। আমার মনে হয়, ও আমাকেও জ্বালিয়ে দেবে এবং আমার ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দেবে।’

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– ‘তোমার বাড়িতে অবস্থানকারী (জ্বিন) দুষ্ট। হে আবু দুজানাহ! কাঅ্‌বা’র প্রভুর কসম! তোমার মতো ব্যক্তিকেও কি কষ্ট দেওয়া উচিত।’ অতঃপর বলেন, ‘আমার কাছে দোয়াত ও কলম নিয়ে এসো।’

তাঁর কাছে কলম-দোয়াত পেশ করা হল। তিনি সেগুলি হযরত আলী (রাঃ)-কে দিয়ে বলেন, ‘হে আবুল হাসান, লেখো।’ হযরত আলী বললেন, ‘কী লিখব?’ নবীজী বললেন, ‘লেখো–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الْبَابَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ
لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ مَنْعَةً فَاِنْ شَكَّ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا
مُقْتَحِمًا اَوْزَاعِمًا حَقًّا مُبْطِلًا ، هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا
وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا
يَكْتُبُوْنَ مَا تَكْتُمُوْنَ ، اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى

عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُغْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا تُنْصَرُوْنَ ، حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হযরত আবূ দুজানাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি ও (নবীজীর পক্ষ থেকে লিখিত সতর্কবার্তা)-টি জড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাই এবং মাথার নীচে রেখে নিজের বাড়িতে রাত কাটাই। রাতে এক চিৎকারকারীর চিৎকারে আমি জেগে উঠি। সে বলছিল-হে আবূ দুজানাহ! লাত ও উয্যাহ'র কসম! ওই 'কালিমা' আমাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনাকে আপনার নবীর দোহাই দিয়ে বলছি, এই লেখাটি এখান থেকে সরিয়ে দিন। আর আমরা আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনার পাড়া-প্রতিবেশীকেও না। এবং সেই স্থানেও (যাব না), যেখানে এই পবিত্র লিপি থাকবে।'

হযরত আবূ দুজানাহ বলেছেনঃ আমি জবাব দিলাম, 'আমাকে আমার রসূলের হকের কসম (যা আল্লাহ আমার উপর আবশ্যিক করেছেন)! আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত এই লিপিটি এখান থেকে তুলব না।'

হযরত আবূ দুজানাহ্ বলেছেনঃ জ্বিনদের কান্নাকাটি ও চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে রাতটা আমার কাছে খুব দীর্ঘ হয়ে গেল। ভোর হতে আমি রওয়ানা হলাম। ফজরের নামায নবীজীর পিছনে আদায় করলাম। তারপর জ্বিনদের থেকে যেসব শুনেছিলাম এবং আমি তাদের যাকিছু উত্তর দিয়েছিলাম সব নবীজীকে নিবেদন করলাম। তখন নবীজী বললেন-' হে আবূ দুজানাহ! তুমি ও পবিত্র লিপিটি জ্বিনদের থেকে তুলে নাও। যিনি আমাকে সত্য সহকারে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই সত্তা (আল্লাহ)-র কসম! ওই জ্বিনদের ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি হতে থাকবে।[৫০]

'লা-হাওলা অলা কুউওয়াতা'র কার্যকারিতা

(হাদীস) হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لِاُمَّتِكَ يَقُوْلُوْا : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا

للّٰهِ عَشْرًا عِنْدَ الصُّبْحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ يُدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ بَلْوَى الدُّنْيَا وَ عِنْدَ الْمَسَاءِ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَ الصُّبْحِ اَسْوَأُ غَضَبِيْ

অনন্ত মহান মর্যাদাবান আল্লাহ বলেছেন, (হে নবী!) আপনার উম্মতবর্গকে বলে দিন-তারা যেন সকালে, সন্ধ্যায় ও (রাতে) শোবার সময় দশবার করে লা-হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ে। তাহলে ঘুমানোর সময় তাদের থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ সরিয়ে দেওয়া হবে। সন্ধ্যায় শয়তানী চক্রান্ত থেকে মুক্ত রাখা হবে। এবং সকালে আমার কঠোর ক্রোধ নির্বাপিত হয়ে যাবে।[৫১]

শয়তানদের থেকে সুরক্ষিত তিনপ্রকার ব্যক্তি

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

ثَلَاثَةٌ مَعْصُوْمُوْنَ مِنْ شَرِّ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ : اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُسْتَغْفِرُوْنَ بِالْاَسْحَارِ وَالْبَاكُوْنَ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

তিন প্রকার মানুষ ইব্লীস ও তার দলবলের অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে-১। রাতে দিনে আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীগণ, ২। জাদুর গুনাহ্ থেকে তাওবাকারীগণ এবং ৩। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীগণ।[৫২]

সাদা মোরগের বরকত

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوا الدِّيْكَ الْاَبْيَضَ فَاِنَّ دَارًا فِيْهَا دِيْكٌ اَبْيَضُ لَا يَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ وَلَا سَاحِرٌ وَلَا الدُّوْرُ حَوْلَهَا

তোমরা সাদা মোরগ রাখবে। কেননা যে বাড়িতে সাদা মোরগ থাকে, তার কাছে না শয়তান ঘেঁষতে পারে আর না জাদুকর। এমনকী তার (সাদা মোরগ বাড়ির) আশেপাশের বাড়িতেও শয়তান (ও জাদুকার) যায় না।[৫৩]

(হাদীস) হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ يُؤَذِّنُ بِا لصَّلٰوةِ مَنِ اتَّخَذَ دِيْكًا اَبْيَضَ حُفِظَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ شَرِّ مَحَلِّ شَيْطَانٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ -

মোরগ নামাযের জন্য আযান দেয়। যে ব্যক্তি সাদা মোরগ রাখে, তাকে তিনটি জিনিস থেকে হিফাযত করা হয়– শয়তানের অনিষ্ট থেকে, জাদুকরের অনিষ্ট থেকে এবং জ্যোতিষীর অনিষ্ট থেকে।(৫৪)

(হাদীস) হযরত আবূ যায়েদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ الْاَبْيَضُ صَدِيْقِىْ وَصَدِيْقُ صَدِيْقِىْ يَحْرُسُ دَارَ صَاحِبِهٖ وَسَبْعَ دُوْرٍ حَوْلَهَا

সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুরও বন্ধু। এ আপন মনিবের বাড়ি হিফাযত করে এবং হিফাযত করে তার আশেপাশের সাতটি বাড়িও।(৫৫)

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلدِّيْكُ الْاَبْيَضُ الْاَفْرَقُ حَبِيْبِىْ وَحَبِيْبُ حَبِيْبِىْ جِبْرِيْلَ يَحْرُسُ بَيْتَهٗ وَسِتَّةَ عَشَرَ بَيْتًا مِنْ جِيْرَانِهٖ : اَرْبَعَةً عَنِ الْيَمِيْنِ وَاَرْبَعَةً عَنِ الشِّمَالِ وَاَرْبَعَةً مِنْ قُدَّامِهٖ وَاَرْبَعَةً مِنْ خَلْفِهٖ -

ঝুঁটিওয়ালা সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু জিব্রাঈলেরও বন্ধু। এ (ঝুঁটিওয়ালা সাদা মোরগ) নিজের বাড়ির হিফাযত করে এবং সেই সাথে হিফাযত করে আপন প্রতিবেশির ষোলোটি ঘরও–হিফাযত করে– চারটি ডানদিক থেকে, চারটি বামদিক থেকে, চারটি সামনে থেকে এবং চারটি পিছন থেকে।(৫৬)

(হাদীস) হযরত ইবনু উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ الْاَبْيَضَ فَاِنَّهٗ صَدِيْقِىْ وَاَنَا صَدِيْقُهٗ وَعَدُوُّهٗ عَدُوِّىْ وَاِنَّهٗ لَيَطْرُدُ مَدٰى صَوْتِهٖ مِنَ الْجِنِّ -

সাদা মোরগকে তোমরা ভর্ৎসনা করো না। ও আমার বন্ধু। আমিও ওর বন্ধু। ওর যে শত্রু সে আমারও শত্রু। ওর আওয়াজ যতদূর পৌঁছায়, ততদূর পর্যন্ত ও জ্বিনকে তাড়িয়ে দেয়।(৫৭)

জ্বিন ছাড়ানোর এক বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় ইমাম ইবনুল জ্বাওযী, (রহঃ) এক ত্বালিবে ইল্ম্ (মাদরাসা-ছাত্র) সফর করছিল। রাস্তায় একটি লোক তার সহযাত্রী হল। যেতে যেতে লোকটি তার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌছে ত্বালিবে ইল্মকে বলল, ' তোমার উপর আমার একটা হক আছে। আমি জ্বিন। তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

জ্বিন বলল, 'তুমি অমুকজনের বাড়িতে গেলে অনেক মুরগির মধ্যে একটা মোরগও দেখতে পাবে। তোমার কাজ হল, মোরগের মালিকের সাথে কথা বলে মোরগটা কিনে নেওয়া। তারপর সেটাকে যবাহ্ করে ফেলা।'

তালিবে ইল্ম্ তখন বলল, 'আচ্ছা ভাই, তোমাকেও আমার একটা উপকার করতে হবে।'

জ্বিন বলল, 'কী?'

তালিবে ইল্ম্ বলল, 'শয়তান যখন কোনও মানুষকে ধরে এবং ছাড়তে না-চায়, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি কোনও কাজে না আসে এবং মানুষকে পেরেশান করে দেয়, তখন তার চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে?'

জ্বিন বলল, 'ছোট লেজযুক্ত শিংওয়ালা হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে জ্বিনে ধরা মানুষের দুইহাতের দু'টি আঙুল শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। তারপর 'স্থল-সুদাব' { سُدَابٌ بَرِّىْ } এর তেল বের করে তার নাকের ডানছিদ্রে চারবার ও বামছিদ্রে তিনবার দিলে সেই জ্বিন মরে যাবে। এবং অন্য কোনও জ্বিনও তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

তালিবে ইল্ম্ নির্দিষ্ট এলাকায় পৌছে নির্দিষ্ট বাড়িতে গেল। তো জানতে পারল যে, সেই বাড়িতে একটি মোরগ আছে। বাড়িওয়ালা তার মোরগ বেচতে রাজি হল না। শেষকালে কয়েকগুণ বেশি দাম দিয়ে তালিবে ইল্ম্ মোরগটা কিনে নিল। এমন সময় সেই জ্বিন দূর থেকে তালিবে ইল্মকে নিজের আকৃতি দেখাল। এবং ইশারায় মোরগটাকে যবাহ করে দিতে বলল। (তালিবে ইল্ম্ সেটা যবাহ্ করে দিল।) অমনি সেই বাড়ি থেকে পুরুষ ও মহিলারা বের হয়ে এসে তালিবে ইল্মকে মারতে উদ্যত হল। এবং বলল, 'তুমি জাদুকর।'

তালিবে ইল্ম বলল, 'আমি জাদুকর নই।' তারা বলল, ' যেই তুমি মোরগটা যবাহ্ করেছ, অমনি আমাদের মেয়ের উপর জ্বিন এসে হামলা করেছে।'

তালিবে ইল্‌ম্ তখন তাদেরকে ছোট লেজযুক্ত শিংওয়ালা হরিণের একটা চামড়া ও স্থূল সুদাবের তেল এনে দিতে বলল। তারা সেগুলো নিয়ে এল জ্বিনটা চেঁচিয়ে উঠল। সে বলল, 'আমি কি তোমাকে এ কাজ খোদ আমার বিরুদ্ধে করার জন্য শিখিয়েছি!'

তালিবে ইল্‌ম্ তার নাকে সেই তেলের ফোটা দিতেই জ্বিনটা মরে গেল। মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠল। এবং তারপর থেকে কোনও জ্বিন শয়তান তার কাছে আসেনি।[৫৮]

ইব্‌লীসও হার মানে যে অযীফার বরকতে

বর্ণনায় হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ্ (রহঃ) হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খলীফা হওয়ার আগে একবার আমার পিতা হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলেন– 'গতরাতে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। আমি আমার বাড়ির ছাদে বিছানায় শুয়েছিলাম। এমন সময় রাস্তায় দুম্‌দাম আওয়াজ শুনতে পেয়ে নীচের দিকে ঝুঁকলাম। দেখতে পেলাম, ওখানে শয়তানরা নামছিল। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গায় জমা হল। তারপর ইবলীস এল। সে এসে চিৎকার করে বলল, কে আমার কাছে উরওয়াহ বিন যুবাইর ((রহঃ)) কে এনে হাজির করবে?' তাদের মধ্যে একদল বলল, 'আমরা ধরে নিয়ে আসব।' সুতরাং তারা চলে গেল। এবং (কিছুক্ষণের মধ্যে) তারা ফিরে এসে বলল, 'আমরা ওকে একটুও কাবু করতে পারিনি। ইব্‌লীস তখন আগের চাইতেও বেশি জোরে চিৎকার করে বলল, কে আমার কাছে উরওয়াহ বিন যুবাইরকে ধরে আনবে। একদল শয়তান বলল, আমরা নিয়ে আসব। তারপর তারা চলে গেল। এবং যথেষ্ট সময় কেটে যাবার পর ফিরে এসে বলল, 'আমরাও ওকে কব্জা করতে পারিনি। ইবলীস তৃতীয়বার চেঁচিয়ে উঠল (এবং এত জোরে চেঁচাল যে,) আমি ভাবলাম, জমিন হয়তো ফেঁটে গেছে। – 'কে আমার কাছে উরওয়াহ্ বিন যুবাইরকে ধরে আনবে?' আরও একদল শয়তান উঠে রওয়ানা দিল। দীর্ঘক্ষণ পর সেই দলটা ফিরে এল। বলল, 'আমাদের ছলাকলাও ওর কাছে খাটেনি। ওকে আমরাও কব্জা করতে পারিনি।' ইবলীস তখন নারাজ হয়ে চলে গেল। সেই জ্বিনরাও তার পিছনে পিছনে গেল।

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মুখে একথা শোনার পর হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবাইর বললেন– 'আমার পিতা হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেছেন– আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুনেছি– যে ব্যক্তি রাত ও দিনের সূচনায় (সকাল ও সন্ধ্যায়) এই দুআটি পড়বে, আল্লাহ্ তাকে ইবলীস ও তার বাহিনীর থেকে হিফাযতে রাখবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّانِ عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدِ السُّلْطَانِ مَا شَاءَ اللّٰهُ
مَاكَانَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

(দুআটির বাংলা উচ্চারণ) বিস্‌মিল্লাহি যিশ্ শান, আযীমিল বুরহান, হাদীদিস্ সুলতান, মা শা আল্লাহু মা কানা আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বান।[৫৯]

শয়তানকে জব্দ করার আমল

বর্ণনায় হযরত উরওয়াহ্ (রহঃ) বিন যুবাইর (রাঃ) একবার আমি একাকী নবীজীর মসজিদে রোদের মধ্যে বসেছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়াব্‌নায্ যুবাইর (হে যুবাইরের পুত্র, আপনাকে সালাম)!'

আমি ডাইনে-বাঁমে তাকালাম। কোনও কিছুই নজরে পড়ল না। আমি তার সালামের জবাব দিলাম বটে কিন্তু আমার লোম খাড়া হয়ে গেল।

সে বলল, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি অদৃশ্য অঞ্চলের বাসিন্দা। আপনার কাছে আমি এসেছি একটা বিষয় বলতে এবং একটা বিষয় জানতে। – আমি ইবলীসের সাথে তিনদিন যাবৎ ছিলাম। সে এক কালো চেহারা ও নীল চোখওয়ালা শয়তানকে (একদিন) সন্ধ্যাবেলায় বলছিল, 'তুমি ওই মানুষটার ব্যাপারে কী করলে?' শয়তানটা জবাব দিল, 'আমি ওকে কাবু করতে পারিনি। কেননা, ও সকাল-সন্ধ্যায় একটা 'কালাম' পড়ে।' তৃতীয় দিনে সেই শয়তানকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ইবলীস তোমাকে কার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিল?' সে বলে ও আমাকে উরওয়াহ্ বিন যুবাইরের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করছিল যে, আমি ওকে অপহরণ করার কাজে কতটা এগিয়েছি। কিন্তু উরওয়াহ্ বিন যুবাইর সকালে ও সন্ধ্যায় এমন এক কালাম পড়ে, যার কারণে আমি ওকে অপহরণ করতে সক্ষম হইনি।'

তাই আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি যে, আপনি সকালে ও সন্ধ্যায় কী পড়েন,বলুন।'

হযরত উরওয়াহ্ (রহঃ) বলেন, 'আমি পড়ি এই দুআটি-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاعْتَصَمْتُ بِهٖ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ
وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى الَّتِىْ لَا انْفِصَامَ لَهَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

(অনুবাদ) আমি ঈমান এনেছি অনন্ত মহান আল্লাহর প্রতি ও তাঁকে অবলম্বন করছি দৃঢ়ভাবে। এবং অস্বীকার করছি আল্লাহবিরোধী সকল কিছুকেই। আর ধারণ করছি মজবুত রশি, যা ছিন্ন হয় না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বাশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।(৬০)

প্রমাণসূত্রঃ

(১) আল- কোরআন, সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৬। সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত ২০০।

(২) বুখারী, কিতাবুল অকালাত, বাব ১০; কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, বাব ১০; কিতাবু বাদউল খল্ক, বাব ১২। ফতহুল বারী ৪ঃ ৪৮৭। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৬। মিশকাত, হাদীস ২১২৩। কান্‌যুল উম্মাল ২৫৬১। আত্‌হাফ্ আস্-সাদাহ্ আল্-মুত্তাক্বীন ৫ঃ ১৩৩।

(৩) আবূ ইয়া'লা। ইবনু হাব্বান। আবূ আশ্-শায়খ ফিল্-উযমাহ। হাকিম অ-সিহ্‌হাহ। আবূ নুআইম, দালায়িলুন নুবুওঅত। বায়হাক্বী, দালায়িলুন নুবুওঅত ৭ ঃ ১০৮,১০৯।

(৪) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, পৃষ্ঠা ৩৩। ত্ববারানী। হাকিম। আবূ নুআইম। মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২১। হাকিম অ সিহ্‌হাহ্ ১ঃ ৫৬৩। দালায়িলুন নুবুওঅত, বায়হাকী ৭ ঃ ১১০। আদ্-দুররুল মানসুর। ১ঃ ৩২৪।

(৫) প্রাগুক্ত।

(৬) তিরমিযী, সাওয়াবুল কোরআন, বাব ও ৩, ৩০৪০। মুসনাদে আহমদ ৫ ঃ ৪২৩। দালায়িলুন নুবুউঅত্ বায়হাকী ৭ঃ ১১১। মাকায়িদুশ্ শাইত্বাম (১২), পৃষ্ঠা ৩১। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৫। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১০ ঃ ৩৯৮। ত্ববারানী কাবীর ৪০১২, ৪০১৩, ৪০১৪; ১৯ঃ ২৬৩। মামমাউয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২৩। হাকিম ৩ ঃ ৪৫৯। তারগীব অ তারহীব ২ ঃ ৩৭৪।

(৭) ত্ববারানী আবূ নুআইম। ইবনে আবিদ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৩), পৃষ্ঠা ৩২। দুররুল মানসুর। ১ঃ ৩২৫। হাকিম ৩ ঃ ৪৫৮। মামমাইয্ যাওয়াইদ ৬ ঃ ৩২৩।

(৮) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৫), পৃষ্ঠা ৩৫। দুররুল মানসুর ১ ঃ ৩২৭। কিতাবুল উযমাহ্ আবূ আশ্-শাইখ।

(৯) ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (১৫), পৃষ্ঠা ৩৫। দুররুল মানসুর ১ঃ ৩২৭।

(১০) তিরমিযী, ফী সাওয়াবিল কোরআন, বাব ২। মুসলিম, হাদীস ২১২, মিনাল মুসাফিরীন। মুসনাদে আহমদ ২ঃ ২৮৪, ৩৩৭, ৩৭৮, ৩৮৮। আবূ দাউদ মানাসিক, বাব ৯৯। মিশ্কাত ২১১৯। শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪ ঃ ৪৫৬। কানযুল উম্মাল ৪১৫১১। তারগীর অ তারহীব ২ ঃ ৩৬৯। দুররুল মান্সুর ১ ঃ ১৯ ফাতহুল বারী ১ ঃ ৫৩০। যাদুল মাইয়াস্সার ১ ঃ ১৯।

(১১) ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (৬৩), পৃষ্ঠা ৮৫। কিতাবুল গরীব, আবূ উবায়দ। দালায়িলুন নুবুওঅত ৭ ঃ ১২৩। দালায়িলুন নুবুওঅত, আবূ নুআইম।

(১২) সুনানু তিরমিযী, সাওয়াবুল কোরআন, বাব ৪। সুনানু দাওরমী, ফাযায়িলুল কোরআন, বাব ১৪। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ২৭৪। জামিই সগীর, হাদীস নং ১৭৬৪। ফাইযুল কবীর ২ঃ ২৪৭। বুখারী ৯ ঃ ১৯৬। ত্বারারানী কাবীর ৭ ঃ ৩৪২। মাজমাউয যাওয়াইদ ৬ঃ ৩১২। দুররুল মানসুর ১ ঃ৩৭৮। কানুযুল উম্মাল ৫৮৩,২৫৪১। মিশকাত ২১৪৫, ৫৭০০। মুআলিমুত্ তান্যীল, বাগবী ১ঃ ৩১৬। তাফসীর কুরতুবী ৩ ঃ ৪৩৩। শারহুস সুন্নাহ্ ৪ ঃ ৪৬৬। ত্ববারানী সগীর ১ ঃ ৫৫। তারগীব অ তারহীব ২ঃ ৩৭২। তাফসীর ইবনু কাসীর ৪ঃ ২৩৪। আল আস্মা অস্-সিফাত ২৩২। কিতাবুল আলাল, ইবনু আবী হাতিম ১৬৭৮। কামিল ইবনু আলী ৭ঃ ২৪৯০।

(১৩) সুনানু তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৭৯। মিশকাত ২১৪৪। কানযুল উম্মাল ৩৫০২। দুররুল মান্সুর ১ঃ ৩২৬; ৫ ঃ ২৪৪। আল্-আয্‌কার, নওবী ৭৯।

(১৪) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, রিওয়াইয়াত নং ২১, পৃষ্ঠা ৪২। আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৯৮।

(১৫) সহীহ্ বুখারী, বাদউল খল্ক, বাব ১১; অদ্ দাঅয়াত, বাব ৬৫। সহীহ্ মুসলিম ফিয্-যিকর, হাদীস নং ২৭। সুনানু তিরমিযী, ফিদ্ দাআয়াত, বাব ৫৯, ৬২। সুনানু ইবনু মাজাহ ফিদ্ দু'আ, বাব ১৪। মুআত্তা মালিক, হাদীস ২০। মুসনাদে আহমাদ ২ ঃ ৩০২, ৩৭৫; ৪ঃ ২২৭। তারগীব অ তারহীব ১ঃ ৪৫১। ফাতহুল বারী ১১ঃ ২৯১। কানযুল উম্মাল ৩৭২১।

(১৬) সুনানু তাফসীর, কিতাবুল আদব, বাব ৭৮,২৮৬৩। মুসতাদ্‌রক ১ ঃ ১১৭, ১১৮,২৩৬, ৪২১। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ১৩০, ২০২। ইবনু হাব্বান ১২২২, ১৫৫০। ত্ববারানী কাবীর ৩ঃ ৩২৪। কানযুল উম্মাল ৪৩৫৭৭। ইবনু খুযাইমাহ্ ৯৩০। কিতাবুশ্ শারীআহ্, আজারী ৮। দুররুল মানসুর ১ঃ ১৮১। ইবনু কাসীর ১ঃ ৮৭। তাফসীর কুরতুবী ২ঃ ২০৯। জ্বামিউত্ তাহসীল লিল্ অলায়ী ১৬২, ৩৫২। শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০ঃ ৪৯। তারগীব অ তারহীব ১ ঃ৩৬৬। তবাকাত ইবনু সা'দ ৪ঃ ৩ ঃ ৭৬।

(১৭) আল্-হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (১৫৪), পৃষ্ঠা ১১২।

(১৮) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৯), পৃষ্ঠা ২৯।

(১৯) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, মাকায়িদুশ্ শাইত্বান (১৭), পৃষ্ঠা ৩৯।

(২০) সুনানু তিরমিযী, কিতাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ১৬। সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল ইস্তিআযাহ্, বাব ৩৭। সুনানু ইবনু মাজাহ্, কিত্তাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ২৩। মিশকাত, হাদীস ৪৫৬৩। কান্যুল উম্মাল ১৮০৩৮। ফাত্হুল্ বারী ১০ঃ ১৯৫। কিতাবুল আযকার, হাদীস ২৮৩।

(২১) আবূ দাউদ ৪৭৮৪। দুররুল মানসুর ২ঃ ৭৪। মুসনাদে আহমাদ ৪ ঃ ২২৬। ফাত্হুল বারী ১০ ঃ ৪৬৭। আত্ ত্বিব্বুন নববী, যাহাবী ২৪। তারগীব অ তারহীব ৩ঃ ৪৫১। তাখরীজে ইরাক্বী ৩ ঃ ১৬৩। তাফসীর ইবনু কাসীর। তাফসীর কুরত্বুবী। মিশকাত। জামউল জাওয়ামিই। আত্‌হাফুস্ সাদাহ। ত্ববারানী কাবীর। তাফসীর কুরতুবী। শারহুস সুন্নাহ।

(২২) মুস্তাদ্‌রাকে হাকিম ৪ঃ ৩১৪। ত্ববারানী, ইবনু মাসউদ (রাঃ)। দুররুল মানসুর ৫ ঃ৪১। কাশ্ফুল্ খিফা ২ ঃ ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৫।

(২৩) মাকায়িদুশ্ শাইত্বান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৬৭), পৃষ্ঠা ৮৯। আল্ মাজালিসাহ্ দীনুরী ((রহঃ)) ইহ্ইয়াউল উলুম ৩ঃ ৩৬। দুররুল মানসুর, ১ঃ ৩২৭।

(২৪) ফাযায়িলুল্ কোরআন, ইবনুল যুরাইস।

(২৫) মুস্তাদ্‌রাকে, হাকিম ১ঃ ৫৬০; ২ ঃ ২৫৯। ত্ববারানী, কাবীর ১০ঃ ১০৬, ৩২৩। দুররুল মানসুর ১ ঃ ৩২৬। কানযুল উম্মাল ২৫৫৭। তাফসীর ইবনু কাসীর ১ ঃ ৪৫৪। জামউল জাওয়ামিই ১ ঃ ৫৪৮। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(২৬) সুনানু দারিমী। ইবনুল মুনযির। তবারানী।

(২৭) সুনানু দারিমী, ফাযায়িলুল্ কোরআন। ইবনুয্ যুরাইস।

(২৮) দাইলামী। আত্‌হাফ আস্-সাদাহ্ আল্-মুত্তাক্বীন ৫ঃ ১৩২। দুররুল মানুসর ১ঃ ৫। কানুযুল উম্মাল ২৫০২। তাফ্‌সীর কুরতুবী ১ ঃ ১১১। কাশ্‌ফুল খিফা ২ ঃ ১০৭।

(২৯) দাইলামী, হাদীস নং ৫১৭৭; ৩ঃ ৩৮৫। আদ্ দুররুল মানসুর ১ ঃ ১৬৩। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৫৬। আল জামিউল কাবীর ১ ঃ ৬৭৮।

(৩০) কিতাবুদ্ দু'আ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী।

(৩১) তাফ্‌সীর ইবনু আবী হাতিম।

(৩২) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। তাফসীর, আবূ আশ-শায়খ।

(৩৩) কিতাবু উযমাহ্, আবূ আশ্-শায়খ।

(৩৪) ফাযায়িলুল্ কোরআন, ইবনু যুরাইস।

(৩৫) ইবনু মারদাওয়াহ্। আদ্-দুররুল মানসুর ৬ ঃ ৩০২।

(৩৬) ইবনু মারদাওয়াহ।

(৩৭) দুররুল মানসুর ৪ ঃ ৪১৪। কানযুল উম্মাল, হাদীস ২৫৪০। ইবনু আসাকির।

(৩৮) বুখারী ৬ ঃ ৭১; ৯ঃ ১২৫। ইবনু আসাকির ১ ঃ ৪০৪। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, আবূ নুআইম ১ ঃ ৬০।

(৩৯) এই দু'আটি প্রায় আগেরটির মতোই। তাই অনুবাদ করা হল না।–অনুবাদক।

(৪০) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ৭ঃ ৯৫। মুনসাদে আহমাদ ৩ ঃ ৪১৯। দালায়িল, আবূ নুআইম ১ ঃ ৬০। আল্- আস্‌মা অস্ সিফাত, বায়হাকী, হাদীস নং ২৫,১৮৪, ১৮৫। কান্‌যুল উম্মাল ৫০১৮, সূত্র ইবনু আবী শাইবাহ্, বাযযার, হাসান বিন সুফইয়ান, প্রভৃতি।

(৪১) ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি অল্-লাইলাহ্, হাদীস নং ৪৯। দারিমী ২ ঃ ৪৫৮। আল্ আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ১২০১।

(৪২) যুআফায়ে আকীলী ১ ঃ ২২৫। কিতাবুল আফরাদ। দারেকুতনী। তারীখ, ইবনু আসাকির। তাহ্‌যীবে তারীখে দামিশ্‌ক ৫ ঃ ১৫৫। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্ ৫ ঃ ৬৯, ১১২। কামিল, ইবনু আদী ২ ঃ ৭৪০। আল্ বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ১ ঃ ৩৩৩। কানযুল উম্মাল ৩৪০৫২। শারহুস্ সুন্নাহ্ ৮১, ৪৪৩। দুররুল মানসুর ৪ ঃ ২৪০। লিসানুল মীযান ২ ঃ ৯২০।

(৪৩) এটি হল কালিমায়ে তামজীদ। এর অনুবাদ কোনও ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনি একাকী। কোনও শরীক নেই তাঁর। সাম্রাজ্য তাঁরই জন্য। যাবতীয় গুণকীর্তনও তাঁরই প্রাপ্য। তাঁরই কুদরতী কব্‌জায় সকল মঙ্গল। তিনিই জীবিত করেন। তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তো সর্বশক্তিমান।

(৪৪) মুস্‌নাদে আহমদ। তারগীব অ তারহীব ১ঃ ৩০৭। মাজমাউয্ যাওয়াইদ ১০ ঃ ১০৭। কান্‌যুল উম্মাল ৩৫৩২। মিশ্‌কাত ৯৭৫,৯৭৬।

(৪৫) সুনানু তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাঅ্‌ওয়াত, বাব ৯৭।

(৪৬) ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুদ দুআ।

(৪৭) ইবনু আবিদ্ দুনইয়া।

(৪৮) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শায়খ।

(৪৯) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত ৭ঃ ৯৬। মুস্‌নাদে আহমাদ ৩ঃ ৪১৯। কিতাবুস্ সুন্নাহ্, ইবনু আব্বী আসিম ১ঃ ১৬৪। তাজুরীদুত্ তাম্‌হীদ, ইবনু আবদুল বার্র ১৭৭।

(৫০) বায়হাকী দালায়িলুন্ নুবুওয়ত ৭ঃ ১২০। তায্‌কিরাতুল মাউযু-আত, ইবনুল জাউযী ২১১। আল্ লালী আল্ মাসনুআহ্ ২ঃ ৩৪৭।

(৫১) মুসনাদ আল্ ফিরদাউস ৫ঃ ২৪৮। যাহ্‌রুল ফিরদাউস ৪ঃ ২৬৪। জাম্‌উল জাওয়ামিই ১ঃ ১০০৭। কানযুল উম্মাল ৩৬০৭। আত্‌হাফুস্ সুন্নিয়াহ্ ৬৬।

(৫২) দাইলামী। কানযুল উম্মাল ৪৩৩৪৩।

(৫৩) মুউজামে আওসাত্ব, তবারানী। আল্ সদীক ফী আখ্‌বারিদ্ দীক, সুয়ূতী। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ ৫ ঃ ১১৭। আল্ লালী আল মাসনূআহ্ ২ ঃ ১৪২।

(৫৪) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। জামিই সগীর ৪২৯৫। কান্‌যুল উম্মাল ৩৫২৮৮। তায্‌কিরাতুল মাউযুআত, তাহির পাটনাবী। আল্ আস্‌রার আল্ মারফুআহ্ ৪৩১।

(৫৫) মুস্‌নাদে হারিস বিন উসামাহ্। কাশ্‌ফুল খিফা ১৩২৩। জামিই সগীর ৪২৯৪। কান্‌যুল উম্মাল ৩৫২৭৭। লালী মাসনুআহ্ ২ ঃ ১২৩। আল আস্‌রারুল মারফুআহ্ ৪৩০। কিতাবুল মাউযূআত, ইবনুল জ্বাওযী ৩ ঃ ১। কিতাবুল উয্‌মাহ।

(৫৭) যুআফায়ে ইবনু হিব্বান। কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শায়খ। কিতাবুল মাউযূআত ৩ঃ ৩। আসরারুল্ মারফুআহ্ ২০০, ৪৩০। তাযকিরাতুল মাউযুআত, কইসারানী ৯৬৬।

(৫৮) কিতাবুল আরাইস্, ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ)।

(৫৯) কান্‌যুল উম্মাল। তারীখে হাকিম। মুস্‌নাদুল ফিরদাউস, দাউলামী। তারীখে ইবনু আসাকির।

(৬০) দীনূরী, মাজালিস। ইবনু আসাকির, তারীখ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
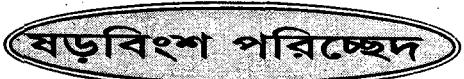
জ্বিনদের হত্যা করা

এক নববিবাহিত সাহাবী ও সাপরূপী জ্বিন হত্যার ঘটনা

হযরত হিশাম বিন যুহ্রার গোলাম হযরত আবুস্ সায়িবের বর্ণনাঃ একবার আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)-র বাড়িতে গিয়ে দেখি, উনি নামায পড়ছেন। তো আমি ওঁর নামায শেষ হবার অপেক্ষায় বসে রইলাম। এমন সময় ঘরের কোণে খেজুর কাঁদিতে নড়াচড়া দেখে আমি সেদিকে মনোযোগ দিলাম। দেখলাম, সেটা ছিল একটা সাপ। সেটাকে মেরে ফেলার জন্য আমি হামলা করতে উদ্যত হলাম। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) আমাকে বসে পড়ার ইঙ্গিত করলেন। তারপর তিনি নামায সমাধা করে বাড়ির একটি কামরার দিকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি কি ওই কামরাটি দেখতে পাচ্ছো?' বললাম, 'জী, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' উনি বললেন, 'ওই কামরায় আমাদের এক যুবক থাকত। তার সবে নতুন বিয়ে হয়েছিল। সেই সময় আমরা নবীজীর (সাথে) পরিখা যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলাম। সেই যুবকটি দুপুরবেলায় নবীজীর থেকে অনুমতি নিয়ে নতুন বউয়ের কাছে আসত। একদিন সে অনুমতি চাইলে নবীজী বললেন, 'সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাও। তোমার ব্যাপারে আমি বনূ কুরাইযাকে নিয়ে চিন্তিত।

সুতরাং যুবকটি নিজের হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। (বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল-) তার নতুন বউ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। (ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অশোভন মনে হল।) তাই সে নেযাহ্ (অর্থাৎ বর্শা জাতীয় অস্ত্র) নিয়ে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নতুন বউয়ের দিকে ঝাঁপিয়ে গেল। তার রাগও প্রচণ্ড ছিল। বউটি বলল, 'নেযাহ্ সামলে নাও এবং বাড়িতে গিয়ে দ্যাখো, কোন্ জিনিস আমাকে বাইরে বের করেছে।'

যুবকটি ঘরের ভিতরে গেল। দেখল, বিছানার উপর একটা বিরাট বড় সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। অমনি সে নেযাহ্ নিয়ে সাপটার উপর হামলা করল। এবং সাপের গায়ে নেযাহ্ বিঁধিয়ে দিল। তারপর সেটাকে তুলে ঘরের দেওয়ালে আছাড় মারল। সাপটাও তাকে পাল্টা আক্রমণ করল। অবশ্য, সেই যুবক ও সাপটার মধ্যে কে আগে মারা গেছে, তা আমরা জানতে পারিনি।

তারপর আমরা নবীজীর কাছে হাজির হয়ে এই দুর্ঘটনার কথা নিবেদন করে বললাম, 'আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যাতে তিনি ওই যুবককে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন।'

নবীজী বলেন, 'তোমরা ওই সাথীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো।' তারপর বলেন, 'মদীনায় যে সব জ্বিন ছিল, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কাউকে

যখন তোমরা দেখবে, তাকে তিনদিন সময় দেবে। তা সত্ত্বেও যদি সে তোমাদের সামনে আসে, তবে তাকে হত্যা করে ফেলবে (তারপর যে ফিরে আসে- সে শয়তান।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ নবীজীর থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে-

اِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِرُ، فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَاَخْرِجُوْا عَلَيْهَا
ثَلَاثًا فَاِنْ ذَهَبَ وَاِلَّا فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّهٗ كَافِرٌ

মানুষের বাড়িঘরে জ্বিনেরাও থাকে। ওদের মধ্যে কাউকে তোমরা যখন দেখবে, তো তিনবার তাকে বের করে দেবে। এতে যদি সে চলে যায়, তো ঠিক আছে, অন্যথায় তাকে মেরে ফেলবে। কারণ (যে জ্বিন অমন করে) সে কাফির হয়ে থাকে।[২]

জ্বিন হত্যা কখন জায়েয

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ অকারণে নরহত্যা যেমন জায়েয নয়, তেমনই অনর্থক জ্বিনহত্যাও জায়েয নয়। জুলুম-অত্যাচার সর্বাবস্থায় হারাম। তাই কোনও ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয় কারোর উপর জুলুম করা, চাই সে কাফিরই হোক না কেন। জ্বিনরা বিভিন্ন রূপ আকৃতি ধরতে পারে। কখনও কখনও বাড়ির সাপও জ্বিন হয়। ওগুলোকে তিনবার বের করে দেওয়া উচিত। তাতে চলে গেলে ঠিক আছে। নতুবা মেরে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে সেটা আসল সাপ হলে, মারা পড়বে। এবং জ্বিন হয়ে থাকলে, সাপের রূপ ধরে মানুষকে ভয়ভীত করার জন্য, অবাধ্য হয়ে প্রকাশ পাবার জিদ্ ধরার দরুন হত্যার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

জ্বিন হত্যার বদলায় ১২,০০০ দিরহাম সদকাহ

বর্ণনায় হযরত আবূ মালীকাহ্ (রহঃ) হযরত আয়িশাহ্ (রাঃ)-র কাছে একটা জ্বিন আসা-যাওয়া করত। হযরত আয়িশা (রাঃ) তাকে মেরে ফেলার হুকুম দেন। ফলে তাকে মেলে ফেলা হয়। তারপর হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বপ্নে সেই জ্বিনকে দেখেন। সে বলে, 'আপনি আল্লাহর এক মুসলমান বান্দাকে নিহত করালেন।' হযরত আয়িশা বলেন, 'তুমি যদি মুসলমান হতে, তাহলে উম্মত জননীদের কাছে যাতায়াত করতে না।' তাঁকে বলা হয়, 'ও তো আপনার কাছে সেই সময় যেত, যখন আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক থাকত এবং ও তো কোরআনপাক শোনার জন্যই যেত।' হযরত আয়িশা (রাঃ) ঘুম থেকে জেগে উঠে বারো হাজার দিরহাম সদকাহ্ করার হুকুম দেন। এবং সেগুলি ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।[৩]

জ্বিন হত্যার বদলায় ৪০ ক্রীতদাসকে মুক্তি

হযরত আয়িশা (রাঃ) ঃ তাঁর কামরায় একবার একটা সাপ দেখতে পেয়ে সেটাকে মেরে ফেলার হুকুম দেন। সুতরাং সাপটাকে মেরে ফেলা হয়। রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, তাঁকে এ মর্মে বলা হয়, যে সাপকে তিনি মেরেছেন, সে ছিল জ্বিন এবং সে ছিল সেই জ্বিনদের অন্তর্গত, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে কোরআনপাঠ (সূরা আল-জ্বিন) শুনেছিল। হযরত আয়িশা (রাঃ) (স্বপ্নের মাধ্যমে একথা জানার পর) কিছু লোককে ইয়ামানে পাঠান, যারা তাঁর জন্য চল্লিশজন গোলাম কিনে আনে। এবং তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন।[৪]

কোন প্রকার 'বাস্তুসাপ' মেরে ফেলা চলবে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাঁর এক ত্রিতল (বা ত্রিকোণ) বাড়ির কাছে ছিলেন। এমন সময় সেখানে তিনি এক জ্বিনের চমক দেখতে পান। তিনি বলেন, 'ওই জ্বিনের পিছনে দৌড়াও এবং ওকে শেষ করে দাও।' তো হযরত আবূ লুবাবাহ্ আনসারী (রাঃ) বলেন, 'আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বাড়িতে থাকা জ্বিনদের মারতে নিষেধ করেছেন তবে বিষধর সাপ ও দুষ্ট প্রকৃতির সাপকে মারা চলবে, কেননা ওরা দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।[৫]

বাড়িতে থাকা-জ্বিনকে কখন খতম করতে হবে

(হাদীস) হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِىْ بَيْتِهِ فَلْيَخْرُجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

বাড়িঘরে থাকা সাপ বিচ্ছুগুলো জ্বিনদের অন্তর্গত। কেউ তার বাড়িতে ওগুলোকে দেখলে তিনবার বের করে দেবে। তারপরেও যদি সে ফিরে আসে, তবে তাকে মেরে ফেলবে। কেননা সে শয়তান[৬]

(হাদীস) হযরত ইবনু আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'বাস্তুসাপ' মেরে ফেলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বলেনঃ

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِىْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا : أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ
الَّذِىْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوْحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَلَّا
تُؤْذُوْنَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ ـ

ওসবের মধ্যে কোনও কিছুকে তোমরা তোমাদের ঘরবাড়িতে দেখলে বলবেঃ 'আমরা তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা তোমরা হযরত নূহের (আঃ) সাথে করেছিলে; এবং সেই চুক্তিও স্মরণ করাচ্ছি, যা তোমরা হযরত সুলাইমানের (আঃ) সঙ্গে করেছিলে। সুতরাং তোমরা আমাদের কষ্ট দিও না।'– তা সত্ত্বেও যদি ওরা ঘরে ঢোকে, তবে ওদের মেরে ফেলবে।[৭]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সহীহ্ মুসলিম, তাফ্সীর ২৮ঃ ২৯; ইসলাম, হাদীস নং ১৩৯, ১৪১। সুনানু আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৬২। মুআত্তা, মালিক, কিতাবুল, ইস্তিযান, হাদীস ৩৩। তারগীব অ তারহীব ২ঃ ৬২৫। কুরতুবী ১ঃ ২১৬। শারহুস্ সুন্নাহ্ ১২ঃ ১৯৪।

(২) মাজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ ৪ ঃ ৪৮। তারগীব অ তারহীব ৩ঃ ৬২৬। মিশ্‌কাত ৪১১৮। কিতাবুল ইলাল, ইবনু আবী হাতিম ২৪৬৬।

(৩) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবু আশ্-শায়খ।

(৪) ইবনু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(৫) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস ১৩৫,১৩৬। সুনানু ইবনু মাজাহ্, কিতাবুত্ ত্বিব্ব ৪৫। সহীহ্ বুখারী, বাদউল খল্‌ক, বাব ১৫। সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২। সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল হাজ্জ, বাব ৮৪। মুআত্তা মালিক। মুস্‌নাদে আহমাদ ২ঃ ১৪৬।

(৬) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২, হাদীস নং ৫২৫৬। জামউল্ জাওয়ামিই ৫৯৯৯। কান্‌যুল উম্মাল। আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিইয়াহ, ইবনু হাজার মাক্কী ২১।

(৭) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২, হাদীস ৫২৬০। ত্বাবারানী কাবীর ৭ঃ ৯২।

(৮) সুনানু আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬২।

আকাশ থেকে তথ্য চুরি

শয়তান তথ্য চুরি করত কেমনভাবে

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি একরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় একটি উল্কা পড়ে, যা উজ্জ্বলও হয়। জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা ইসলাম (গ্রহণ)-এর আগে

এ বিষয়ে কী বলতে? সাহাবীরা বলেন, 'আমরা বলতাম, আজ রাতে কোনও মানব (শিশু) ভূমিষ্ঠ হয়েছে অথবা কোনও মহান মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। নবীজী বলেন, 'এ (উল্কাপাত) কারোর জন্ম বা মৃত্যুর কারণে করা হয় না। বরং আমাদের পালনকর্তা (আল্লাহ) যখন কোনও বিশেষ ব্যাপারে ফয়সালা করেন, তো আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তারা তখন আল্লাহর গুণকীর্তন (তাসবীহ) দুনিয়ার আসমান অবধি পৌঁছে যায়। যেগুলো জ্বিনেরা চুরি করে (শুনে নেয়) এবং নিজেদের লোক লশকরদের কাছে পৌঁছে দেয়। তারপর তারা তাদের সুবিধামতো যেমন খুশি তেমনভাবে তা বলে বেড়ায়। কথাগুলো সত্য হলেও বলার সময় তারা তাতে অনেক কিছু মিশিয়ে দেয়।' (ফলে কথাগুলো মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মিথ্যার প্রচার-প্রসার যাতে না ঘটে সেজন্য উল্কা বর্ষণ করে দুষ্ট জ্বিনদের তাড়ানো হয়)'[১]

এক কথায় একশ' মিথ্যা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) আমি একবার নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল! এই জ্যোতিষীরা যা বলে, তা আমরা সত্য হিসেবেও পাই (এটা কীভাবে হয়)!' তিনি বলেন–

تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِىْ أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيْدُ فِيْهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ

একথা সত্য (হবার কারণ), জ্বিন তা চুরি করে তার বন্ধুর কানে তোলে, সে তাতে একশ' মিথ্যা মিশিয়ে দেয়।[২]

ইব্‌লীস ঊর্ধজগতে বাধা পেল কবে থেকে

হযরত মাআয বিন খরবুয বলেছেনঃ ইব্‌লীস (প্রথমে) সাত আসমানেই যাতায়াত করত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর তাকে (উপরের) তিন আসমানে যেতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে সে কেবল চার আসমান পর্যন্ত যেতে পারত। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হতে ইব্‌লীসের জন্য সাত আসমানের দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৩]

বিশ্বনবীর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ উল্কাবর্ষণ

বর্ণনায় হযরত ইমাম শা'অ্‌বী (রহঃ) যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শুভ আগমণ ঘটে, তখন শয়তানদের উপর তারাখসা (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়। তার আগে উল্কাবর্ষণ করা হত না। ফলে লোকেরা আবদ্ ইয়ালীল (নামক এক জ্যোতিষী)-এর কাছে এসে বলে–'অমন তারা (খসে পড়তে) দেখে মানুষ (কাজ-কাম থেকে) হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছে। নিজেদের গোলামদের আজাদ করে

দিয়েছে। এবং পশুগুলোকে বেঁধে ফেলেছে।' তো আবদ্ ইয়ালীল পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। বরং লক্ষ্য রাখো, যদি কোনও বিখ্যাত তারা (পতিত) হয়, তবে (জানবে) মানুষের ধ্বংসের সময় এসে গেছে। আর যদি কোনও অখ্যাত তারা (পতিত হয়) তবে জানবে,) কোনও নতুন জিনিস প্রকাশিত হয়েছে।' তারপর তিনি মামুলি তারাখসা পড়তে দেখে বললেন, কোনও অভূতপূর্ব জিনিস সংঘটিত হয়েছে।' এর অল্পকালের মধ্যেই তারা শুনল বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর (আগমন)-সংবাদ।[৪]

বিশ্বনবীর পূর্বেও উল্কাপতন ঘটত

হযরত মুআম্মার বিন আবী শিহাব (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, বিশ্বনবী (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বেও কি উল্কাপাত হত? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, হত, তবে (মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে) ইসলাম প্রচারিত হলে বেশি বেশি উল্কাপাত হতে লাগে।'[৫]

'লা হাওলা' বিষয়ক বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজায়ী (রহঃ) 'তাস্‌তার' বিজয়ের পর তার কোনও এক রাস্তা দিয়ে আমি সফর করছিলাম। যেতে যেতে একবার আমি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলি।

ওখানকার এক বীরপুরুষ তা শুনে বলেন, 'আমি একথা একবার মাত্র আকাশ থেকে শুনেছিলাম। তারপর আর কারোর মুখে শুনিনি।'

আমি বললাম, ' সেটা কীরকম?'

তিনি বললেন, 'আমি ছিলাম একজন রাজদূত। দূত হিসাবে কিস্‌রা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছেও যেতাম। যেতাম কাইসার (রোমসম্রাট)-এর কাছেও একবার আমি রাজপ্রতিনিধিদল নিয়ে পারস্য সম্রাটের কাছে গিয়েছি। সেই সময় শয়তান আমার রূপ ধরে আমার স্ত্রীর কাছে থাকতে লাগে। আমি ফিরে এলে আমার স্ত্রী কোনও আনন্দ প্রকাশ করল না, সেমনটা সে আগে করত। তো আমি বললাম, ' তোমার কী হল?' সে (অবাক হয়ে) বলে, 'তুমি আমার থেকে কবে চলে গিয়েছিলে?'

তারপর সেই শয়তান আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে বলে, 'তুমি এটা স্বীকার করে নাও যে, তোমার স্ত্রী একদিন তোমার জন্য হবে এবং একদিন আমার জন্য হবে।'

পরে একদিন সেই শয়তান আমার কাছে এসে বলে, 'আমি হলাম সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যারা (আসমান বা ঊর্ধ্বজগত থেকে) তথ্য চুরি করে। এবং আমাদের চুরি করার পালাও নির্ধারিত আছে। আজ রাতে আমার পালা। তা, তুমিও আমার সাথে যাবে কি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যাব।'

সন্ধ্যা হতে সে আমার কাছে এল। আমাকে তার পিঠের ওপর বসাল। সেই সময় তার আকৃতি ছিল শুয়োরের মতো। সে আমাকে বলল, 'সাবধান! এবার তুমি বিস্ময়কর আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার-স্যাপার দেখবে। তাই আমাকে জোরালোভাবে ধরে থাকবে। তা নাহলে খতম হয়ে যাবে।

তারপর সেই জ্বিনেরা উপরদিকে উঠল। উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত আকাশের প্রায় গায়ে গিয়ে ঠেকল। এমন সময় আমি শুনলাম একজন বলছিল-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ

আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কোনও শক্তি-ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না।

এরপর সেই জ্বিনদের উপর আগুনের গোলা ছোঁড়া হয়। ফলে তারা লোকালয়ের পিছনে পায়খানায় ও গাছপালায় গিয়ে পড়ে। আমি ওই কথাটা মুখস্থ করে নেই। সকাল হতে নিজের স্ত্রীর কাছে আসি। তারপর থেকে সেই শয়তান যখনই আসত, আমি এই কথাটা বলতাম। যা শুনে সে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যেত। এমনকী (ভয়ের চোটে) সে কামরার ঘুলঘুলি দিয়েও বেরিয়ে যেত। আর আমিও ওই দু'আটা পড়তে থাকি। অবশেষে সে আমাকে (চিরতরে) ছেড়ে যায়।(৬)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তান (আগে) আসমানের দিকে উঠত। এবং অহীর কথাগুলো শুনত। তারপর সেগুলো শুনে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসত। এবং তাতে ৯ ভাগ মিথ্যা কথা পেত। জ্বিনদের এই কার্যকলাপ বরাবর চালু থাকল। অবশেষে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমণ ঘটতে জ্বিনদেরকে ওই ঔদ্ধত্য থেকে আটকানো হয়। ফলে জ্বিনরা সে কথা ইবলীসকে বলে। শুনে ইবলীস বলে, পৃথিবীতে নিশ্চয় কোনও নতুন বিষয় ঘটেছে।' তারপর ইবলীস জ্বিনদেরকে (সংবাদ সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে) ছড়িয়ে দেয়। তো একদল জ্বিন মহানবী (সাঃ)-কে নাখলের দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে কোরআন পাঠরত অবস্থায় পেয়ে বলে, 'আল্লাহর কসম! এই সেই নতুন বিষয় এবং এই কারণেই ওদের উদ্দেশে উল্কা ছোঁড়া হচ্ছে।'(৭)

আকাশ থেকে জ্বিনরা বহিষ্কৃত হয়েছে কবে থেকে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গোত্রের জন্য আসমানে একটি করে বৈঠকখানা থাকত। ওখান থেকে অহী শুনে ওরা জ্যোতিষী জাদুকরদের বলে দিত। মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর ওদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।(৮)

আকাশ থেকে জ্বিনদের বৈঠকখানা উঠল কবে থেকে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসা (আঃ) ও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়পর্বে পৃথিবীর উপরের আসমানে জ্বিনদের ওঠাকে বাধা দেওয়া হত না। (উর্ধ্বজগতের কথাবার্তা) শোনার জন্য আসমানে ওই জ্বিনদের বৈঠকখানা ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওঅত দেওয়া হলে আসমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় এবং শয়তানদের উদ্দেশে উল্কা ছোঁড়া হতে থাকে।(৯)

বিশ্বনবীর পূর্বে জ্বিনরা বসত আসমানে

হযরত উবাই ইবনু কাঅব (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেবার পর থেকে শয়তানদের উপর কোনও উল্কা নিক্ষেপ করা হয়নি। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওঅত দেওয়া হয়, তখন থেকে শয়তানদের উপর উল্কা ছোঁড়া হতে থাকে।(১০)

রমযান মাসে শয়তানের বন্দীদশা

(হাদীস) হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

যখন রমযানের পয়লা রাত শুরু হয়, শয়তান ও অবাধ্য জ্বিনদের বেঁধে দেওয়া হয়।(১১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর সাহেবযাদা (পুত্র) হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি আমার পিতাকে এই (উপরে বর্ণিত) হাদীস সম্পর্কে এ মর্মে প্রশ্ন নিবেদন করি যে, বরকতময় রমযান মাসেও তো মানুষের অসওয়াসাহ হয় এবং মানুষকে জ্বিনে ধরে!

উত্তরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেনঃ হাদীস শরীফে ওরকমই বর্ণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবী (রহঃ) আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলেছেনঃ শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে ফেলা হয় এই জন্য, যাতে ওরা রোযাদারকে অস্অসায় ফেলতে না পারে। এর লক্ষণ হল এই যে, অধিকাংশ মানুষ, যারা (অন্য সময়) পাপে ডুবে থাকে, রমযান মাসে তারা পাপকাজ ছেড়ে মনোযোগী হয় আল্লাহর দিকে।

কিছু মানুষের চালচলনে বা কার্যকলাপে এমন জিনিস দেখা যায়, যা জ্বিন-ঘটিত বলে মনে হয়, তা আসলে অবাধ্য জ্বিনদের প্রভাবজনিত মনোবিকলনের ফসল। অর্থাৎ অবাধ্য জ্বিনরা দুষ্টমতি মানুষদের মন-মগজে এমনভাবে জেঁকে বসে যার

প্রভাব তাদের অনুপস্থিতিতেও চালু থাকে।

কোনও কোনও আলিম এই উত্তর দিয়েছেন যে, অবাধ্য জ্বিনদের সর্দারদের এবং শয়তানী কার্যকলাপের প্রচার-প্রসারকারী জ্বিন ও শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয় (ছোট জ্বিন-শয়তানদের নয়)[১২]

আরও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্ত-সহকারে রোযা পালন করে তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয়। মতান্তরে, সমস্ত রোযাদারকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয়। তা সত্ত্বেও যে সব পাপাচার হয়, সেগুলো নফস্ বা কুপ্রবৃত্তির কারণে হয়। অথবা, অবাধ্য জ্বিনরা বন্দী থাকলেও অবাধ্যতা করে না-এমন জ্বিনদের দ্বারা সংঘটিত হয় ওই সব পাপাচার।[১৩]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সহীহ্ মুস্‌লিম, কিতাবুস্ সালাম, বাব ৩৫, হাদীস নং ১২৪।

(২) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ ত্বিব্ব, বাব ৪৬৫; কিতাবুত্ তাওহীদ, বাব ৫৭। সহীহ্ মুস্‌লিম, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস ১২২, ১২৪। মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ ১ ঃ ২১৮; ৬ ঃ ৮৭। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২৩৫। সুনানুল্ কুব্‌রা, বায়হাকী ৮ ঃ ১৩৮। দুররুল মান্‌সূর ৫ ঃ৯৯। শারহুস্ সুন্নাহ্, ১২ ঃ১৮০। ফাত্‌হুল বারী ১০ ঃ ২১৬, ৫৯৫। মিশকাত ৪৫৯৩। তাফ্‌সীর ইবনু কাসীর ৬ ঃ ১৩৮। তাফ্‌সীর কুরতুবী ৭ ঃ ৪।

(৩) যুবায়ের বিন বাক্কার। তারীখ, ইবনু আসাকির।

(৪) ইবনু আব্‌দুল বার্‌র। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২১৪১। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ৩ ঃ ১৯।

(৫) তাফ্‌সীর আব্‌দুর রায্‌যাক।

(৬) ইবনু আবিদ্ দুন্‌ইয়া, কিতাবুল হাওয়াতিফ (৯১), পৃষ্ঠা ৭৪। আকামুল মার্‌জান, পৃষ্ঠা ৭৫। কিতাবুল আজাইব, আবূ আব্‌দুর্ রহ্‌মান হারাবী (রহঃ)।

(৭) দালায়িলুন্ নবুওঅত, বায়হাকী ২ ঃ ২৩৯, ২৪০। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্ ৩ ঃ ১৮, ১৯, ২০। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ।

(৮) আবূ নুআইম। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী ২ ঃ ২৪০।

(৯) বায়হাকী ২ ঃ ২৪১। সীরাতে ইব্‌নে হিশাম ২ ঃ ৩১।

(১০) দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, আবূ নুআইম।

(১১) তিরমিযী, হাদীস ৬৮২। মুস্‌তাদ্‌রাক ১ ঃ ৪২১। শারহুস্ সুন্নাহ ৬ ঃ ২১৫। মুআলিমুত্ তান্‌যীল, ১ ঃ ১৫৭। আশ্-আরীআতু আজারী, হাদীস ৩৯৩। দুররুল মান্‌সূর ১ ঃ ১৮৩। ফাত্‌হুল্ বারী ৩ ঃ ১১৪। কান্‌যুল উম্মাল হাদীস ২৩৬৬৪। বাইহাকী ৪ ঃ ২০৩। আমালী আশজারী ১ ঃ ২৮৮; ২ ঃ ৩, ৪১। হুল্‌ইয়াতুল আউলিয়া ঃ ৩০৬। কান্‌যুল উমামাল ২৩৭০৩। ইবনু মাজাহ্।

(১২) ফাইযুল ক্বাদীর, শারহু জামিই সগীর, আল্লামা আব্‌দুর রঊফ মুনাবী ১ ঃ ৩৪০।

(১৩) ফাইযুল ক্বাদীর, মুনাবী ৪ ঃ ৩৯।

মধ্য পর্ব

জ্বিনদের বিষয়ে আরও কিছু আজব ঘটনা

নবুওয়ত, ইসলাম ও জ্বিন সম্প্রদায়

মদীনায় শেষ নবীর প্রথম খবর দিয়েছিল জ্বিনেরা

বর্ণনা করেছেন হযরত জাবির বিন আব্‌দুল্লাহ (রাঃ) ঃ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিষয়ে মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম যে খবর পৌঁছেছিল, তা ছিল এইরকম– মদীনায় এক মহিলা থাকত, যার এক জ্বিন-প্রেমিক ছিল। সেই জ্বিন একবার পাখির রূপ ধরে মেয়েটির কাছে এসে তার বাড়ির দেওয়ালের উপর বসে। মেয়েটি বলে, 'নেমে এসো। আমি তোমাকে কিছু শোনাব এবং তুমি আমাকে কিছু শোনাবে।' জ্বিনটি বলে, এখন আর অমনটি হবে না। কেননা মক্কায় এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। যিনি আমাদের পরকীয়া প্রেমকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আমাদের জন্য ব্যভিচারও হারাম করে দিয়েছেন।'[১]

বর্ণনা করেছেন হযরত বারঅ্ (রাঃ) ঃ হযরত সাওয়াদ বিন ক্বারিব (রাঃ)-কে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমাদের কিছু শোনান।' তিনি বলেন– 'আমার এক মোড়ল জ্বিন ছিল, যার সকল কথা আমি মানতাম। একরাতে আমি শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক (জ্বিন) এসে বলে, 'ওঠো, যদি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক থেকে থাকে, তবে বিচার-বিবেচনা করো। লুওয়াই বিন গালিবের বংশধারায় এক রসূলের আর্বিভাব ঘটেছে।' তারপর সে এই কবিতাটি আবৃত্তি কারে

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَاَنْجَاسِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِاَحْلَاسِهَا

تَهْوِىْ اِلَى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى - مَا مُؤْمِنُوْهَا مِثْلَ اَرْجَاسِهَا

فَانْهَضْ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ اِلَى رَاْسِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবাক আমি জ্বিনজাতি ও তাদের মলিনতা দেখি,
এবং অবাক দামী উটকে তুচ্ছ চটে বাঁধার লাগি।
সঠিক পথের দিশা পেতে এবার চলো মক্কা-প্রতি,
ঈমান সেথা আনছে যারা সামর্থহীন তারা অতি,
বনূ হার্শিমের পুঁজি (নবীজী)-র কাছে তুমি দাও হাজিরা,
মস্তক তাঁর নাও গো চুমি তোমার দুটি নয়ন দ্বারা।

তারপর সে (জ্বিনটি) আমাকে জাগিয়ে পেরেশান করে তোলে এবং বলে 'হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ্ তাআলা একজন নবীর আর্বিভাব ঘটিয়েছেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে সুপথের সন্ধান লাভ করো।'

দ্বিতীয় রাতে সে ফের আমার কাছে আসে। এবং জাগিয়ে এই কবিতটি আবৃত্তি করে–

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَابِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِاَقْتَابِهَا

تَهْوِىْ اِلٰى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى - لِيَرْقُدَا بَاهَا كَاذْ نَابِهَا

فَانْهَضِىْ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ اِلٰى نَابِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবাক আমি হচ্ছি দেখে জ্বিন ও তাদের হয়রানী,
উচ্চ জাতের উটের নাকে তুচ্ছ চটের বন্ধনী!
সত্য-সঠিক পন্থা পেতে চলো এবার মক্কা-পথে,
শরীফ-সুজন হয় কি কভু তুলনীয় পাপীর সাথে।
হাশিম-কুলের নেতার কাছে হাজির এবার হও গো তুমি,
এবং তোমার দু'চোখ দিয়ে মস্তক তাঁর নাও গো চুমি।

তারপর তৃতীয় রাতেও সে (জ্বিন) আমার কাছে আসে। এবং আমাকে জাগিয়ে তুলে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে –

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَنْفَارِهَا - وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِاَكْوَارِهَا

تَهْوِىْ اِلٰى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى - لَيْسَ ذَوُ وَالشَّرِكَا خَيَارِهَا

فَانْهَضِىْ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ - مَامُؤْمِنُوا الْجِنُّ كَكُفَّارِهَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

দারুণ অবাক হচ্ছি আমি জ্বিন ও তাদের পলায়নে,
এবং মেটে উটকে দেখে পাগড়ী-প্যাঁচের বন্ধনে।
মক্কা-পানে চলো তুমি সত্য পথের সন্ধানে,
সমান কভু হয় না আদৌ পাপী এবং পুণ্যবানে,
হাশিম-কুলের মহান নবীর দরবারে তাই করো গমন,
ঈমান আনা-জ্বিনরা তো নয় আবিশ্বাসী কাফির যেমন।

(হযরত সাওয়াদ বিন ক্বারিব (রাঃ)-এর মুখে একথা শুনে) হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন কি তোমরা সেই মুরুব্বী জ্বিন তোমার কাছে আসে?'

উত্তরে সাওয়াদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোরআন পাক পড়া শুরু করতে ও আমার কাছে আসা ছেড়ে দেয়। এবং কোরআন (আমার জন্য) ওই জ্বিনের সর্বোত্তম বিকল্প (বিনিময়) হয়ে দাঁড়ায়।'(২)

আব্বাস বিন মির্দাসের ইসলাম কবুলের ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মির্দাস (রাঃ) একবার আমি দুপুর বেলায় খেজুরগাছের ঝোপের কাছে ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে একটি সাদা উটপাখি আসে। পাখিটার উপরে ছিল সাদা পোশাকধারী এক সাদা আকৃতির সওয়ারী। সে আমাকে বলে, 'ওহে আব্বাস বিন মির্দাস! তুমি কি দেখছ না আসমানে পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে! জ্বিনরা ঘাবড়ে গেছে! এবং ঘোড়াগুলো নিজেদের সওয়ারকে নামিয়ে দিয়েছে! যে মহিমাময় সত্তা সোমবার দিনগত মঙ্গলের রাতে আর্বিভূত হয়েছেন, তাঁর উটের নাম ক্বস্ওয়া।'

ওই দৃশ্য দেখে আর অমন কথা শুনে আমি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আমি 'যিমার' নামের এক প্রতিমার কাছে এলাম। ওকে আমরা পুজো করতাম। ওই প্রতিমার ভিতর থেকে কথার আওয়াজ আমরা শুনতাম। ওর কাছে এসে আমি ওর চারদিকে ঝাড় দিলাম। তারপর ওই যিমার-মূর্তিকে ছুঁয়ে তাকে চুমু দিলাম। তখন তার ভিতর থেকে জোরালো গলায় কারোর কথার আওয়াজ এল। সে বলছিল ঃ

قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا - هَلَكَ الضِّمَارُ وَفَازَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ

هَلَكَ الضِّمَارُ وَكَانَ يَعْبُدُ مَرَّةً - قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اِنَّ الَّذِىْ وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدٰى - بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

সুলাইম গোত্রের সবাইকে দাও গো বলে এই কথাটা,
'যিমার' (ঠাকুর) ধ্বংস হল সফল হল মুসলিমরা।
ধ্বংস হল 'যিমার' (ঠাকুর) পূজা করা হত যাকে,
নবী মুহাম্মদের প্রতি কোর্‌আন নাযিল হবার আগে।
লাভ করলেন মীরাস যিনি নুবুওয়ত্‌ ও হিদায়তের,
মরিয়ম-তনয় (ঈসা)-র পরে, মধ্যে তিনি কুরাইশের।(৩)

নবীজীর ভূমিষ্ঠলগ্নে আবূ কুবাইস পর্বতে জ্বিনদের ঘোষণা

বর্ণনায় হযরত আব্‌দুর বিন আওফ (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় 'আবূ কুবাইস' ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠে জ্বিনেরা (আরবী কবিতার মাধ্যমে) একথা ঘোষণা করেছিল–

فَاقْسِمُ لَا أُنْثٰى مِنَ النَّاسِ اِنْجَبَتْ ـ وَلَا وَلَدَتْ أُنْثٰى مِنَ النَّاسِ وَاحِدَةٌ
كَمَا وَلَدَتْ زَهْرِيَّةٌ ذَاتُ مُفْخِرٍ ـ مَجْنَبَةُ لَوْمِ الْقَبَائِلِ مَاجِدَةٌ
فَقَدْ وَلَدَتْ خَيْرَ الْقَبَائِلِ اَحْمَدَ ـ فَاَكْرَمَ بِمَوْلُوْدٍ وَاَكْرَمَ بِوَالِدَةٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

কসম খোদার! মানবকুলে এমন নারী নেই দ্বিতীয়,
এবং এমন রত্ন প্রসব করেনি আর অন্য কেহ।
ধন্য শিশুর জন্ম দিলেন পুণ্যময়ী মা আমিনা,
সকলজনের নিন্দা থেকে ঊর্ধ্বে তিনি তুলনাহীনা।
বিশ্বসেরা আহ্‌মদের তরে ভাগ্যবতী হলেন তিনি,
যেমন মহান নবজাতক তেমনি মানী তাঁর জননী।

সেই সময় আবূ কুবাইশ পাহাড়ে (আগে থেকে) যেসব জ্বিন ছিল, তারা আবৃত্তি করেছিল এই কবিতা–

يَاسَاكِنِى الْبُطْحَاءِ لَا تَغْلُطُوْا ـ وَمِيْزُوا الْاَمْرَ بِعَقْلٍ مُضِىْءٍ
اِنَّ بَنِى زُهْرَةٍ مِنْ سِرِّكُمْ ـ فِىْ غَابِرِ الدَّهْرِ وَعِنْدَ الْبَدِىْ
وَاحِدَةٌ مَعَكُمْ فَهَا تُوْا لَنَا ـ فِيْمَنْ مَضٰى فِى النَّاسِ اَوْمَنْ بَقِىَ.
وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِكُمْ مِثْلَهَا ـ جَنِيْنُهَا مِثْلَ النَّبِىِّ التُّقٰى

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মক্কার বাসিন্দারা, ভুল তোমাদের যেন না-হয়,
কাজ করবে জেনে-বুঝে, জ্ঞান-বুদ্ধির দীপ্ত বংশধারায়,
প্রাচীন কালেই হোক অথবা হয়ে থাকুক এই জমানায়।
এমন একটি নারী থাকলে দাও আমাদের সামনে এনে,
আগের যুগের হোন অথবা হয়ে থাকুন বর্তমানে।
ভিন্নকুলের মধ্য হতে হলেও আনো এমন নারী,
বিশ্বনবীর তুল্য শিশু করিয়াছেন প্রসব যিনি।(৪)

মাযিন তায়ীর মুসলমান হবার কারণ

বর্ণনায় হিশাম কালুবী ঃ আমাকে তায়ী গোত্রের বেশ কয়েকজন মুরুব্বী বলেছেন যে, হযরত মাযিন তায়ী (প্রথম জীবনে) আম্মান এলাকায় মূর্তি পূজকদের সুবিধার্থে মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর নিজেরও একটি মূর্তি প্রতিমা ছিল, যার নাম ছিল 'নাযির'। হযরত মাযিন বলেছেন– একদিন আমি একটা পশু বলি দিলে সেই মূর্তিটার মুখে (জ্বিনের) কথার আওয়াজ শুনি, যে বলছিল–

يَا مَازِنُ اَقْبِلْ اِلَىَّ اَقْبِلْ ـ تَسْمَعْ مَالَا يُجْهَلُ
هٰذَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ ـ جَاءَ بِحَقٍّ مُنْزَلٍ
فَاٰمِنْ بَدْلِىْ تُعْدَلُ ـ عَنْ حَرِّنَارٍ تُشْعَلُ
وَقُوْدُهَا بِالْجَنْدَلِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মাযিন, মাযিন গো, এসো, আমার কাছে এসো।
এবং শোন এমন কথা যা না-শুনে যায় না থাকা।
ইনি রসূল বার্তাবহ, এসছেন খোদার কিতাব-সহ।
ঈমান আনো এই নবীর 'পরে আগুন থেকে বাঁচার তরে,
বড় বড় পাথরখণ্ড যে আগুনের ইন্ধন হবে।।

হযরত মাযিন বলেন– আল্লাহ্‌র কসম! ব্যাপারটা আমার কাছে বড় বিসম্ময়কর মনে হল। এর কয়েক দিন পর আমি অন্য একটি পশু বলি দিলাম। সেই সময় (মূর্তিটার মুখে) আগের চাইতেও পরিষ্কার আওয়াজ শুনলাম। সে বলছিল–

يا مازن اسمع تسر - ظهر خير وبطن شر

بعث نبي من مضر - بدين الله الكبر

فدع نحيتا من حجر - تسلم من حر سقر

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে মাযিন, বড় সুখবর তোমার জন্য–
পাপ লুকালো আর প্রকাশ পেল পুন্য।
মুযার থেকে হলেন নবী আবির্ভূত,
আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম ধর্মসহ।
পাথর-প্রতিমা তাই করো পরিহার,
নরকাগ্নি থেকে যদি চাও উদ্ধার।(৫)

হযরত যুবাব ইব্‌নুল হারিসের মুসলমান হবার কারণ

বর্ণনায় হযরত যুবাব ইবনুল হারিস (রাঃ) ইব্‌নু অকাশা'র একটি বশীভূত জ্বিন ছিল। জ্বিনটি ইব্‌নু অকাশাহ্‌কে কিছু কিছু অগাম খবর জানিয়ে দিত। একদিন জ্বিনটি এসে ইব্‌নু অকাশহ্‌কে একটি কথা বলে। ফলে ইব্‌নু অকাশাহ্ আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে–

يا ذباب يا ذباب - اسمع العجب العجاب

بعث محمد بالكتاب - يدعو مكة فلا يجاب

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে যুবাব যুবাব গো?
ভারি আজব কথা শোনো–
নবী করা হল মুহাম্মদকে কিতাব-সহ,
ডাক দিচ্ছেন মক্কায় তিনি, সাড়া তাতে দেয় না কেহ।

আমি (হযরত যুবাব) ইব্‌নু অকাশাহ্‌কে বললাম, 'একথার মানে-মতলব কী?' সে বলল, 'আমি জানি না। আমাকে (জ্বিনের তরফ থেকে) এরকমই বলা হল।'(৬)

উম্মে মাঅ্‌বাদের কাছে নুবুউ্‌য়তের খবর

বর্ণনায় ইবনু ইস্‌হাক (রহঃ) আমাকে হযরত আসমা বিনতে আবী বক্‌র (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা হয়েছে যে, যখন মহানবী (সাঃ) ও হযরত আবূ বাক্‌র (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন, তখন তিনরাত পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে, তাঁরা কোন্ দিকে গিয়েছেন। অবশেষে মক্কার নিম্নভূমির দিক থেকে এক জ্বিন বের হয়, যে একটি আরবী গীতিকাব্য গাইছিল। লোকেরা তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। এবং তার আওয়াজ শুনছিল কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে গাইছিল ঃ

جزى الله رب الناس خير جزائه - رفيقين قالا خيمتي أم معبد

هما نزلا بالبر ثم ترحلا - فافلح من أمسى رفيق محمد

ليهن بني كعب مقام فتاتهم - ومقعدها للمؤمنين بمرصد

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

মানুষের প্রভু আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার প্রদান করুন ওই দুই সঙ্গীকে, যাঁরা অপরাহ্নে বিশ্রাম নিয়েছেন উম্মে মাঅ্‌বাদের শিবিরে। এঁরা উভয়ে ময়দানে অবতরণ করেছেন, ফের আরোহণ করেছেন। তাই সফল হয়েছেন সেই ব্যক্তি, যিনি সন্ধ্যায় পৌছেছেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেছন ঃ এই কবিতাটি শোনার পর আমরা জানতে পারি যে তারা কোন্‌দিকে গিয়েছেন। তাঁরা তখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন।(৬)

দুই সাহাবী সাঅ্‌দ (রাঃ) জ্বিন ও ইসলাম

হযরত মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন জাবার বলেছেন ঃ কুরায়শরা একবার আবূ কুবাইস পর্বতে উচ্চঃস্বরে কাউকে কবিতা বলতে শোনে–

فإن يسلم السعدان يصبح محمد

بمكة لا يخشى خلاف مخالف

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

যদি ইসলাম কবুল করেন উভয় সাঅ্‌দ, তবে–
মক্কার কারো বিরোধিতার পরোয়া নবীর নাহি রবে।

তো, আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশের সর্দাররা বলে, এই দু-সাঅ্‌দ কে কে? লোকেরা বলে, সাঅ্‌দ বিন আবূ বক্‌র ও সাঅ্‌দ বিন যায়েদ (মতান্তরে সাঅ্‌দ বিন কযাআহ্)

দ্বিতীয় রাতে কুরাইশরা ফের আবূ কুবাইস পর্বতের এই (কবিতার) আওয়াজ শোনে–

أيا سعد الأوس كن أنت ناصرا - ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف

أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا - على الله في الفردوس زلفة عارف

فإن ثواب الله لطالب الهدى - جنان في الفردوس ذات رفارف

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

'আউস' গোত্রের সাআ্দ তুমি মদদ করো নবীপ্যাকের
দানী গোত্র 'খয্রয'-এর সাআ্দ তুমিও পথিক হও ও-পথের।
সুপথ প্রদর্শকের ডাকে সাড়া তোমার দাও গো দু'জন,
এবং করো খোদার কাছে স্বর্গে থাকার আশা পোষণ।
সুপথ-সন্ধানীদের ত্বরে সেরা স্বর্গ ইনাম খোদার,
শয্যা-সামান কুসুম কোমল রেশম দিয়ে তৈরি যাহার,

তখন কুরাইশরা বলে, 'দুই-সাআ্দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) ও সাআ্দ বিন মাআয (রাঃ) -কে বোঝানো হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিকী ঃ হযরত আব্দুল মাজীদ বিন আবূ আব্বাস রহ. বলেছেন, একবার রাতের কোনও অংশে মদীনা শরীফের অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শোনা যায়–

خير كهلين في بني الخزرج الغر - يسير وا سعد بن عبادة

المجيبان إذا دعا أحمد الخير - فنالتهما هناك السعادة

ثم عاش مهذبين جميعا - ثم لقاهما المليك شهادة

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

বানী খয্রজের মর্যাদাবান মুরুব্বিদের সেরা যে-জন,
উবাদাহ্-তনয় সাআ্দের কাছে তোমারা সবাই করো গমণ।
নবী যখন দুই রতনকে ইসলামের দিকে করেন আহ্বান,
উভয়ে দেন সাড়া তাতে তাই হয়ে যান মহা ভাগ্যবান।
পরে তাঁরা ভদ্রভাবে আপনাপন জীবন কাটান,
তার পরেতে দুই মনীষী শাহাদাতের মর্যাদা পান।[৭]

হাজ্জাজ বিন ইসাত্বের ইললাম কবুলের প্রেক্ষাপট

বর্ণনায় হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্কুঅ্ (রাঃ) হযরত হাজ্জাজ বিন ইলাত্ব আল-হাযারী সুল্লামী (রাঃ)-র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইরকম– একবার ইনি আপন গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে মক্কায় রওয়ানা হয়েছিলেন। যেতে যেতে এক ভয়ংকর প্রান্তরে রাত হয়ে যায়। তাঁকে তাঁর সাথীরা বলে, হে আবূ কিলাব! উঠুন, আপনার এবং আপনার সঙ্গী-সাথীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। হাজ্জাজ (রাঃ) তখন উঠলেন। সাথীদের চারদিকে চক্কর দিয়ে সীমানা বন্ধ করলেন এবং এই কবিতাটি পড়লেন–

أعيذ نفسي وأعيذ صحبي
من كل جن بهذا النقبي
حتى أؤوب سالم وركبي

আমি নিজের এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই উপত্যকার সমস্ত জ্বিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে না ফেরা পর্যন্ত।

হযরত হাজ্জাজ বিন ইলাত্ব (রাঃ) বলেন আমি (ওই কবিতা বলার পর) কাউকে এই আয়াত বলতে শুনি–

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো কর, কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা তা পারবে না।[৮]

তারপর হযরত হাজ্জাজ মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের মজলিসে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। শুনে কুরাইশরা বলে, ওহে আবু কিলাব! খোদার কসম! তুমি বিধর্মী হয়ে গেছ! মুহাম্মদ (সাঃ) দাবি করে যে, তার উপর নাকি এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত হাজ্জাজ বলেন, আল্লাহর কসম! শুধু আমি একাই শুনিনি, ওকথা আমার এ সঙ্গীরাও শুনেছে।

উনি (কুরাইশদের কাছে) তখনও বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে আসেন আস বিন ওয়াইল। তো কুরায়শী কাফিররা তাঁকে বলল, ওহে আবূ হিশাম! আবূ কিলাব যা কিছু বলেছেন, সে-সব কি আপনি শুনেছেন?

আস বিন ওয়াইল বলেন, ইনি কী বলছেন?

হাজ্জাজ তখন ফের তাঁর ঘটনা উল্লেখ করেন।

শুনে আস বিন ওয়াইল বলেন, তোমরা এতে অবাক হচ্ছো কেন! যে কথা (আয়াত) ইতিন ওই উপত্যাকায় শুনেছেন তা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর (পবিত্র সুন্দর) মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত হাজ্জাজ বলেছেন, এরপর কুরাইশের সেই কাফিররা আমাকে নবীজীর কাছে পৌছতে বাধা দেয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা আরো বেড়ে যায়। তখন নবীজীর এক চাচাত্তো ভাই আমাকে বলেন যে, তিনি মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেছেন। আমি তখন নিজের সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে রওয়ানা হয়ে যাই। এবং এক সময় মদীনা শরীফে পৌছে নবীজীর খেদমতে হাজির হই। এবং যা কিছু শুনছিলাম, সে-সব তাঁকে নিবেদন করি। তখন তিনি বলেন–

سَمِعْتُ وَاللّٰهِ الْحَقَّ هُوَ وَاللّٰهِ مِنْ كَلَامِ رَبِّي الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيَّ وَلَقَدْ سَمِعْتَ حَقًّا يَا اَبَا كِلَابٍ ـ

ওহে আবূ কিলাব, আল্লাহর কসম, তুমি যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ। আল্লাহর কসম, এ আমার প্রভুর বাণী, যা তিনি আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন।

আমি (হাজ্জাজ) তখন আরজ করি, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আপনি আমাকে ইসলামের শিক্ষা দান করুন। তো তিনি আমাকে ইসলামের শপথ বাক্য (কলেমা) পাঠ করান এবং বলেন–

سِرْ اِلٰى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ اِلٰى مِثْلِ مَا اَدْعُوْكَ اِلَيْهِ فَاِنَّهُ الْحَقُّ

তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমি তোমাকে যেদিকে ডাক দিয়েছি সেই (ইসলামের) দিকে ডাক দাও, কেননা এ হল 'সত্য ধর্ম'।[৭]

অদৃশ্য থেকে জ্বিনদের নির্দেশনা

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একদিন তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেন, জ্বিনদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করুন।

তো একজন লোক বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার দুই-সঙ্গীর সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। (সেই সফরে) আমি একটা শিংভাঙা-হরিণী ধরেছিলাম। সেই সময় আমরা ছিলাম চারজন। আমাদের পিছন থেকে এক ব্যক্তি এসে বলে, 'এই হরিণীকে ছেড়ে দাও।' আমি বললাম, 'আমার জীবনের দোহাই দিয়ে বলছি, একে কখনোই ছাড়ব না।' সে বলে, 'তুমি আমাকে এই রাস্তায় দেখছ। আল্লাহর কসম! আমরা দশজনেরও বেশি। এবং আমরা (জ্বিনেরা) মানুষদের অপহরণও ক'রে থাকি।'

'হে আমীরুল মুমেনীন! সে ও-কথা বলে আমাকে পাগল করে দিল। শেষ পর্যন্ত আমরা 'দাইর উনাইন' নামক স্থানে গিয়ে পৌছিই। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাই। সে-ও আমাদের সঙ্গে ছিল। এমন সময় আচমকা কোনও এক ব্যক্তি অদৃশ্য থেকে বলে ওঠে (এই কবিতাটি)–

يَا اَيُّهَا الرَّكْبُ السِّرَاعُ الْاَرْبَعَةِ   خَلُّوْا سَبِيْلَ النَّافِرِ الْمَرُوْعَةِ

مَهْلًا عَنِ الْعَضْبَاءِ فَفِي الْاَرْضِ سَعَةٌ ـ وَلَا اَقُوْلُ مَاقَالَ كَذُوْبُ اِمَّعَةِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

গতিশীল যাত্রীর চতুষ্টয়, হে–
ছেড়ে দাও এই পলায়নপর ভীত হরিণীকে।
শিংভাঙা এই হরিণীকে দাও ছেড়ে অন্য মিলবে বন থেকে,
মিথ্যাবাদী বাচালের মতো বাজে কথা বলছিনা, হে!

'হে আমীরুল মুমেনীন! তখন আমি সেই হরিণীর গলার দড়ি আমার সওয়ারী পশুর থেকে খুলে দিই। এমন সময় সামনে বহু সংখ্যক মানুষের একটি দল আসে। তারা আমাদের সামনে খানা-পিনার সামগ্রী উপহার দেয়। এরপর আমরা সিরিয়ায় চলে যাই। এবং নিজেদের কাজ-কাম সেরে ফেরার পথে যখন সেই জায়গায় আসি, সেখানে একদল মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল, সেখানে দেখি কিছু নেই। হে আমীরুল মুমেনীন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা ছিল জ্বিন। এরপর আমি একটা গীর্জাঘরের কাছে গেলে অদৃশ্য থেকে কেউ গেয়ে উঠল (এই কবিতাটি)

اِيَّاكَ لَا تَعْجَلْ وَخُذْ عَنْ ثِقَةٍ ـ اَسِيْرُ سَيْرَ الْجِدِّ يَوْمَ الْحَقْحَقَةِ

قَدْلَاحَ نَجْمٌ وَاسْتَوٰى بِمَشْرِقَةٍ ـ ذُوْ ذَنَبٍ كَا لشُّعْلَةِ الْمُحْرِقَةِ

يَخْرُجُ مِنْ ظَلْمَاءِ عُسْرٍ مُوْبِقَةٍ ـ اِنِّي امْرُؤٌ اَنْبَاؤُهٗ مُصَدَّقَةٌ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

অবহেলা নয়, শক্ত করে ধরো আমার নির্দেশনা–
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যথাশীঘ্র দাও রওয়ানা।

পূর্বের গগন মুঠোয় পুরে উদয় হল একটি তারার,
জ্বালাময়ী শিখার মতো সঙ্গে আছে লাঙ্গুল তার।
উঠেছে সে আঁধার ঘেরা ভূমি থেকে।
আমি এমন ব্যক্তি, যাহার খবর সঠিক হয়েই থাকে।

হে আমীরুল মুমেনীন! আমি যখন ফিরে আসি, তখন মহানবী (সাঃ) নুবুওয়তের ঘোষণা করছিলেন। তিনি আমাকে ইস্‌লামের দাওয়াত দিতে আমি মুসলমান হয়ে যাই।'

এরপর হযরত উমর ফারূক (রাঃ) উদ্দেশে আরেকজন বর্ণনা করেন ঃ 'হে আমীরুল মুমেনীন! আমি ও আমার এক সাথী কোনও এক কাজে সফরে বের হয়েছিলাম। সেই সময় আমরা এক আরোহীকে দেখি। সেই আরোহী 'মুয্জিরুল কাল্‌ব' নামক স্থানে পৌঁছে জোরালো আওয়াজে এই ঘোষণা করে ওঠে–

أحمد يا أحمد ، الله أعلى وأمجد ، محمد أتانا بالـه
يوحد ، يدعوا إلى الخير فإليه فاعمد

আহ্‌মাদ, ওহে আহ্‌মাদ, আল্লাহ্ মহান ও মহীয়ান। মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছেন আমাদের কাছে অদ্বিতীয় প্রভুর দাওয়াত দিতে। ডাক দেন তিনি কল্যাণের দিকে। অতএব তোমরা হাজির হও তাঁর কাছে।

তাঁর ওই কথা আমাদের ঘাবড়ে দিল। ফের সে তার বামদিক থেকে আওয়াজ দিল বলে উঠল–

أنجز ما وعد من شق القمر - الله أكبر النبي ظهر

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

চাঁদ দ্বিখণ্ডের প্রতিশ্রুতি রক্ষা তিনি করিয়াছেন,
আল্লাহ মহান, সেই নবীজী আবির্ভূত হইয়াছেন।

যখন আমি ফিরে আসি, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে আমি মুসলমান হয়ে যাই।

এরপর হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি একবার জ্বিনদের জবাহ্-কৃত পশুর কাছে ছিলাম। তার ভিতর থেকে অদৃশ্য গলায় কেউ বলে উঠে–

ওহে যারীহ্! ওহে যারীহ্! সফলতার জন্য আহ্বানকারী। সুপথের জন্য বলেছেন পরিত্রাণকারী **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** – কোন ইলাহ্ নেই কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

আমি ফিরে এসে দেখি, মহানবী (সাঃ) ইতোমধ্যে নবুওয়ত-প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ইসলামের দিকে আহ্বান করতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।(১০)

প্রসঙ্গত উল্লেখ ঃ হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ-বিষয়ক অন্য একটি ঘটনা অত্যন্ত বিখ্যাত হলেও এই ঘটনাও তাঁর ইসলাম কবুলের একটি কারণ হতে পারে।– অনুবাদক

খুরাইম বিন ফাতিক 'বাদ্‌রী সাহাবী'র ইসলাম কবুল

বর্ণনায় হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) একবার আমার একটা উট হারিয়ে গিয়েছিল। আমি তার সন্ধানে বের হই। যখন 'বারিকুল গুর্রাফ' নামক জায়গায় পৌঁছই, তখন নিজের (সওয়ারী) উটনীকে বসিয়ে দিই এবং তার হাঁটু বেঁধে ফেলি। তারপর বলতে শুরু করি–

أعوذ بسيدي هذا الوادي - أعوذ بعظيم هذا الوادي

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

শরণ আমি যাচ্ছি যে তাঁর, নেতা যিনি এ উপত্যকার।
মাগ্‌ছি শরণ তাঁর সকাশে, যিনি মহাজন এই ঘাঁটিটার।

তারপর আমি (ঘুমানোর জন্য) নিজের মাথা উটের গায়ে রাখি। রাতের বেলায় অদৃশ্য থেকে কেউ বলে ওঠে–

ألا نعذ بالله ذي الجلال - ثم اقرأ آيات من الأنفال
ووحد الله ولا تبال - ما هول الجن من الأهوال

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

মহাপ্রতাপের মালিক আল্লাহ্, শরণেও স্মরণ করো তাঁকে,
তারপর পড় কিছু আয়াত, কোরআনের সূরা আন্‌ফাল থেকে।
আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয়– এই কথাটা রেখো মাথায়।
ভয় করো না সে সব কিছুর, যা দিয়ে জ্বিন ভয় দেখায়।

আমি তখন ঘাবড়ে উঠে বসে বলি–

يا أيها الهاتف ما تقول - أرشد عندك أم تضليل

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে অদৃশ্য কণ্ঠ, তুমি অমন করে বলছটা কী?
তোমার কাছে যা আছে তা সুপথ-বাণী না গুম্‌রাহী?

উত্তরে সে বলে–

هٰذا رَسُوْلُ اللّٰهِ ذُوا الْخَيْرَاتِ - بِيَثْرِبَ يَدْعُوْا اِلَى النَّجَاةِ
وَ يَنْزِعُ النَّاسَ عَنِ الْهَنَكِ - يَاْمُرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

উনি হলেন রসূলুল্লাহ্, বহু গুণের মালিক যিনি,
পাক মদীনায় মুক্তির দিকে মানুষকে ডাক দিচ্ছেন তিনি।
দূর করছেন দহন– জ্বালা-দুঃখ আদম জাদার–
এবং আদেশ দান করেছেন নামায-রোযা পালন করার।

তার ওই কবিতার কথাগুলো আমার মনে বেশ দাগ কাটে। আমি তখন আমার উটের কাছে দিয়ে হাঁটুর বাঁধন খুলে দেই। এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে বলি–

اَرْشِدْنَا رُشْدًا هُدِيْتَا - لَا جُعْتَ مَا عِشْتَ وَلَا عُرِيْتَا
بَيِّنْ لِي الرُّشْدَ الَّذِىْ اُوْتِيْتَا ؟

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

যাঁর দ্বারা তুমি সোজাপথ পেলে, দাও না আমায় তাঁর ঠিকানা।
যাঁর দ্বারা তুমি তৃষ্ণা মেটালে এবং ঘোচালে নগ্নপনা–
সে সুপথ তুমি লাভ করেছ, বলো আমায় তার ঠিকানা।

উত্তরে সে বলে–

صَاحَبَكَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَا - وَعَظَّمَ الْاَجْرَ وَاَدّٰى رَحْلَكَ
اٰمِنْ بِهٖ اَفْلَحَ رَبِّىْ كَعْبَكَا - وَابْذُلْ لَهٗ حَتَّى الْمَمَاتِ نُصْرَكَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

আল্লাহ মন দিয়েছেন তোমার দিকে,
তোমার পূণ্যফল বাড়িয়েছেন তিনি
এবং ঘুরিয়ে দিয়েছেন তোমার বাহনকে।
অতএব তার উপর ঈমান নিয়ে এসো
এবং তাঁর সহায়তা করে যাও আমৃত্যু–
প্রভু তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন আরও।

আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?

সে বলে, আমি নজদ্-বাসীদের সর্দার মালিক বিন মালিক। আমি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গিয়েছি, ঈমান এনেছি এবং তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেছি। তিনি আমাকে নজদের অভিবাসী জ্বিনদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি তাদেরকে আল্লাহর দ্বাসত্ব আনুগত্যের দিকে আহ্বান করি। হে খুরাইম! তুমিও মুমিনের অন্তর্গত হয়ে যাও। তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে, (যে হারানো উটের খোঁজে তুমি বেরিয়েছ) তোমার সেই উট (তোমার আগেই) পৌছে গেছে। সেটাকে আমি খুঁজে দেব।

হযরত খুরাইম (রাঃ) বলেছেন, এরপর আমি (বাড়ি না গিয়ে সরাসরি) মদীনায় হাজির হই। দিনটি ছিল জুমআর। আমি চাইছিলাম নবীজীর কাছে হাজির হতে। উনি তখন মিম্বরে ভাষণ (খুত্বাহ্) দিচ্ছিলেন। আমি (মনে মনে) বলি, এখন উটটাকে মসজিদের দরজায় বসিয়ে দেয়া যাক ওনি নামায শেষ করলে ওঁকে নিজের ঘটনা নিবেদন করব।

তো উটকে বসিয়ে হযরত আবূ যর (রাঃ) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, হে খুরাইম! স্বাগতম (খোশ আমদেদ) নবীজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার মুসলমান হবার খবরও তিনি পেয়েছেন। এবং তিনি আপনাকে (মসজিদে গিয়ে) সকলের সাথে নামাযে শরীক হতে বলেছেন।

সুতরাং আমি মসজিদের ভিতরে গিয়ে সাহাবীদের সঙ্গে নামায আদায় করি। তারপর নবীজীর কাছে গিয়ে সব ঘটনা শোনাই। তিনি বলেন–

قَدْ وَفّٰى لَكَ صَاحِبُكَ ، وَقَدْ بَلَغَ لَكَ الْاِبِلُ ، وَهِيَ بِمَنْزِلِكَ

তোমার সাথী (মালিক বিন মালিক) তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা পূরণ করেছে। তোমার উট পৌছে গেছে তোমার বাড়িতে।[১১]

বদর-যুদ্ধে কাফির-বাহিনীর পরাজয়ের ঘোষণা

বর্ণনায় হযরত কাসিম বিন সাবিত (রহঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যেদিন কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করেছিলেন, সেই দিন মক্কায় অদৃশ্য থেকে এক জ্বিন গানের সুরে এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিল–

اَزَارَ الْحَنِيْفِيُّوْنَ بَدْرًا وَقِيْعَةً - سَيَنْقَضُ فِيْهَا رُكْنُ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ
اَبَادَتْ رِجَالًا مِنْ لُؤَيٍّ وَاَبْرَزَتْ - حَرَائِرَ يَضْرِبْنَ التَّرَائِبَ حُسَّرًا
فَيَاوَيْحَ مَنْ اَمْسٰى عَدُوُّ مُحَمَّدٍ - لَقَدْ حَادَ عَنْ قَصْدِ الْهُدٰى وَ تَحَيَّرَا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

বদর-যুদ্ধে এমন বীর্য দেখিয়েছেন হানীফগণ,
যার প্রভাবে টলে গেছে রোম-ইরানের রাজাসন।
ধ্বংস হয়ে গেছে যত লুওয়াই গোত্রের মানুষজন,
মেয়েরা ওদের বাইরে এসে ঠুকছে মাথা শোকের কারণ।
বড় আক্ষেপ তাদের তরে, যারা মুহাম্মদের দুশমন,
ইচ্ছা করেই সুপথ ছেড়ে বিপদ তারা করছে বরণ।

(কোনও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ওই হানীফরা কারা? সে বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ, যাঁরা দাবি করেন যে, তাঁরা হযরত ইব্রাহীমের দ্বীনে হানীফ বা একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী।) এর কিছুক্ষণের মধ্যেই (মুসলমানদের) বিজয়-সংবাদ এসে পৌঁছায়।(১২)

প্রমাণসূত্র ঃ

(দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৬১। তবারানী।

(২) বুখারী শরীফ, মানাক্বিবুল আনসার, বাব ৫৩। ইবনুল জাওযী। আবূ ইয়াঅ্‌লা। খরায়িত্বী, হাওয়াতিফ। সীরাতে ইবনু ইসহাক। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৪৮।

(৩) হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া, পৃষ্ঠা ৮২। হাওয়াতিফ, খরায়িত্বী, পৃষ্ঠা ৮। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ২৪৭। আল্-বিদায়াহ্, অন্-নিহায়াহ্, ২ ঃ ৩৪১। দালায়িলুন নুবুয়অ্ত, আবূ নুআইম, ২ ঃ ৩৪।

(৪) আল-হাওয়াতিফ, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ৬৫।

(৫) দালায়িলুন্ নুবুয়য়ত, বায়হাকী, ২ ঃ ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯।

(৬) ইবনু ইস্হাক। দালায়িলুন নুবুওয়ত্, বায়হাকী। আল্-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ্।

(৭) ইবনু আব্দুল বার্র। আল্-ইস্তিআব। আল্ হাওয়াতিফ্।

(৮) সূরাহ্ আর-রাহ্মান (৫৫) ঃ আয়াত ৩৩।

(৯) ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৬৯৭৯।

(১০) ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, আল্-হাওয়াতিফুল জ্বান (৯৪০, পৃষ্ঠা ৭৬।

(১১) তারীখে মুহাম্মদ বিন উস্মান বিন আবী শায়বাহ। ইবনু আসাকির। তবারানী, কাবীর (৪১৬৫, ৪১৬৬)। আল্-হাওয়াতিফ (৯৪), পৃষ্ঠা ৭৯। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ২৫। মুস্তাদ্রকে হাকিম, ৩ ঃ ৬২১। উস্দুল গাবাহ। ইব্নু আসীর, ৫ ঃ ৪৭-৪৮। আল্-আসাবাহ্, ৬ ঃ ৩৩।

(১২) আদ্-দালায়িল। আকামুল মারজান, পৃ. ১৩৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্বিন-বিষয়ক বিভন্ন ঘটনা ও বর্ণনা

মহিলাদের সামনে জ্বিনদের আত্মপ্রকাশ

বর্ণনায় হযরত সাআ্দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) একবার আমি নিজের বাড়ির উঠানে বসেছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী একজন দূতের মাধ্যমে আমাকে বলে পাঠালেন যে, আমি যেন তাঁর কাছে যাই। আমি চিন্তিত মনে ভিতরে গেলাম। উনি বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর (একদিকে) ইঙ্গিত করে বললেন, 'এই একটা সাপ। আমি যখন বাড়ির বাইরে বাগানে প্রাকৃতিক ক্রিয়া করতে গিয়েছিলাম, তখন একে দেখেছিলাম। তারপর এ আর নজরে পড়েনি। এখন আবার একে আমি দেখছি। এ সেই সাপ। একে আমি চিনি।

হযরত সাআ্দ খুতবাহ্ পড়েন এবং আল্লাহর 'হাম্‌দ্' ও 'সানা' নিবেদনের পর বলেন–

তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি,
এরপর যদি তোমাকে দেখি, তবে তোমাকে কতল করে ফেলব।

একথা শোনার পর সাপটা কামরার দরজা দিয়ে বের হয়। তারপর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। হযরত সাআ্দ একজন মানুষকে ওই সাপটা কোথায় যায় তা লক্ষ্য করতে বললেন। সুতরাং লোকটা সাপটার পিছু নেয়। শেষ পর্যন্ত সাপটা নবীজীর মসজিদে প্রবেশ করে। তারপর নবীজীর মিম্বরের কাছে আসে এবং মিম্বরের উপর চড়ে উপরের দিকে উঠে। তারপর গায়েব হয়ে যায় (আসলে সে ছিল সাপরূপী জ্বিন)।(১)

জ্বিনদের আক্রমণ থেকে মহিলারা খোদায়ী হিফাযতে

বর্ণনায় হযরত হাসান বিন হুসাইন (রহঃ) একবার আমি রুবাইয়্যিই বিনতে মুআউওয়ায (এক মহিলা সাহাবী (রাঃ))-এর কাছে কিছু জানার জন্য গিয়েছিলাম। (সেই সময়) তিনি আমাকে বলেন– 'একবার আমি আমার বসার ঘরে বসেছিলাম। এমন সময় দেখলাম, আমার ঘরের ছাদ ফেটে গেল এবং উট কিংবা গাধার মতো কোনও জন্তু আমার উপর এসে পড়ল। ওই রকম কালো আর ভয়ংকর কোনও জন্তু আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। জন্তুটি আমার কাছাকাছি আসতে এবং আমাকে ধরতে চাইছিল। কিন্তু তার পিছনে পিছনে একটি চিরকুট (কাগজের টুকরো) এল। জন্তুটা সেই চিরকুট খুলে পড়ল। তাতে লেখা ছিল–

مِنْ رَبِّ عَكْبٍ اِلٰى عَكْبٍ اَمَّا بَعْدُ : فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَى الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ بِنْتِ الصَّالِحِيْنَ

'আকব'-এর প্রভুর পক্ষ থেকে 'আকব'-এর উদ্দেশে ঃ পর সমাচার এই যে– তোমার জন্য নেককার পিতামাতার পুণ্যবতী কন্যার উপর কোনও রকম দুর্ব্যহারের অনুমোদন নেই।

চিরকুটটি পড়ার পর জন্তুটি যেখান থেকে এসেছিল সেখান থেকে বের হয়ে গেল। আমি তার বের হয়ে যাওয়া দেখছিলাম।'

হযরত হাসান বিন হুসাইন (রহঃ) বলেন– এরপর তিনি আমাকে সেই চিরকুটটি দেখান, যেটি তখনও তাঁর কাছে মওজুদ ছিল।(২)

সাপরূপী জ্বিনের কাছে চিঠি এল গায়েব থেকে

বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহ্মান (রাঃ) (এক মহিলা সাহাবী)-র ইন্তিকালের সময় তাঁর কাছে বহু তাবিঈ সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উর্ওয়াহ্ বিন যুবাইর, হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ, হযরত আবূ সালামাহ্ বিন আব্দুর রহমান প্রমুখও। এঁরা সবাই হযরত 'আমরাহ্'র কাছেই ছিলেন, এমন সময় তাঁর চেতনা লোপ পায় এবং এরা ছাঁদ ফাটার শব্দ শোনেন। তারপর একটা সাপ পড়ে, যেটা ছিল বড়জাতের খেজুরের মতো (মোটা ও লম্বা)। সাপটা ওই মহিলার দিকে এগিয়ে যায়। অম্নি একটা সাদা কাগজ উপর থেকে পড়ে, যাতে লেখা ছিল–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ رَبِّ عَكْبٍ اِلٰى عَكْبٍ لَيْسَ لَكَ عَلٰى بَنَاتِ الصَّالِحِيْنَ سَبِيْلٌ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম শুরু। আক্বের প্রভুর পক্ষ থেকে আকবের উদ্দেশে– সৎমানুষদের কন্যাদের দিকে হাত বাড়ানোর কোন অধিকার তোমর নেই।

সাপটা ওই চিরকুট দেখামাত্রই উপরের দিকে উঠল এবং যেখান থেকে নেমেছিল, ওখান থেকেই বেরিয়ে গেল।(৩)

ওইরকম আরেকটি ঘটনা

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ হযরত আউফ বিন আফরা (রাঃ)-এর কন্যা (মহিলা সাহাবী) একবার নিজের বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কালো রঙের কদাকার ব্যক্তি তাঁর বুকের উপর চড়ে বসে এবং তার

গলায় হাত দেয়। হঠাৎ একটি হলুদরঙা কাগজের টুকরো উপর থেকে নেমে এসে হযরত আউফের কন্যার মাথার উপর পড়ে। সেই ব্যক্তি (জ্বিন) কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ে। তাতে লিখা ছিল–

مِنْ رَبِّ لَكِيْنٍ اِلٰى لَكِيْنٍ اِجْتَنِبْ اِبْنَةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَاِنَّهٗ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا

'লাকিন]-এর প্রভুর পক্ষ থেকে লাকীনের উদ্দেশে ঃ সৎমানুষের কন্যা থেকে দূরে থাক। ওর উপর তোমার কোনও পাঁয়তারা চলবে না।

(হযরত আউফের কন্যা বলেন–) তারপর সে উঠে। আমার গলা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেয় এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার হাঁটুতে আঘাত করে। যার দরুন হাঁটু ফুলে ছাগলের মাথার মতো হয়ে যায়। পরে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গিয়ে এই ঘটনা উল্লেখ করি। তিনি বলেন, ওহে চাচাতো বোন, তুমি যখন হায়েয-অবস্থায় থাকবে, নিজের কাপড় সামলে রাখবে। তাহলে, ইন্শা আল্লাহ, ও কখনোই তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

(বর্ণনাকারী হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন) আল্লাহ্ তাআলা ওঁকে ওঁর পিতার কারণে হিফাযত করেছেন। কেননা তিনি বদর-যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।(৪)

জ্বিন ফাত্ওয়া দিচ্ছে মানুষকে

বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাবিত (রহঃ) একবার আমি হাফ্স তায়িফীর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। (সেখানে দেখলাম) একজন সাদা-দাড়ি-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণ মানুষজনকে ফাত্ওয়া দিচ্ছে। হযরত হাম্বল আমাকে বলেন, ওহে আবূ আইয়ূব! ওই বুড়োকে দেখছ, যে মানুষকে ফাত্ওয়া দিচ্ছে? ও হল ইফ্রীত (জ্বিন)

এরপর হাফ্স তার কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেই বুড়ো, হযরত হাফ্সকে দেখা মাত্রই জুতো হাতে নিয়ে পালাল। লোকেরাও তার পিছু ধাওয়া করল। আর হযরত হাফ্স বলছিলেন, ওহে লোকসকল! ও হল ইফ্রীত (জ্বিন)।(৫)

মানুষের সামনে জ্বিনের ভাষণ

বর্ণনায় হযরত আবূ খলীফাহ্ আব্দী (রহঃ) আমার একটি ছোট বাচ্চা মারা যায়, যার দরুন আমার খুব দুঃখ হয়। সেই সময় অদৃশ্য থেকে কেউ সূরা আলে-ইমরানের শেষের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে আমাকে শোনায়। এবং

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ **(আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম)** পর্যন্ত পৌঁছে সে বলে– 'ওহে আবূ খলীফাহ্!' আমি বললাম– 'উপস্থিত'। সে বলল– 'তুমি কি চাও এই দুনিয়াতেই জীবন সীমিত হয়ে থেকে যাক? আচ্ছা, তুমি বেশি মর্যাদা-মাহাত্মের অধিকারী, না হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)? তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ)-ও ইনতিকাল করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন–"দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত, মন-মগজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত, কিন্তু আমাদের এমন কথা উচ্চারণ করা চলবে না যা আল্লাহকে নারাজ করে দেবে।" তুমি কি চাইছ তোমার ছেলের সেই মৃত্যুকে দূর করে দিতে, যা সমস্ত সৃষ্টির জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে? নাকি তুমি চাইছ আল্লাহ্‌র কসম! মৃত্যু যদি না থাকত, তবে পৃথিবী এত বিস্তৃত হত না। এবং দুঃখ যদি না থাকত, তাহলে সৃষ্টিজীব কোনও সুখের দ্বারা উপকৃত হতে পারত না।'

এরপর সে বলে– 'তোমার কোনও প্রয়োজন আছে কি?'

আমি জিজ্ঞাসা করি– 'আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন। তুমি কে, শুনি।'

সে বলে– 'আমি তোমার এক প্রতিবেশী জ্বিন।'(৬)

বিচক্ষণ জ্বিনদের গল্প

বর্ণনায় হযরত ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবী ফার্ওয়াহ্ (রহঃ) একবার কয়েকজন জ্বিন মানুষের রূপ ধরে একজন মানুষের কাছে এসে বলে– 'তুমি নিজের জন্য কি জিনিস পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি উট পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'তুমি নিজের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ মুসীবত পছন্দ করেছ। তোমার প্রবাসজীবন অবশ্যম্ভাবী, যা তোমাকে তোমার বন্ধুবর্গের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (কেননা উটওয়ালাদের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটে থাকে।)

এরপর সেই মানুষরূপী জ্বিনের দলটা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য এক মানুষের কাছে যায় এবং তাকে প্রশ্ন করে– 'তুমি নিজের জন্য কোন্ জিনিস পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি ক্রীতদাস পছন্দ করি।'

ওরা বলে– 'তাহলে তো তোমার অনেক মান-মর্যাদা হবে। কীলকের মতো ক্রোধ হবে। ধন-দৌলত অর্জিত হবে। এবং দূর দূরান্তে সফরও করতে হবে।'

তারপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য কোন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে– 'তুমি কী পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি পছন্দ করি ছাগল।'

জ্বিনরা বলে– 'তোমার জীবিকা হালাল হবে। সাহায্যপ্রার্থীর অভাব পূরণের সৌভাগ্যও জুটবে। তবে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে না। এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তিও মিলবে না।'

এরপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য একজনের কাছে যায়। এবং তাকে প্রশ্ন করে, 'তুমি নিজের কাছে কোন জিনিস রাখতে পছন্দ করো?'

সে বলে– 'আমি গাছপালা পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'তিনশ ষাটটি খেজুর সারা বছরের জন্য যথেষ্ট।

তারপর ওরা তাকে ছেড়ে অন্য একটি লোকের কাছে যায় এবং তাকেও যথারীতি প্রশ্ন করে– 'তুমি নিজের জন্য কী পছন্দ করো?'

সে বলে– আমি পছন্দ করি ক্ষেতখামার।'

জ্বিনরা বলে– 'তোমার জীবন-জীবিকা এভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, তুমি চাষবাস করলে, পাবে। আর যদি না করো, তো পাবে না।'

অতঃপর জ্বিনের দলটি তাকে ছেড়ে ফের রওয়ানা দেয়। অন্য একটি লোকের কাছে যায় এবং তাঁকেও সেই একই প্রশ্ন করে। তিনি বলেন– 'প্রথমে তোমরা নিজেদের সম্পর্কে বলো যে, তোমরা কারা, যাতে আমি তোমার কাছে কিছু আশা করতে পারি।'– একথা বলার পর তিনি ওই মানুষরূপী জ্বিনদের কাছে রুটি নিয়ে আসেন।

জ্বিনরা বলে– 'কার্যোপযুক্ত শস্য।'

এরপর তিনি তাদের কাছে মাংস নিয়ে আসেন।

জ্বিনরা বলে– 'এ হল আত্মা, যা আত্মাকে খাবে। এটা যত কম হবে, তত ভাল বেশির থেকে।'

এরপর তিনি খেজুর ও দুধ নিয়ে আসেন।

ওরা বলে– 'খেজুরদের খেজুর আর ছাগলের দুধ। আল্লাহ্‌র নামে খাও।'

খানা-পিনা শেষ করার পর সেই জ্বিনরা মানুষটিকে প্রশ্ন করে– 'আপনি বলুন, কোন্ জিনিস বেশি তেজি, কোন্ বস্তু বেশি সুন্দর এবং কোন জিনিস সুগন্ধের বিচারে বেশি উৎকৃষ্ট?'

মানুষটি বলেন–'সবচেয়ে তেজি সেই ক্ষুধার্ত দাঁতের পাটি, যা ক্ষুদার্ত পেটে খাবার প্রভৃতি নিক্ষেপ করে। সবচেয়ে সুন্দর সেই বৃষ্টি যা মেঘ করার পর উঁচু জমিতে বর্ষিত হয়। আর সবচেয়ে সেরা সুগন্ধি সেই ফুল যা ফোটে বৃষ্টির পর।'

এবার জ্বিনরা জানতে চায়– আপনি নিজের জন্য কোন্ জিনিস পছন্দ করেন?'

তিনি বলেন– 'আমি মৃত্যুকে পছন্দ করি।'

জ্বিনরা বলে– 'আপনি তো এমন জিনিস পছন্দ করেছেন যা আপনার আগে কেউ-ই করেনি। এখন আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন এবং সফরের পাথেয়-ও দান করুন।'

লোকটি ওদেরকে এক মশকভরা দুধ দিয়ে বলেন– 'এই তোমাদের সফরের পাথেয়।'

জ্বিনরা বলে কিছু উপদেশ দান করুন।'

উনি বললেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে। এটি আগে-পিছের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট।' এরপর সেই জ্বিনের দল মানুষটির কাছ থেকে বিদায় নেয়। এবং তাঁকে ওরা জ্বিন ও মানুষের মধ্যে সেরা বলে গণ্য করে।

আবূ নাসর বিন কাসিম বলেছেন ঃ ওই জ্বিনের দলটি যে শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, উনি ছিলেন হযরত উওয়াইমির আবুদ্দারদা (রাঃ)।[৭]

আজব দাওয়াই

বর্ণনায় হযরত যায়েদ বিন অহাব (রহঃ) আমি এক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। (সম্ভবত ফেরার পথে) এক দ্বীপে নামি। ওখানে ছিল এক বিরাট বড় নির্জন ঘর। (আমাদের) দলের একজন লোক বলে– 'আমি এখানে একটা বড় মাপের নির্জন ঘর দেখেছি। ওই ঘরের বাসিন্দাদের দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে। অতএব তোমরা নিজেদের আগুন এখান থেকে তুলে নাও (অর্থাৎ রাত কাটানোর জন্য এ-জায়গা বাদ দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া হোক)।'

কথাটা যে তার কাছে রাত্রে ওই ঘরের এক বাসিন্দা (জ্বিন) এসে বলে– 'তুমি আমাদের ঘর থেকে তোমার সঙ্গীদের সরিয়ে এনেছ। তাই তোমাকে একটা ডাক্তারি বিদ্যে বাতলে দিচ্ছি। – যখন তোমার কাছে কোন রুগি ব্যথা-বেদনার কথা বলবে, সেই সময় যা তোমার মনে পড়বে তাই তার ওষুধ হবে।[৮]

জ্বিন যখন 'স্টোনম্যান'

বর্ণনায় হযরত আবূ মাইসারাহ্ হারানী (রহঃ) মদীনা শরীফের একটা কুয়ার দখলদারি-সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে কাযী মুহাম্মদ বিন গিলাসাহ্'র আদালতে একবার হাজির হয় একদল জ্বিন ও মানুষ। আবূ মাইসারাহ্'কে প্রশ্ন করা হয়, 'জ্বিনরা কি মানুষের সামনেও এসেছিল?' উনি বলেন, 'সামনে আসেনি বটে, তবে মানুষরা ওদের কথাবার্তা শুনেছিল।' কাযী সাহেব সবকিছু বিচার-বিবেচনার পর এই রায় ঘোষণা করেন যে– সংশ্লিষ্ট কুয়ো থেকে মানুষের সুর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানি নেবে এবং জ্বিনরা পানি নেবে সূর্যাস্ত থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে কেউ যদি সূর্য ডোবার পর ওই কুয়ো থেকে পানি নিত, তবে তার উপর পাথর পড়ত।[৯]

বড় আলিম জ্বিনদের মধ্যে না মানব-সমাজে

বর্ণনায় আলী বিন সারাহ্ ঃ একবার কতিপয় জ্বিন একত্রিত হয়ে বলে, 'আমাদের আলিম মানুষদের আলিমের চাইতে বড়।' কেউ কেউ এর বিপরীত মতও ব্যক্ত করে। শেষ পর্যন্ত ওরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য (মানুষ আলিম) কাইফ বিন খস্আমের কাছে যেতে মনস্থ করল। সেখানে তখন এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা এখানে কেন এসেছ?'

জ্বিনরা বলল– 'আমাদের একটা উট হারিয়ে গেছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি, যাতে মেহেরবানী করে উটটা খুঁজে দেন।'

বৃদ্ধ বলল– 'আমি তো খুব দুর্বল হয়ে গেছি। আর আমার মন-মগজও আমার দেহের অংশ বিধায় তা-ও দেহের মতো দুর্বল হয়ে গেছে।'

জ্বিনরা বলল– 'আপনি এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে চলুন এবং আমাদের উটটা খুজে দিন।'

বৃদ্ধ বললেন– 'আমি আমার অবস্থার কথা খুলে বললাম তো। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জিদ করছ কেন! আচ্ছা তোমরা আমার ওই খোকাকে নিয়ে যাও। ও তোমাদের উট দেখিয়ে দেবে।'

সুতরাং জ্বিনের দল সেই বাচ্চাকে নিয়ে তাঁবু ছেড়ে বের হল। কিছু দূর যাবার পর তাদের সামনে দিয়ে একটি পাখি গেল। পাখিটা উড়ার সময় তার একটা ডানা উপরের দিকে আর একটা ডানা নিচের দিকে করল। অমনি সেই বাচ্চাটি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠল– 'ওহে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় করো। আমি ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে স্মরণ করছে না। আমি তো ছোট বাচ্চা। অথচ তোমরা! তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর আমাকে ছেড়ে দাও।'

জ্বিনরা বলল– 'ব্যাপারটা কী? কী এমন ঘটল, অন্তত আমাদের বলো, আমরা শুনি।'

বাচ্চাটা বলল– 'তোমরা ওই পাখিটাকে দ্যাখোনি, যেটা তোমাদের সামনে দিয়েই তো গেল। ওই পাখিটা একটা ডানা তুলেছে এবং অন্য ডানা নামিয়েছে। এর মাধ্যমে ও আমাকে আসমান ও জমিনোর প্রভুর কসম করে বলেছে যে, তোমাদের উট হারায়ণি। তাই নিশ্চয়ই তোমরা জ্বিন। মানুষ নও।'

জ্বিনরা তখন বলে উঠল– 'আল্লাহ তোমাকে ঘৃণিত করুন। যাও, তোমার বাবার কাছে যাও (অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে বড় আলিম আছে মানব সমাজে)।

জ্বিনরা মানুষকে ভয় করে

বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ) একরাতে আমি নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে একটা ছেলে এসে দাঁড়ায়। আমি তাকে ধরতে যেতেই সে সজোরে লাফ দেয় এবং দেওয়ালের পিছনে গিয়ে পড়ে। তার মাটিতে পড়ার শব্দও আমি শুনতে পাই। এরপর আর কখনোই আমার কাছে আসেনি।

এই জ্বিনরা তোমাদের ওরকম ভয় করে যে-রকম তোমরা ওদের ভয় করো।[১১]

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ তোমরা যেমন শয়তানকে ভয় করো, শয়তান তার চাইতেও বেশি তোমাদের ভয় করত। সে তোমাদের সামনে এলে তোমারা তাকে ভয় করো না। তোমরা তাকে ভয় পেলে সে তোমাদের উপর সওয়ার হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি তার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও, তবে সে পালিয়ে যাবে।[১২]

আবূ শারাআহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে (অন্ধকারে) গলি-খুঁজিতে যেতে ভয় করতে দেখে হযরত ইয়াহ্ইয়া জামার (রহঃ) বলেন– আমরা যাদের ভয় করি, তারা তো আরও বেশি আমাদের ভয় করে।[১৩]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইব্‌নু দুন্‌ইয়া, আল-হাওয়াতিফ (১৩২), পৃষ্ঠা ১০৫।

(২) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, পৃষ্ঠা ২৭। মাসায়িবুল ইন্‌সান, পৃষ্ঠা ১৩৩, দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬-১১৭।

(৩) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬-১১৭। মাকায়িদুশ শায়তান (৭), পৃষ্ঠা-২৭। মাসায়িবুল ইন্‌সান-পৃষ্ঠা ১৫০।

(৪) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। মাকায়িদুশ্ শায়তান (৮), পৃষ্ঠা-২৮। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ১১৬।

(৫) ইব্‌নু আব্‌দুর রহ্‌মান হারবী।

(৬) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। আল্‌হাওয়াতিফ (৪০), পৃষ্ঠা-৪২)

(৭) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল্-হাওাতিফ। মাকায়িদুশ্ শায়তান, আকামুল মারজান।

(৮) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল-হাওয়াতিফ।

(৯) কিতাবুল আজায়িব, আবূ সুলাইয়ামান মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন জাবির আর-রিব্‌ঈ আলহাফিয। আকামুল মারজান।

(১০) কিতাবুল আজায়িব, আবূ আব্‌দুর রহ্‌মান হারবী।

(১১) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(১২) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

(১৩) ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া।

জ্বিনদের আরও বহু বিস্ময়কর ঘটনা

ঘড়ায় বন্দী জ্বিন

মূসা বিন নাসীর (রহঃ)-কে হযরত উমর বিন আব্‌দুল আযীয (রহঃ) বলেন– 'আপনার দেখা কিংবা শোনা সমুদ্রের কোনও বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমাদের শোনান।' কেননা এই মূসা বিন নাসীর (রহঃ)-কে মুসলিম বাহিনীর সিপাহ্‌সালার বানিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠানো হত। এবং তিনি মরক্কো পর্যন্ত বহু ভূখণ্ড ও রাজ্য জয় করেছিলেন।

সুতরাং হযরত মূসা বিন নাসীর (রহঃ) বলেন ঃ একবার আমরা সমুদ্রের এক দ্বীপে গিয়ে পৌছিই। সেখানে একটা পোড়া বাড়ি আমাদের নযরে পড়ে। সেই বাড়িতে আমরা সতেরটি সবুজ গড়া দেখতে পাই। ঘড়াগুলির উপর হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সীলমোহর মারা ছিল। আমি সেই ঘড়াগুলির মধ্যে মাঝের, ধারের ও উপরের ঘড়া নিয়ে আসার হুকুম দিই। তো ঘড়া ক'টা বাড়ির

উঠানে নিয়ে আসা হয়। একটা ঘড়া আমি খুলতে বললে তাতে ছিদ্র করা হয়। ফলে এই ঘড়ার ভিতর থেকে একটা শয়তান বের হয়। তার হাত গর্দানের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সে বাইরে বের হয়েই বলতে থাকে– 'যিনি আপনাকে নবী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন সেই পবিত্র সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম করে বলছি, আর কক্ষণো আমি যমীনের বুকে ফেত্‌না-ফাসাদ করতে আসব না।'

তারপর সেই শয়তানটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠল– 'আল্লাহ্‌র কসম! না আমি সুলাইমানকে দেখতে পাচ্ছি না তার সাম্রাজ্য।

এরপর সে মাটিতে গোঁত্তা মারল এবং মাটির মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল।

বাকি গড়াঘুলো আমার নির্দেশে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হল।[১]

এই ঘটনার অন্য এক বর্ণনা

মূসা বিন নাসীর (রহঃ) একবার জেহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। যেতে যেতে এক সময় তিনি কৃষ্ণসাগরে গিয়ে পৌছেন। এবং নৌকাগুলিকে স্রোতের অনুকূলে ছেড়ে দেন। এরপর তিনি নৌকার কাছে গিয়ে আওয়াজ শোনেন। এবং কৌতূহলী হতে কয়েকটা ঘড়া দেখতে পান। সেগুলোর মধ্যে একটি ঘড়া তুলে নেন। কিন্তু শীলমোহর ভাঙতে ভয় পান। তাই তলায় একটি ছিদ্র করার নির্দেশ দেন। ছিদ্রটা একটা পেয়ালার সমান হতে তার ভিতর থেকে একজনের চিৎকার শুনতে পেলেন। সে চিৎকার ক'রে বলছিল– 'না! আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহর নবী! আগামীতে আর কখনো এমন অন্যায় করব না।'

মূসা বিন নাসীর (রহঃ) বলেন– 'এ সেই শয়তানের অন্তর্গত, যাদেরকে হযরত সুলায়মান বিন দাউদ (আঃ) কয়েদ করেছিলেন।'

এরপর তিনি ঘড়ার সেই ছিদ্রটা বন্ধ করিয়ে দেন। এমন সময় সে নৌকার উপর এক ব্যক্তিকে দেখতে পান, যে তাঁর দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলছিল– 'আল্লাহর কসম! তুমি সেই ব্যক্তি। তুমি যদি আমার উপকার না করে থাকতে তবে আমি তোমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারতাম।[২]

জ্বিনদের প্রত্যুপকার

বর্ণনায় ওয়ালীদ বিন হিশাম ঃ উবাইদ বিন আব্‌রস ও তাঁর কয়েকজন সাথী একবার সফরে ছিলেন। সেই সফরে তাঁরা একটি সাপ দেখতে পান। সাপটি গরমের চোটে ছটফট করছিল। তাঁর সাথীদের একজন সাপটিকে মেরে ফেলার মনস্থঃ করলেন। কিন্তু হযরত উবাইদ (তাঁকে বাধা দিলেন এবং) বললেন– 'এক আঁজলা পানির অভাবে এর উপর এমন মুসীবত এসে পড়ছে।' একথা বলার পর তিনি (সওয়ারী পশুর থেকে) নামলেন এবং সাপটির গায়ে পানি ঢেলে দিলেন। তারপর সবাই চলে গেলেন। যেতে যেতে একসময় তারা পুরোপুরি রাস্তা ভুলে

গেলেন। কোনও ক্রমেই তারা রাস্তা পেলেন না। ফলে তাঁরা তখন বড় পেরেশানীর মধ্যে ছিলেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে কেউ বলে ওঠল–

يَا اَيُّهَا الرَّكْبُ الْمُضِلُّ مَذْهَبُهُ ـ دُوْنَكَ هٰذَا الْبَكْرُ مِنَّا فَارْكَبُهُ
حَتّٰى اِذَا اللَّيْلُ تَوَلّٰى مَغْرِبُهُ ـ وَسَطَعَ الْفَجْرُ وَلَاحَ كَوْكَبُهُ
فَخَلِّ عَنْهُ رِحْلَةً وَسَبْسَبُهُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে পথহারা কাফেলা,
এই নাও জোয়ান উট এবং
এতে সওয়ার হয়ে যাও তোমরা।
যখন শেষ হবে রাতের আঁধার,
ফুটে উঠবে উষার আলো
এবং উদয় হবে সূর্য
সেই সময় যাত্রা বিরতি দেবে,
পৌঁছে যাবে সমতলে।

সুতরাং তাঁরা ওখান থেকে রাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন এবং পুরো দশদিন-দশরাত একটানা চলার পর তাঁরা সূর্যের আলো দেখলেন। সেই সময় উবাইদ বলেন–

يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَدْ اَنْجَيْتَ مِنْ غَمٍّ ـ وَمِنْ فَيَافٍ يَضِلُّ الرَّاكِبُ الْهَادِىْ
هَلَّا تُخْبِرُنَا بِالْحَقِّ نَعْرِفُهُ ـ مَنِ الَّذِىْ جَادَ بِالنَّعْمَاءِ فِى الْوَادِىْ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে যুবক! তুমি আমাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছ
এবং মুক্ত করেছ সেই জনহীন অরণ্য থেকে,
যাতে হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞ সওয়ারও।
তুমি কি আমাদের দেবে না আপন পরিচয়? যাতে
আমরা জানতে পারি যে, ওই বিপদে
কে আমাদের অনন্য উপকার করেছে।
তখন সেই (জ্বিনটি) উত্তরে বলে–

اَنَا الشُّجَاعُ الَّذِىْ اَبْصَرْتَهُ رَمِضًا ـ فِىْ ضَحْضَحٍ فَازِحٍ يَسْرِىْ بِهِ صَادِىْ
فَجُدْتَ بِالْمَاءِ لَمَّا فَنَّ شَارِبُهُ ـ رُوِيْتَ مِنْهُ وَلَمْ تَبْخَلْ بِاَنْجَدِ
اَلْخَيْرُ يَبْقٰى وَاِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ ـ وَالشَّرُّ اَخْبَثُ مَا اَوْعَيْتَ مِنْ زَادِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

আমি হলাম সেই বাহাদুর তুমি দেখিছিলে যাকে,
ধুঁকছে গরম বালুর পরে ধূধূ মরুভূমির বুকে।
সেই সে কঠিন কালে আমার দিয়েছ অমূল্য পানি,
উদারমণে দান করেছ কমে যাবার ভয় করোনি।
উপকার তো স্থায়ী হয় চাই যতকাল হোক্ না গত।
অনিষ্ট সে মন্দ অতি তা যে তোমার নয় পাথেয়।

জ্বিন ও মানুষের মল্লযুদ্ধ

বর্ণনায় হযরত হাইসাম (রহঃ) আমি ও আমার এক সাথী একবার এক সফরে বেরিয়ে ছিলাম। সেই সফরে আমরা এক মহিলাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। মহিলাটি আমাদের বাহনে আরোহণ করার প্রার্থনা জানায়। আমি আমার সাথীকে বলি, 'তুমি ওকে সওয়ার করে নাও।' সুতরাং আমার সাথী তার (উট বা ঘোড়ার) পিছনে মহিলাটিকে বসিয়ে নেয়। সেই সময় সে নিজের মুখ খুলে আমার সাথীর দিকে তাকায়। তার মুখ থেকে তখন গোসলখানার (পানি গরম করার) চুলোর মতো আগুনের হল্কা বেরুচ্ছিল। তা দেখে আমি মেয়েটির উপর হামলা করি। সে বলে– 'আমি তোমার সাথে কী অপরাধ করেছি' একথা বলে সে চিৎকার করতে থাকে।

আমার সাথী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলে– 'তুমি এর কাছে কি চাও'? এরপর তারা আবার চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ওর দিকে চোখ পড়তে দেখি, আগের মতো মুখ খোলা রয়েছে এবং সেই মুখ দিয়ে গোসলখানার চুলোর মতো আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। ফলে আমিও ফের তার উপর হামলা করলাম। এবং তাকে জাপ্টে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেললাম। সে তখন বলল– 'আল্লাহ তোমাকে সাবাড় করুন। কী পাষাণ হৃদয় মানুষরে বাবা! আমার এই অবস্থা যে দেখেছে, ভয়ে তার পিলে চম্‌কে গেছে (অথচ তুমি আমাকে ভয় পাওয়ার বদলে আমার সাথে মোকাবিলায় নেমেছ)'![৪]

জ্বিনের প্রস্রাবে মাথার চুল ঝরে গেছে

বর্ণনায় ইমাম আমাঈ (রহঃ) একবার একটি লোক 'হাযরামাউত' এলাকা থেকে (জ্বিনের ভয়ে) পালায়। জাদুকর জ্বিনটি তার পিছে দাওয়া করে। জ্বিন তাকে ধরে ফেলবে দেখে লোকটি এক সময় একটি কুয়ার মধ্যে পড়ে। জ্বিনটি তখন কুয়ায় না নেমে উপর থেকে তার মাথায় প্রস্রাব করে দেয়। পরে লোকটি কুয়া থেকে বের হতে দেখা গেল, তার মাথার চুল ঝরে গেছে। একটাও চুল ছিল না।(৫)

জ্বিনদের গবাদি পশু-১

বর্ণনায় হামীদ বিন হিলাল অথবা অন্য কেউ ঃ আমরা আগে বলাবলি করতাম যে জ্বিনদের গবাদি পশু হল হরিণ। একবার একটি ছেলে, তার কাছে তীর-ধনুক ছিল, সে 'আরতাত্ব' গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়ে। তার মতলব ছিল (ওদিকে আসতে থাকা) একপাল হরিণের মধ্যে কোন একটি শিকার করা। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কেউ বলে উঠে–

إِنَّ غُلَامًا ثَقِفَ الْيَدَيْنِ - يَسْعٰى بِكَبِدٍ أَوْ بِلِهْذِ مَيْنِ

مُتَّخِذِ الْأَرْطَاةِ جَنَّتَيْنِ - لِيَقْتُلَ التَّيْسُ مَعَ الْعَنْزَيْنِ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

পাকাহাতের তীরন্দাজ এক বালক তাহার দু'হাত দিয়ে,
করছে প্রয়াস খুবই কাজের তীর ও ধুনক সঙ্গে নিয়ে।
আড়ালেতে আছে সে ওই 'আরতাত্ব' গাছকে ঢাল বানিয়ে,
ছাগল-গরু-হরিণ শিকার করবে বলে তার অস্ত্র দিয়ে।

হরিণের পাল ওই কবিতা শোনার সাথে সাথেই দৌড়াদৌড়ি ক'রে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।(৬)

জ্বিনদের গবাদি পশু-২

হযরত উমর ফারূক (রাঃ) একবার একটি লোককে মহল্লায় পাঠান। লোকটি এক দুগ্ধবতী হরিণীকে দেখতে পেয়ে তার উপর হামলা করেন। অমনি এক জ্বিন বলে উঠে–

يَا صَاحِبَ الْكِنَانَةِ الْمَكْسُوْرَةِ - خَلِّ سَبِيْلَ الظَّبِيَّةِ الْمَصْرُوْرَةِ

فَإِنَّهَا لِصِبْيَةٍ مَضْرُوْرَةٍ - غَابَ أَبُوْهُمْ غَيْبَةً مَذْكُوْرَةً

فِيْ كُوْرَةٍ لَا بُوْرِكَتْ مِنْ كُوْرَةٍ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

ওহে ভাঙ্গা তীরদানওয়ালা,
এই দুগ্ধবতী হরিণীকে ছেড়ে দাও।
এ এমন এক দুঃস্থ বালিকার মালিকানাধীন,
যার পিতার নিরুদ্দেশের খবর সবাই জানে।
এবং সে এমন এক অঞ্চলে গেছে,
যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।(৭)

নিখোঁজ উটের সন্ধানে জ্বিন

বর্ণনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর উত্তরসূরী হযরত আবূ বকর তাইমী (রহঃ) আকীল গোত্রের একজন মানুষের মুখে আমি শুনেছিলাম– সে বলেছিল– একবার আমি একটা (বনো) উট ধরে ঘরে এনে বেঁধে রাখি। রাত্রে অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শুনি, 'ওহে অমুক! তুমি ইয়াতীমের উট দেখেছ কি?' উত্তরে কেউ বলে, 'একজন মানুষ তাকে ধরেছে। আল্লাহর কসম। সে যদি ওর কোনও ক্ষতি করে, তবে আমিও তার ওরকমই ক্ষতি করব।' একথা শোনার পর আমি উটের কাছে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেই। এরপর শুনি, কেউ যেন উটকে ডাকছে। কাছে গিয়ে শুনতে পাই আওয়াজটা ঠিক উটের আওয়াজের মতো।(৮)

জ্বিনের উপাসনা করত এক শ্রেণীর মানুষ

বর্ণনায় হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এক শ্রেণীর মানুষ একদল জ্বিনের উপাসনা করত। জ্বিনের সেই দলটি অবশ্য মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তাদের উপসনাকারী মানুষের দলটি তাদের উপাসনা করতেই থাকে। তাই আল্লাহ নাযিল করলেন এই আয়াত–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

জ্বিন হত্যা করেছে সাহাবী সাঅ্দ বিন উবাদাহ-কে

বর্ণনায় হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীন (রহঃ) হযরত সাঅ্দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন। জ্বিনরা তাঁকে হত্যা করেছিল। সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ (অদৃশ্য থেকে) কাউকে কবিতাও আবৃত্তি করতে শুনেছিল।

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ يُخْطِ فُؤَادَهُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

খযরজ্-পতি উবাদাহ্-তনয় সা'অদ্‌কে মোরা খুন করেছি,
কলিজায় গিয়ে বিঁধে গেছে এমন বাণ ছুঁড়েছি।[১০]

এক মহিলার শয়তান

বর্ণনায় হযরত সালিম বিন আব্‌দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন উমর (রাঃ) হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাঃ)-এর কাছে হযরত উমর (রাঃ)-এর খবর আনয়নকারী জ্বিন একবার তাঁর কাছে আসতে দেরি করলে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এক মহিলার কাছে যান। সেই মহিলার (উপর ভর করে তার) মুখ দিয়ে শয়তান কথা বলত। হযরত আবূ মূসা তাকে (হযরত উমরের সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'আমি দেখেছি উনি সদকার উটগুলো একত্রিত করছিলেন।' হযরত উমর (রাঃ)-এর এই মাহাত্ম্য ছিল যে, যখনই শয়তান তাঁকে দেখত, মুখ গুঁজে পড়ে যেত, ফেরেশ্‌তা তাঁর সামনে থাকত এবং হযরত জিব্‌রাঈল তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলতেন।[১১]

ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

বর্ণনায় হযরত সালিম বিন আব্‌দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন উমর (রাঃ) একবার বস্‌রার গভর্ণর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর কাছে (খলীফা) হযরত উমর (রাঃ)-এর বার্তা পৌঁছতে দেরি হয়। বস্‌রায় সেই সময় এক মহিলা ছিল, যার মুখ দিয়ে শয়তান কথা বলত। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) সেই মহিলার কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূত দিয়ে মহিলাকে বলল, 'আপনি আপনার শয়তানকে বলুন যে, সে যেন আমীরুল মু'মিনীন (হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর খবরটা এনে দেয়।' উত্তরে সেই মহিলা (-র মুখ দিয়ে শয়তান) বলে, 'তিনি এখন ইয়ামনে আছেন এবং খুব সত্ত্বরেই এসে যাবে। সুতরাং এঁরা প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। ফের সে হাজির হলে তিনি বললেন, 'তুমি আরেকবার গিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর খবর এনে দাও। কেননা তাঁর খবর পেতে দেরি হওয়ায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছি।'

শয়তান তখন বলে, 'উনি (হযরত উমর ফারূক (রাঃ)) এমন এক ব্যক্তি, যাঁর কাছে যাবার হিম্মত আমাদের নেই। তাঁর দুই চোখের মধ্যস্থলে রূহুল কুদুস (হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)) আপন দৃপ্তির প্রকাশ ঘটান। আল্লাহ্ তাআলা এমন কোনও শয়তান সৃষ্টি করেননি, যে হযরত উমরের কথা শোনার সাথে সাথে মুখ গুঁজে পরে যায় না।[১২]

জ্বিনদের পিয়ন

হযরত উমর (রাঃ) একবার (জেহাদের উদ্দেশ্যে) একদল সেনাবাহিনী পাঠান। (পরে) এক ব্যক্তি এসে মদীনাবাসীদের কাছে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা

দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। খবরটা মদীনার মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লগল। এ-বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ) জানতে চাইলে তাঁর কাছেও উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, 'ও হল আবুল হাইসাম, মুসলমান জ্বিনদের সংবাদ বাহক। খুব সত্বরে মানুষ সংবাদক-বাহকও এসে পৌছতে চলেছে। এর কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষও ওই খবর নিয়ে আসে।[১৩]

* মানুষের চেয়ে জ্বিন অতি গতিশীল। হওয়ার কারণে সে যুগে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত উন্নতি হয়নি বলে মানুষের কয়েকদিন আগেই জ্বিন খবর নিয়ে পৌছে গিয়েছিল।

আটা পেষাইকারী জ্বিন

বর্ণনায় নাউফ আল-বুকালী ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এক বাঁদী প্রতিরাতে তিন কফীয পরিমাপ বিশেষ পরিমাণ আটা পেষাই করত। তার কাছে শয়তান আসে এবং তাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে গিয়ে দু'টুকরো করে দেয়। যাঁতাও ছিনিয়ে নেয়। তারপর সেই শয়তান নিজে ওই বাঁদীর মতো আটা নিয়ে যেত এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পিষে এনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কাছে হাজির করত। হযরত সুলামইমান (আঃ) তার ওই কাজে অবাক হয়ে অন্য এক বাঁদীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বাঁদীটি ইঙ্গিতে শয়তানের কথা বলল। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) সমুদ্রের ধারে ধারে দেওয়াল গাঁথার কাজ করান। সুতরাং হযরত সুলাইমান (আঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওই কাজ করিয়েছেন।[১৪]

ইব্‌লীসের আকাঙ্ক্ষা

বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ) (বিখ্যাত তাবিঈ) ঃ ইবলীস আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিল– ১) সে নিজে সবাইকে দেখবে কিন্তু অন্য কেউ (মানুষ) যেন তাকে দেখতে না পায়, ২) সে যেন যমীনের তলা দিয়েও বের হতে পারে, এবং ৩) সে বুড়ো হবার পর যেন ফের জওয়ান হয়ে যায়– ইবলীশের এই তিনটি ইচ্ছাই পূরণ করা হয়।[১৫]

জ্বিনরা শয়তানদের দেখতে পায় না

বর্ণনা করেছেন নুআইন বিন উমার (রহঃ) ঃ মানুষ যেমন জ্বিনদের দেখতে পায় না, জ্বিনরাও তেমনই শয়তানদের দেখতে পায় না।[১৬]

জ্বিন কর্তৃক ইসলাম প্রচারের আজব ঘটনা

বর্ণনায় হযরত কালুবী (রহঃ) খানাফির বিন তাউম নামে এক জাদুকর ছিল। একবার সে এক সবুজ-শ্যামল উপত্যকায় যায়। – কুফরী জীবনে তার এক মুরুব্বি জ্বিন ছিল। মহানবী কর্তৃক ইসলাম প্রচার শুরু হলে জ্বিনটি (কিছুকাল) আত্মগোপন করেছিল। সেই জাদুকর খানাফিরের ভাষায় ঃ আমি তখন ওই

(সবুজ-শ্যামল) উপত্যাকায় ছিলাম। সেই সময় ঈগল পাখির মতো গতিতে সে (জ্বিনটি) আমার কাছে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কে 'শাসার' নাকি?

সে বলে, হ্যাঁ। আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমি বললাম, বলো, আমি শুনেছি।

সে বলল, ফিরে এসো (নতুন জীবনে), প্রচুর ফায়দা পাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এক সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় এবং প্রতিটি সূচনার সমাপ্তি আছে।

আমি বললাম, ঠিক বলেছ।

সে বলল, প্রত্যেক প্রশাসনের একটা আয়ুষ্কাল থাকে। তারপর পতন ঘটে। যাবতীয় ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এবং প্রকৃত সত্য এসে গেছে সত্যিকারেরি ধর্মের দিকে। আমি সিরিয়ার কিছু মানুষকে দেখেছি, যাঁরা উজ্জ্বল বাণীর প্রত্যাশী। এমন বাণী যা রচনা করা কবিতাও নয় এবং কোনও লোকগাথাও নয়। আমি ওঁদের দিকে মনোযোগ দিতে ধমক খেয়েছি। তারপর ফের মনোযোগী হই। এবং উঁকি দিয়ে বলি, আপনারা কোন্ জিনিস পেয়ে আনন্দ করছেন এবং কোন জিনিসের হাত থেকে আশ্রয় চাইছেন।

তাঁরা বলেন, সে এক মহান বাণী। যা এসেছে মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের পক্ষ থেকে। সে শাসার! তুমিও সাচ্ছা কালাম শোনো এবং সুস্পষ্ট পথে চলো। ভয়ংকর আগুন থেকে উদ্ধার পাবে।

আমি বলি ওই কালামটি কী?

তাঁরা বলেন, এ কালাম কুফ্র ও ঈমানকে পৃথক করে দেয়। মুযির গোত্রের রসূল (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)) এই কালাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অতঃপর মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি এমন নির্দেশনা এনেছেন, যা বাকি সব নির্দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এতে তাদের জন্য উপদেশ আছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আমি জানতে চাই ওই মহান বাণী সহকারে কে আগমণ করেছেন?

তাঁরা বলেন, হযরত আহ্মাদ (মুহাম্মদ (সাঃ)) যিনি সকল মানুষের মধ্যে সেরা। অতএব, তুমি যদি ঈমান আনো, তবে বড়ই সম্পদ লাভ করবে। আর নাফরমানী করলে, জাহান্নামে যাবে।

ওহে খানাফির! আমি ঈমান এনেছি। তারপর তাড়াহুড়া করে তোমার কাছে এসেছি। যাতে তুমিও সবরকমের কলুষতা ও কুফ্রী থেকে মুক্তি হতে পারো এবং হতে পারো আর সব মুমিনের সহযাত্রী। নতুবা, তোমার-আমার সম্পর্কে এখানেই ইতি।

জাদুকর খানাফির বলছে, এরপর আমি সওয়ারী পশুর পিঠে সওয়ার হয় সান্আয় (ইয়ামানে) হযরত মুআয বিন জ্বাবাল (রাঃ)-এর কাছে হাজির হই এবং ইসিলামে দীক্ষা নিই। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আমি কবিতার মাধ্যমে বলেছি–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ عَادَ بِفَضْلِهِ ـ وَاَنْقَضَ مِنْ نَفْحِ الرَّجِيْمِ خَنَافِرًا

دَعَانِيْ شَصَارُ لِلَّتِيْ لَوْ رَفَضْتُهَا ـ لَاُصْلِيْتُ جَمْرًا مِنْ لَظَى الْهَوْنِ جَائِرًا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

দেখোনি কি তুমি আল্লাহ্পাকের তুলনাবিহীন অবদানকে,
'খানিফির'কে তিনি দূর করেছেন জাহান্নীমের আগুন থেকে।
'শাসার' আমায় ডাক দিয়েছে পবিত্র দ্বীন ইসলামের দিকে,
সাড়া যদি না দিতাম তাতে নরকে ছোঁড়া হত মোকে।(১৭)

জ্বিনদের তরফ থেকে হযরত উস্মান (রাঃ)-হত্যার নিন্দা

বর্ণনায় হযরত নায়িলাহ্ বিন্তে ফারাফিসাহ্ (রহঃ) হযরত উস্মান (রাঃ)-কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক যখন বাড়িতে ঢোকে, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। সেই সময় অদৃশ্য থেকে আততায়ীদের উদ্দেশ্যে কেউ বলে উঠে–

فَاِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تَزُوْلُ عَنِ الْفَتٰى ـ وَيُوْرِثُ دَارَ الْخُلْدِ فَالْخُلْدُ اَفْضَلُ

وَاِنْ يَكُنِ الْاَحْكَامُ يَنْزِلُ بِهَا الْقَضَاءُ ـ فَمَا حِيْلَةُ الْاِنْسَانِ وَالْحُكْمُ يَنْزِلُ

فَلَا تَقْتُلُوْا عُثْمَانَ بِالظُّلْمِ جَهْلَةً ـ فَاِنَّكُمْ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ تُسْاَلُوْا

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

এই যুবকের থেকে যদি দুনিয়াটা চায় সরে যেতে,
কিংবা ইনি যদি বা চান স্বর্গধামের ওয়ারিস হতে,
তবে স্বর্গ সেরা ঠাঁই।
শাহাদতের লিখনসহ নামে যদি খোদার বিধান,
কীইবা উপায় করতে পারে দুর্বল ইন্সান,
বিধির বিধান টলবে নাই।
উসমানকে খুন করো না অজ্ঞ হয়ে জুলুম করে।
এই খুনের হিসাব নেওয়া হবে হাশরের-মাঠে শেষ বিচারে

তা সত্ত্বেও সেই জালিমরা হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে। তারা ওই অদৃশ্য-হুঁশিয়ারীর কোন পরোয়া করেনি।(১৮)

*** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ** বর্ণনাকারিণী হযরত নায়িলাহ্ ছিলেন হযরত উস্‌মান (রাঃ)-এর স্ত্রী। ইনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাঁর ঘাতকদের হটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী ঘাতকরা যখন হযরত উস্‌মানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালায়, হযরত নায়িলাহ্ তখন সেই তলোয়ারের সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়েও প্রিয় স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ঘাতকদের জোরালো তলোয়ারের আঘাতে হযরত নায়িলার হাতের আঙুলগুলো কেটে যায় এবং হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হন। এরপর হযরত নায়িলাহ্ বাইরে বের হয়ে ফরিয়াদ করতে থাকেন। সেই সময় ঘাতকবাহিনী পালিয়ে যায়। – অনুবাদক

মানুষের প্রতি জ্বিনদের ক্রোধের আধিক্য

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরা, মিরাজ্-রজনী সম্বন্ধে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَمَّا نَزَلْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظَرْتُ اَسْفَلَ مِنِّىْ فَاِذَا اَنَا بِوَهَجٍ وَدُخَانٍ وَاَصْوَاتٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذِهِ الشَّيَاطِيْنُ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى اَعْيُنِ بَنِىْ اٰدَمَ وَلَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَرَأَوُا الْعَجَائِبَ ـ

প্রথম আসমানে অবতরণের পর নীচের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই আগুন আর ধোঁয়া এবং আওয়াজ। তো আমি বলি, হে জ্বিবরাঈল, এসব কী? তিনি বলেন, এরা শয়তান, এরা শুধু মানুষের চারপাশেই ঘোরে, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদ্‌শাহীর বিষয়ে বেবে দ্যাখে না। যদি ওরা এ বিষয়ে ভেবে দেখত, তাহলে বড় বড় বিস্ময়কর বস্তু ওদের চোখে পড়ত।

বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের আশ্চর্য ঘটনা

বর্ণনায় হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের মনস্থ করেন, তখন শয়তানদের বলেন, আল্লাহ আমাকে এমন একটি ইমারত নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যার পাথর লোহা দিয়ে কাটা হয়নি।

শয়তানরা বলে, এ-কাজের ক্ষমতা কেবলমাত্র একজন শয়তানের আছে, অন্য কারোর নেই! সমুদ্রের এক বিশেষ জায়গায় সে পানি পান করতে আসে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) বলেন, তোমরা (তাকে গ্রেফতার করার জন্য) তার

সেই পান করার জায়গায় যাও, এবং সেখানকার পানি বের করে সেখানে মদ ভরে দাও। (সুতরাং তাঁর নির্দেশ পালিত হল।)

এরপর সেই শয়তান পানি 'খেতে' এসে (মদের) গন্ধ পেল। ফলে (নিজের মনে) কিছু বলল। কিন্তু খেল না। তারপর তার যখন খুব বেশি পিপাসা লাগল, তখন সে সেই মদ খেল। এবং এভাবে (নেশাগ্রস্থ হবার পর) তাকে গ্রেফতার করা হল।

ওই শক্তিশালী শয়তান সাধারণ শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে আসার সময় রাস্তায় একটি লোককে পেঁয়াজের বদলে রসুন বিক্রি করতে দেখে হেসে ফেলল। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকা– এক মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখেও সে হাসল।

ওই শয়তানকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারে পেশ করার সময় রাস্তায় তার দু'বার হাসার কথা বলা হল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শয়তানটা বলল, আমি প্রথমে যে মানুষের কাছ দিয়ে আসি, সে অসুখ (পেঁয়াজ)-এর বদলে ওষুধ (রসুন) বিক্রি করছিল, তাই আমি হাসছি। তারপর এক মহিলাকে দেখে হেসেছি এজন্য যে, সে নিজে গায়েবের খবর বলছিল, অথচ তার নীচে ধনভাণ্ডার রয়েছে, এ-খবর সে জানে না।

হযরত সুলাইমান (আঃ) সেই শয়তানকে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের বিষয়ে বিনা লোহায় কাটা-পাথরের কথা বললেন। সে তখন সাধারণ শয়তানদের বলল– বহু লোকেও তুলতে পারবে না এমন একটি বিশালকায় হাঁড়ি তোমরা নিয়ে এসো। তারপর হাঁড়িটা শকুনের বাচ্চার উপর রাখো। সুতরাং শয়তানরা অমন বিশালকায় হাঁড়ি নিয়ে এল বটে, কিন্তু শকুনের বাচ্চার কাছে পৌছবার আগেই সে আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেল। এরপর ফের সে এল। সেই সময় তার চঞ্চুতে একটা কাঠ ধরা ছিল। কাঠটা হাঁড়ির উপর রাখল। ফলে হাঁড়িটা দু'কুটরো হয়ে গেল। অম্‌নি সেই শকুন-শাবক কাঠটার দিকে ছাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তার আগেই সেই শয়তান কাঠটা হাতিয়ে নিল। এবং সেই কাঠ দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণকারীরা পাথর কেটেছিল।(২০)

বিস্‌মিল্লাহ্'র বিস্ময়কর ক্ষমতা

বর্ণনায় হযরত ইবনু উমর (রাঃ) ঃ একবার হযরত উমর বিন খত্তাব (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীদের সঙ্গে মসজিদে বসেছিলেন। এবং নিজেদের মধ্যে কোর্‌আনের ফাযায়িল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, সূরা 'বারাআত'-এর শেষাংশ সর্বোত্তম। আরেকজন বলেন, 'কা-ফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ' ও 'ত্ব-হা সর্বোত্তম। এভাবে প্রত্যেকে আপন আপন জানা তথ্য অনুসারে বিভিন্ন উক্তি ব্যক্ত করেন। ওঁদের মধ্যে হযরত উমর

বিন মা'দী কারব আয-যুবাইদী (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওঁদের মধ্যে হযরত উমার বিন মা'দী কারব আয-যুবাইদী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'-এর বিস্ময়কে বিস্মারিত হলেন দেখছি! আল্লাহ্‌র কসম! 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'-এর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য বিষয় রয়েছে।

একথা শুনে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) সোজা-হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, হে আবূ মাসূর! আপনি আমাদের 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'-এর বিস্ময়কর বিষয়টি বলুন সুতরাং হযরত উমর বিন মা'দী কারব (রাঃ) বর্ণনা শুরু করলেন ঃ

হে আমিরুল মুমেনীন! জাহিলিয়্যাতের জামানায় (মহানবী (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বযুগে) একবার আমরা কঠিন দুর্ভিক্ষের শিকার হই। সেই সময় একদিন আমি রুজির সন্ধানে জঙ্গলে ঘোড়া নিয়ে যাই। ওই অবস্থায় আমি যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে একটা ঘোড়া, কিছু গবাদি পশু ও একটা তাঁবু নজরে পড়ে। তাঁবুর কাছে পৌছতে সেখানে একজন খুবই সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পাই এবং এক বৃদ্ধকে তাঁবুর সামনে হেলান দিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। আমি তাঁকে বলি, 'তোমার কাছে যা কিছু আছে, আমাকে দিয়ে দাও। তোমার মা তোমাকে ধ্বংস করুক।

সে বলে, 'তুমি যদি আতিথেয়তা চাও, তো নেমে এসো। এবং সাহায্য চাও তো বলো, আমরা তোমাকে সাহায্য করব।'

আমি বললাম, 'তোমার মা তোমাকে ধ্বংস করুক! এগুলো সব আমাকে দিয়ে দাও।'

তখন সে এমন দুর্বল বুড়োর মত উঠল, যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তারপর 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এল। এবং আমাকে ধরে টানতে লাগল। ক্রমশ আমি নীচে চলে গেলাম এবং সে আমার উপরে চড়ে বসল। সেই সময় সে বলল, 'তোমাকে মেরে ফেলব না ছেড়ে দেব'।

আমি বললাম, 'ছেড়ে দাও।'

সুতরাং সে আমার উপর থেকে উঠে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, 'ওহে উমর! তুমি হলে আরবের এক নামকরা বীর। তাই এই বুড়োর থেকে পালানোর চাইতে তোমার মরে যাওয়াই ভালো।' সুতরাং আমার মন-মগজ আমাকে লড়াই করার জন্য ফের উত্তেজিত করল। আমি সেই বুড়োকে বললাম, 'তোমার মা তোমাকে বরবাদ করুক! এই জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে দাও।'

তখন ফের সে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এল। এবং আমাকে এমন জোরে টানল যে, আমি তার নীচে চলে গেলাম এবং সে আমার বুকের উপর চড়ে বসল। বলল, 'তোমাকে হত্যা করব না ক্ষমা করব?'

আমি বললাম, 'ক্ষমা করো।'

(সুতরাং সে আমাকে ছেড়ে দিল।)

ফের আমি বললাম, 'তোমার মা তোমাকে খতম করে দিক! তোমার যাবতীয় মালসম্পদ আমাকে দিয়ে দাও।'

সে ফের 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলতে বলতে আমার কাছে এল। তো আমার গা শিউরে উঠল। এবং সে আমাকে এমনভাবে টান মারল যে, আমি একেবারে তার নীচে গিয়ে পড়লাম। তখন আমি বললাম, 'এবারেও আমাকে ছেড়ে দাও।'

সে বলল, 'এই তিন বারের মাথায় তোমাকে তো আমি ছাড়ব না।' এরপর সে বলল, 'ওহে বাঁদী! ধারালো তলোয়ার নিয়ে এসো।' বাদী তলোয়ার নিয়ে বুড়োর কাছে এল, বুড়োর তখন আমার টিকি কেটে দিল। তারপর আমার উপর থেকে উঠে গেল।

হে আমীরুল মুমেনীন! আমাদের এই রীতি ছিল যে, টিকি কেটে দিলে পুনরায় তা না উঠা পর্যন্ত আমরা বাড়ি ফিরতে লজ্জা বোধ করতাম। এজন্য আমি এক বছর যাবৎ সেই বুড়োর সেবা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

একবছর পূর্ণ হওয়ার পর সেই বুড়ো আমাকে বলল, 'ওহে উমর, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে জঙ্গলে চলো।'

তো আমি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সে এক জঙ্গলের কাছে পৌঁছে, সেখানকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে, 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানীর রাহীম'-এর আওয়াজ দিল। ফলে সমস্ত পাখ-পাখালি আপনা আপনী বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় আওয়াজ দিতে খেজুর গাছের মতো লম্বা পশমের পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে দেখা যেতে লাগল। যাকে দেখে আমার গা শিউরে উঠল। সেই বুড়ো তখন আমাকে বলল, 'ওহে উমর! ঘাবড়িও না। আমরা হেরে যাওয়ার মুখোমুখি হলেও বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীমের বদৌলতে জিতে যাব।'

কিন্তু মোকাবিলায় আমরাই হেরে গেলাম। আমি তখন বললাম, 'আমার মনিব লাত ও উয্‌যার কারণে হেরে গেছেন।' একথা শুনে বুড়ো আমাকে এমন এক থাপ্পড় মারল যে আমার মাথা উপড়ে যাবার যোগাড় হলো। বললাম, 'আর কখনও এমন কথা বলব না।' তারপর মোকাবিলা আমরা জিতে গেলাম। তখন আমি বললাম, 'আমার মালিক 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীমের দৌলতে জিতে গেছেন।'